# বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.ird.gov.bd

প্রকাশকাল
২৯ অক্টোবর ২০২৪

**প্রকাশক**

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

**নির্দেশনায়**

জনাব মোঃ আবদুর রহমান খান, এফসিএমএ
সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

**সার্বিক তত্ত্বাবধানে**

জনাব মোঃ আব্দুল গফুর, যুগ্মসচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

**সম্পাদন কমিটি**

১। জনাব মোঃ আব্দুল গফুর, যুগ্মসচিব

২। জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর

৩। জনাব মোঃ মঈনুল আলম

৪। জনাব আনন্দ কুমার বিশ্বাস

৫। জনাব মোঃ আল আমিন

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ
উপদেষ্টা
অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Dr. Salehuddin Ahmed
Adviser
Ministry of Finance & Ministry of Commerce
Government of the People's
Republic of Bangladesh

## বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রতিবেদনটিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের বিগত অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে যা অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা বজায় রেখে ২০২৬ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের বিকল্প নেই। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত করনীতি ও জাতীয় সঞ্চয়নীতি অনুসরণ এবং দক্ষ, ন্যায়ানুগ, প্রযুক্তিনির্ভর ও জনবান্ধব রাজস্ব ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণই এ বিভাগের মূল লক্ষ্য। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ দেশের মোট রাজস্ব আয়ের ৮৭ শতাংশ আহরণ করে থাকে, যার মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয় এবং ন্যায়ভিত্তিক ও বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়াও এ বিভাগ দেশে শিল্পায়ন, দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আয়কর, শুল্ক ও মূসক প্রদানে অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত হারে কর প্রদানের সুবিধা দিয়ে আসছে।

বৈষম্যহীন ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে অটোমেশনের কোন বিকল্প নেই। আর্থিক সেবাসমূহের ক্ষেত্রে অটোমেটেড সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে উদ্ভাবিত বিভিন্ন অটোমেটেড সেবাসমূহের কার্যকারিতা সমুন্নত রাখার জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টি করতে হবে। এছাড়াও সরকারি আর্থিক সেবাসমূহ ভিন্ন ভিন্ন প্লাটফর্মে না রেখে একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব হলে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। সাধারণ মানুষ সেবা প্রদানকারীর কাছে না গিয়ে যত বেশি অটোমেটেড পদ্ধতিতে সেবা পাবেন ততই দুর্নীতি কমবে এবং নির্বিঘ্নে সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ এর মাধ্যমে সেবা গ্রহীতা ও আগ্রহী পাঠকগণ এ বিভাগের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবে। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংকলন, সম্পাদন ও প্রকাশনার সাথে জড়িত অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ)

Bangladesh Secretariat, Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: +88-02-9514477, Email: adviser@finance.gov.bd, www.mof.gov.bd

মোঃ আবদুর রহমান খান, এফসিএমএ
সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## মুখবন্ধ

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার সার্বিক কার্যক্রমের একটি সম্যক চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জণের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ যুগোপযোগী ও স্বয়ংক্রিয় রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করছে। আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা অনুশীলনের মাধ্যমে কর ও অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত এ বিভাগের নানাবিধ উদ্যোগ চলমান রয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা কমিয়ে বৈষম্যহীন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে অবকাঠামো বিনির্মান, তথ্য প্রযুক্তি ও সামাজিক মূলধন খাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সিংহভাগ অর্থায়নের যোগান দিয়ে আসছে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ।

দেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর সংগ্রহ, সঞ্চয়পত্র ও বন্ড ব্যবস্থাপনা এবং স্ট্যাম্প ডিউটি ও বিবিধ ফি আদায় সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ওপর ন্যস্ত। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশের প্রধান রাজস্ব আহরণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, আবগারী শুল্ক ও কাস্টমস ডিউটিসহ বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আদায়ের মাধ্যমে দেশের মোট রাজস্বের শতকরা প্রায় ৮৭ ভাগের বেশি যোগান দিচ্ছে। রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অটোমেশনের নিমিত্ত Asycuda World, Integrated VAT Administration System (iVAS), Customs Bond Automation System, National Single Window (NSW), Automated Risk Management System (ARMS), e-Invoice System, EFDMS system, Integrated Customs Management System (ICMS), Electronic Tax Identification Number (eTIN), Electronic Tax Deduction System (eTDS), Electronic Return Submission System (eReturn), Tax Return Preparer (TRP), e-Payment এবং Automated Challan (Achallan) সহ বিভিন্ন প্রযুক্তি নির্ভর উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের রাজস্ব আহরণ অবকাঠামোকে অটোমেটেড করা হচ্ছে। এছাড়াও এ বিভাগের আওতাধীন জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের বিভিন্ন সঞ্চয় স্কীম ও বিনিয়োগযোগ্য বন্ড এর মাধ্যমে একদিকে ঘাটতি বাজেটে অর্থায়ন করা সম্ভব হচ্ছে, অপরদিকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

একনিষ্ঠ মনোনিবেশের মাধ্যমে যথাসময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনা কাজের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(মোঃ আবদুর রহমান খান, এফসিএমএ)

# সূচিপত্র


১.১ পরিচিতি ........ ২
১.২ ভিশন ........ ২
১.৩ মিশন ........ ২
১.৪ ২০২২-২৩ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি ........ ২
১.৫ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন। ........ ৩
১.৬ উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ ........ ৪
১.৭ তথ্যসেবা প্রদান ........ ৫
১.৮ মানবসম্পদ উন্নয়ন ........ ৫
১.৯ ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম ........ ৫
১.১০ ই-নথি বাস্তবায়ন ........ ৬
১.১১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ........ ৬
১.১২ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, উদ্ভাবন ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন: ........ ৬
১.১৩ উদ্ভাবনী কার্যক্রম ........ ৭
১.১৪ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারভূক্ত কার্যক্রমের তালিকা ........ ৭
১.১৫ ভিশন-২০২১, ভিশন-২০৪১, এসডিজি ও ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়ন; ........ ৮
১.১৬ নারীর ক্ষমতায়ন কার্যক্রমসমূহ ........ ১০
১.১৭ মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসমূহের সংক্ষিপ্ত তালিকা: ........ ১০
১.১৮ আইন/বিধি সংক্রান্ত (কাস্টমস ও ভ্যাট) ........ ১১
১.১৯ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বিবরণ: ........ ১১
১.২১ অডিট আপত্তি ........ ১৬
১.২২ মানবসম্পদ উন্নয়ন ........ ১৭
১.২৩ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন ........ ১৮
১.২৪ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা ........ ১৯
২.১ পরিচিতি ........ ২১
২.২ ভিশন ........ ২১
২.৩ মিশন ........ ২১
২.৪ গঠন ........ ২১
২.৫ কার্যাবলী ........ ২১
২.৬ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: ........ ২২
২.৭ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো ........ ২২
২.৮ রাজস্ব পরিসংখ্যান ........ ২২
২.৯ ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত প্রধান তিনটি করের আহরণ প্রবণতা ........ ২৩
২.১০ বিগত ২০ বছরের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহের মোট লক্ষ্যমাত্রা এবং আহরণ ........ ২৪

২.১১ ২০১২-১৩ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রধান খাতভিত্তিক, লক্ষ্যমাত্রা, আহরণ, প্রবৃদ্ধি ........ ২৪
২.১২ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ চিত্র ........ ২৫
২.১৩ জনবলের তথ্য ........ ২৬
২.১৪ অডিট আপত্তি ........ ২৭
২.১৫ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগএবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা) ........ ২৮
২.১৬ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত) ........ ২৮
২.১৮ কাস্টমস বিষয়ক: ........ ২৯
২.১৯ মূসক বিষয়ক: ........ ৩১
২.২০ আয়কর বিষয়ক: ........ ৩৬
৩.১ পরিচিতি ........ ৪৬
৩.২ ভিশন ........ ৪৭
৩.৩ মিশন ........ ৪৭
৩.৪ জনবল ........ ৪৭
৩.৫ কার্যাবলী ........ ৪৮
৩.৬ জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের উদ্দেশ্য ........ ৪৮
৩.৭ অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ........ ৪৯
৩.৮ জাতীয় সঞ্চয় বিশেষ ব্যুরো ও জেলা সঞ্চয় অফিসের কার্যক্রম ........ ৫০
৩.৯ জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের বর্ণনা ........ ৫০
৩.১০ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ........ ৬২
৩.১১ জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থবছর এর লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন ........ ৬২
৩.১২ জাতীয় সঞ্চয় স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ........ ৬৩
৩.১৩ বাংলাদেশ প্রাইজবন্ডের 'ড্র' -এর ফলাফল অনুসন্ধান সফটওয়্যার ও মোবাইল অ্যাপ ........ ৬৬
৩.১৪ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ........ ৬৭
৩.১৫ উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রচার কার্যক্রম ........ ৬৮
৩.১৬ প্রশিক্ষণ/কর্মশালা সংক্রান্ত কার্যক্রম ........ ৭০
৩.১৭ জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের চ্যালেঞ্জ ........ ৭১
৩.১৮ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ........ ৭১
৪.১ পরিচিতি ........ ৭৪
৪.২ ভিশন ........ ৭৪
৪.৩ মিশন ........ ৭৪
৪.৪ জনবল কাঠামো ........ ৭৫
৪.৫ ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের কার্যাবলী ........ ৭৫
৪.৬ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ........ ৭৫
৪.৭ বিদ্যমান জনবল সংক্রান্ত তথ্য ........ ৭৬
৪.৮ মামলা নিষ্পত্তি ........ ৭৭
৪.৯ সম্পাদিত অন্যান্য কার্যাবলী ........ ৭৭
৪.১০ স্মার্ট কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমঃ ........ ৮০

৪.১০ নিয়োগ কার্যক্রম ........ ৮০
৪.১১ মানবসম্পদ উন্নয়ন ........ ৮০
৪.১২ ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের উদ্ভাবনী কার্যক্রম ........ ৮২
৪.১৩ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ........ ৮৩
৪.১৪ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কর্মপরিকল্পনা ........ ৮৪
৪.১৫ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ........ ৮৫
৪.১৫.১ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম ........ ৮৫
৪.১৬ অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা ........ ৮৬
৪.১৭ তথ্য অধিকার ........ ৮৭
৪.১৮ শুদ্ধাচার ........ ৯০
৪.১৯ ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ........ ৯১
৫.১ পরিচিতি ........ ৯৩
৫.২ রূপকল্প ........ ৯৩
৫.৩ অভিলক্ষ্য ........ ৯৩
৫.৪ কার্যাবলী ........ ৯৩
৫.৫ জনবলের তথ্য ........ ৯৪
৫.৬ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কাযর্ক্রম ও অর্জন ........ ৯৫
৫.৭ অভিযোগ নিষ্পত্তি ........ ৯৭
৫.৮ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪ এর অর্জন ........ ৯৭
৫.৯ তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য প্রদান ........ ৯৮
৫.১০ ইনোভেশন কার্যক্রম ........ ৯৮
৫.১৩ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (এসডিজি) বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম ........ ৯৯
৫.১৪ ট্রাইব্যুনালের চ্যালেঞ্জ ........ ৯৯
৫.১৫ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ........ ৯৯

# অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

## ১.১ পরিচিতি

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৪টি বিভাগের মধ্যে একটি। সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তের আলোকে ২১ শে এপ্রিল, ১৯৭৯ তারিখে ৪/৫৯/৭৯ নং প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ গঠিত হয়। বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ জোরদারকরণ, দেশজ শিল্পের প্রতিরক্ষণ এবং আয় বৈষম্য নিরসনের মাধ্যমে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আশির দশকের শুরুতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ সরকারের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন বাজেটে অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সম্পদ তথা রাজস্ব আহরণে সদা তৎপর এবং একটি সমন্বিত কর্ম-পরিকল্পনার মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির নিমিত্তে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

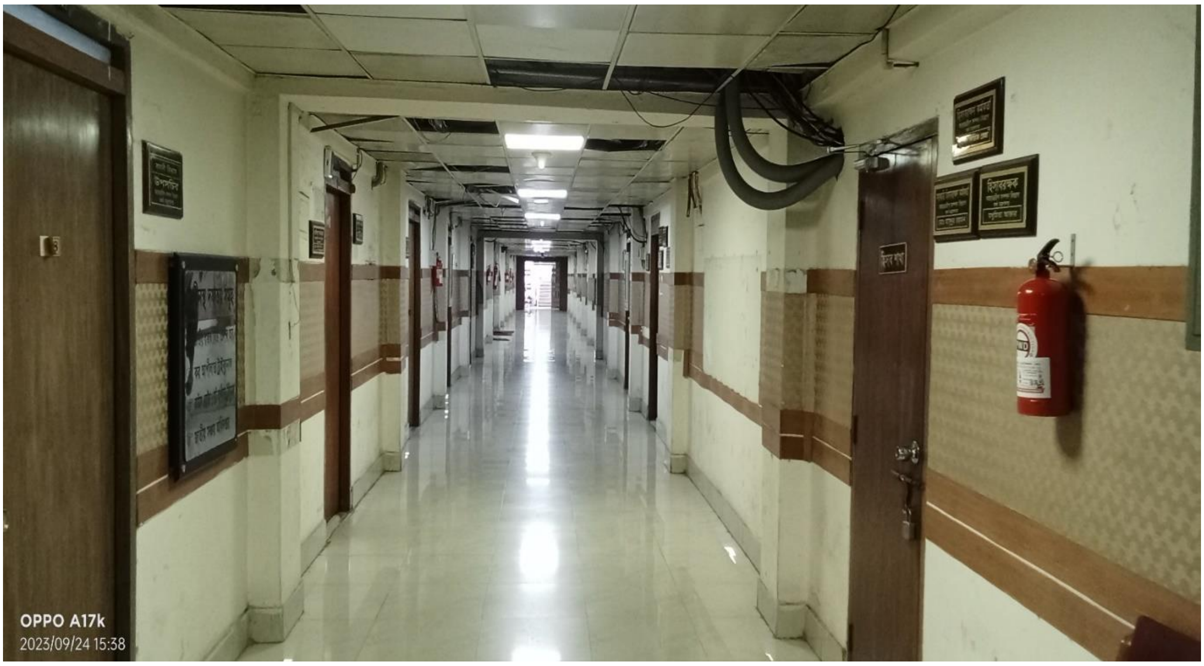


চিত্র-১: অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

## ১.২ ভিশন

অভ্যন্তরীণ সম্পদে গড়বো উন্নত বাংলাদেশ

## ১.৩ মিশন

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত করনীতি ও জাতীয় সঞ্চয়নীতি অনুসরণে ন্যায়ভিত্তিক, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর, অংশগ্রহণমূলক, জনবান্ধব রাজস্ব ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠাকরণের মাধ্যমে পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ।

## ১.৪ ২০২২-২৩ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি

১। সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি করা;

২। প্রযোজ্য সকল ট্যাক্স, কাস্টমস, ডিউটিস ও ফিস ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;

৩। লটারী সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;

৪। অভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং কর সংক্রান্ত সকল কমিটি এবং কমিশন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৫। জাতীয় সঞ্চয় সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;

৬। স্ট্যাম্প ডিউটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;

৭। সকল প্রকার স্ট্যাম্প সরবরাহ এবং বিতরণ ও স্ট্যাম্প এ্যাক্ট সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যক্রম সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;

৮। অভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে কোন কার্যাবলী;

৯। বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডারের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাদি;

১০। বিসিএস (কর) ক্যাডারের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাদি;

১১। আর্থিক বিষয়াদিসহ সচিবালয়ের প্রশাসনিক কাজ;

১২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং এর আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল কর অঞ্চল এবং সকল কাস্টমস অফিসের যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ;

১৩। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর এর যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ;

১৪। কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এর যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ;

১৫। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এর যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ;

১৬। এ বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে চুক্তি সম্পাদন;

১৭। এ বিভাগের উপর আরোপিত যাবতীয় আইন প্রণয়ন;

১৮। এ বিভাগের উপর অর্পিত তদন্ত এবং পরিসংখ্যান সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;

১৯। কোর্ট ফি ব্যতীত এ বিভাগের উপর অর্পিত যে কোন বিষয়ের ফিস সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

## ১.৫ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিম্নরূপ:

### ১.৫.১ আইসিটি শাখার উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম

ক) প্রাইজবন্ডের ড্র এর ফলাফল অনুসন্ধানের জন্য মোবাইল অ্যাপস চালুকরণঃ
বাংলাদেশ প্রাউজবন্ড রেজাল্ট ইনকুয়েরি সফটওয়্যার (PBRIS) এর এন্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ১৪ মে ২০২৪ তারিখে চালু করা হয়েছে। উক্ত অ্যাপ্লিকেশনে প্রাউজবন্ডের নম্বর সংরক্ষণ করে রাখা যাবে যা তিনমাস অন্তর ড্র এর পরে খুব সহজেই অনুসন্ধান করা যাবে।

### ১.৫.২ আয়কর অধিশাখার উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম

### ১.৫.৩ শুল্ক অধিশাখার উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম

## ১.৬ উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

২০২২-২৩ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১.৬.১ Stamp Act, 1899 & The Stamp Duties (Additional Modes of Payment) Act, 1974-এর আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৬৩২৬,০০,০০,০০০ টাকা লক্ষ্যমাত্রার ৬৬.০২% রাজস্ব আহরণ করা হয়।

১.৬.২ ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, অর্জন ও প্রবৃদ্ধি:

(কোটি টাকায়)

| অর্থবছর | লক্ষ্যমাত্রা | আহরণ | প্রবৃদ্ধি |
|---|---|---|---|
| ২০২৩ - ২৪ | ৪,১০,০০০ | ৩,৮২,৬৭৮.৪১ | (+) ১৬.৩৬ শতাংশ |
| ২০২২ - ২৩ | ৩,৭০,০০০ | ৩,৩১,৫০২.১৮ | (+) ১০.১৯ শতাংশ |
| ২০২১ - ২২ | ৩,৩০,০০০ | ৩,০১,৬৩৩.৮৪ | (+) ১৫.২৬ শতাংশ |
| ২০২০ - ২১ | ৩,০১,০০০ | ২,৬১,৬৮৯.২০ | (+) ২০.৯০ শতাংশ |

১.৬.৩ সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে আহরিত অর্থ দেশের ঘাটতি বাজেটে অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

(কোটি টাকায়)

| ২০২৩-২৪ অর্থবছর এর লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | বিক্রয় | মূল পরিশোধ | মুনাফা পরিশোধ | নীট |
| লক্ষ্যমাত্রা | ৯০,০০০.০০ | ৯৭,৩১০.০০ | ৪৫,০০০.০০ | -৭,৩১০.০০ |
| অর্জন | ৭৮,৮৪৭.৯৫ | ৯৯,৯৭২.৩৩ | ৪৬,২৫৮.৯০ | -২১,১২৪.৩৮ |
| শতকরা হার | ৮৭.৬০% | ১০২.৭৩% | ১০২.৭৯% | ২৮৮.৯৭% |

১.৬.৪ ট্যাকসেস আপিলাত ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা:

| অর্থ বৎসর | দায়েরকৃত | নিষ্পত্তিকৃত | বৎসর শেষে পেন্ডিং |
|---|---|---|---|
| পূর্বের জের | | | ১০৮৭ |
| ২০২৩-২৪ | ৭৫০৯ | ৭৪২১ | ১১৭৫ |

১.৬.৫ কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা:

| অর্থ বৎসর | দায়েরকৃত | নিষ্পত্তিকৃত | বৎসর শেষে পেন্ডিং |
|---|---|---|---|
| পূর্বের জের | | | ৫৮৭ টি |
| ২০২৩-২৪ | ১,৪৩৪ টি | ১,৪৯৬ টি | ৫২৫ টি |

## ১.৭ তথ্যসেবা প্রদান

জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক। বিবেক ও বাক স্বাধীনতা নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা অনুসারে বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিককে এ বিভাগ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হয়।

## ১.৮ মানবসম্পদ উন্নয়ন

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস, ২০০৮, নথি ব্যবস্থাপনা, ই-নথি ব্যবস্থাপনা, ই-জিপি, প্রতিবেদন লিখন, সার-সংক্ষেপ লিখন, তথ্য অধিকার আইন, সরকারি কর্মচারীগণের কল্যাণমুখী স্কীম, শুদ্ধাচার, এপিএ, সরকারী আচরণ বিধিমালা-১৯৭৯ ও শৃঙ্খলা বিধিমালা-২০১৮ ইত্যাদি বিষয়ে ৬০-ঘন্টা ইন-হাউস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

## ১.৯ ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট (www.ird.gov.bd) রয়েছে যা নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয়। এ ওয়েবসাইটে এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য উপাত্ত নিয়মিত প্রকাশ করা হয়। এ কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভবপর হচ্ছে। GRS, NIS, এবং APA ও বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট তথ্যাদিও ওয়েবাসাইটে সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়াও ওয়েবসাইটে ফেইসবুক পেজ ও ভিডিও বক্স রয়েছে যেখানে এ বিভাগ সম্পর্কিত কার্যক্রম, ছবি ও ভিডিও নিয়মিত আপলোড করা হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে এসিআর তথ্য ব্যবস্থাপনা, স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ফরেন ভিজিট ট্র্যাকার, প্রাইজবন্ড 'ড্র' অনুসন্ধান ওয়েব সফটওয়্যার (PBRIS), বিভাগীয় মামলার তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম চালু করা হয়েছে এবং নিয়মিত ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া, মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল সংস্থার মধ্যে সিসি টিভি ক্যামেরা ও ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

## ১.১০ ই-নথি বাস্তবায়ন

সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে গত ২৮/১২/২০১৬ খ্রি: তারিখ হতে এ বিভাগে ই-নথি কার্যক্রম শুরু করে বর্তমানে চালু রয়েছে। বর্তমানে এ বিভাগের সকল শাখায় ই-নথি ব্যবহার করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন' কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ বিভাগের অধীনস্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনালে ই-নথির ব্যবহার হচ্ছে।

## ১.১১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

উদীয়মান প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। একটি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা এবং সুবিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের অবশ্যই কর্তব্য। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিপালন একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। এরই অংশ হিসেবে সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। এই কৌশলের রূপকল্প হচ্ছে "সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা"।

শুদ্ধাচার কৌশলের আওতায় এ বিভাগের সিনিয়র সচিবের নেতৃত্বে একটি নৈতিকতা কমিটি রয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনায় এ বিভাগের একজন যুগ্মসচিবকে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ছকে এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির সুপারিশক্রমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে এক বছর মেয়াদী সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর/সংস্থায় নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নৈতিকতা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এর অংশ হিসাবে ই-ফাইল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নাগরিক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ করে তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। অনলাইনে রেসপন্স ও ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেমের প্রবর্তন করা হয়েছে। অনলাইনে অভিযোগ (www.grs.gov.bd) গ্রহণের লক্ষ্যে এ বিভাগের একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুযায়ী এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণের কাজের গুণগত মান মূল্যায়ন এবং উত্তম চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে। শুদ্ধাচার কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ বিভাগের একজন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

## ১.১২ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, উদ্ভাবন ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন:

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮ তে বর্ণিত লক্ষ্য ও পরিকল্পনা রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সরকারের অন্যান্য কৌশলপত্র, এ বিভাগের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোতে উল্লিখিত Key Performance Indicator (KPI) এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক ঘোষিত কর্মসূচির আলোকে এ বিভাগের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, উদ্ভাবন ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে।

## ১.১৩ উদ্ভাবনী কার্যক্রম

বর্তমানে সরকারের অধিকাংশ সেবা এবং অফিস কার্যাবলি ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ সরকারের প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য একক বৃহত্তম অর্থযোগানদাতা হিসাবে কাজ করছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহ তাদের করদাতা ও গ্রাহক সেবার মান ও অফিসের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করে। অধিকাংশ উদ্যোগ করদাতা সেবার পরিবেশকে অধিকতর সহজ ও দ্রুততর করে। একই সাথে মূল্য সংযোজন কর, কাস্টমস ও আয়কর অফিসের সাথে কায়িক যোগাযোগ হ্রাস পাচ্ছে। ফলে করদাতার ব্যবসায়িক খরচ কম হচ্ছে। এছাড়াও, প্রাউজবন্ডের ফলাফল অনুসন্ধানের জন্য এন্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে। এই উদ্ভাবন উদ্যোগগুলোর ফলে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সেবার মান সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

## ১.১৪ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারভূক্ত কার্যক্রমের তালিকা

ক) ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যেমাত্রা ৪,১০,০০০ কোটি টাকা অর্জন;

খ) করনেট সম্প্রসারণ (কর জিডিপি অনুপাত ১০% এর উপর উত্তরণের লক্ষ্যে):

- আয়করদাতা বৃদ্ধি;
- ভ্যাটের আওতা বৃদ্ধি;
- শুল্ক ফাঁকি রোধ, সঠিক মূল্যায়ন;
- যথাযথ স্ট্যাম্প শুল্ক নির্ধারণ, ফাঁকিরোধ;
- নন-ট্যাক্স আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন; এবং
- সেকেন্ডারি তথ্য ব্যবহারের মাধ্যমে করনেট এর আওতা বৃদ্ধির জন্য BRTA, DPDC, নির্বাচন কমিশন এবংসিটি করপোরেশন এ র সাথে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে নতুন করদাতা সনাক্তকরণ।

(গ) স্বয়ংক্রিয় রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন:

- প্রযুক্তি সমৃদ্ধ রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে আয়কর অনুবিভাগ এবং শুল্ক ও ভ্যাট অনুবিভাগ সম্প্রসারণ;
- National Single Window (NSW) প্রকল্পের আওতায় কাস্টমস সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল আমদানি রপ্তানি কার্যক্রমে ওয়ানস্টপ সার্ভিস সুবিধা প্রদান;
- আমদানি-রপ্তানি পণ্যের ঘোষণা যাচাই, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দ্রুততার সাথে পণ্যচালান খালাসের লক্ষ্যে সকল কাস্টম হাউস এবং কাস্টমস স্টেশনে Non-Intrusive Inspection (NII) প্রযুক্তির আধুনিক কন্টেইনার স্ক্যানার স্থাপন;
- পণ্য খালাস এবং যাত্রীর দ্রুত গমনাগমন নিশ্চিত করতে Advance Passenger Information System (API)/Passenger's Name Record (PNR) প্রচলন;
- পণ্যচালান দ্রুত খালাস, Compliance বৃদ্ধি এবং যথাযথ রাজস্ব আহরণ নিশ্চিতকল্পে আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট (Risk Management Unit) গঠন;

- রপ্তানিমুখী শিল্পের আমদানিকৃত উপকরণ খালাসে দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস এবং বন্ড সুবিধা অপব্যবহার রোধ কল্পে বন্ড সিস্টেম অটোমেশন করার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে বন্ড অটোমেশন প্রজেক্ট এর কার্যক্রম গ্রহণ;
- VAT আহরণে টেকসই ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য EFDMS চালুকরণ;
- শতভাগ e-TIN registration;
- শতভাগ e-Return চালুকরণ;
- e-TDS system এর মাধ্যমে ৫০০০ উৎসে কর কর্তকারী কর্তৃপক্ষের নিবন্ধন সম্পন্নকরণ;
- Financial Statement Audit এর ক্ষেত্রে Document Verification System (DVS) এর মাধ্যমে একক Financial Statements প্রণয়ন পদ্ধতি জোরদারকরণ;
- আধুনিক রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ সময়পযোগিকরণ (আয়কর আইন, কাস্টমস আইন, স্ট্যাম্প আইন ও সঞ্চয় আইন);
- স্ট্যাম্পের কার্যক্রম প্রযুক্তি সমৃদ্ধকরণ ও স্ট্যাম্প শুল্ক আহরণ জোরদারকরণের লক্ষ্যে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরকে “সঞ্চয় ও স্ট্যাম্প অধিদপ্তর” হিসাবে সৃজন; এবং
- ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এবং কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলা ও আপীল মামলাসমূহ নিষ্পত্তি ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালুকরণ।

(ঘ) বিনিয়োগ/ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ তৈরি;

- আয়কর ব্যবস্থা সহজীকরণ;
- আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম ও সাধারণ উৎস করহার যৌক্তিকীকরণ;
- মেড ইন বাংলাদেশ ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানকে কর প্রণোদনা প্রদান:
- দীর্ঘ মেয়াদি পুঁজি সংগ্রহে ও বন্ড মার্কেট সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান;
- দেশী-বিদেশী বিনিয়োগে সহায়তা প্রদান;
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এসএমই) খাতে সহায়তা প্রদান;
- পোশাক শিল্পের জন্য জন্য প্রণোদনা প্রদান;
- রপ্তানি খাতে প্রণোদনা প্রদান;
- তথ্য প্রযুক্তি খাতে সহায়তা প্রদান;
- কর্মসংস্থান তৈরিতে কর অবকাশের সুবিধা প্রদান;

## ১.১৫ ভিশন-২০২১, ভিশন-২০৪১, এসডিজি ও ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়ন;

### ক) ভিশন-২০২১ এর অর্জিত লক্ষ্যসমূহের তালিকা:

- ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ও মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে রাজস্ব আহরণে গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ১৫.২৬ :

কোটি টাকায়

| অর্থবছর | লক্ষ্যমাত্রা | আহরণ | প্রবৃদ্ধি |
|---|---|---|---|
| ২০১১-১২ | ৯২৩৭০ | ৯৫০৫৮.৯৯ | ১৯.৭২% |
| ২০১২-১৩ | ১১২২৫৯ | ১০৯১৫১.৭৩ | ১৪.৮৩% |
| ২০১৩-১৪ | ১২৫০০০ | ১২০৮১৯.৮৫ | ১০.৬৯% |
| ২০১৪-১৫ | ১৩৫০২৮ | ১৩৫৭০০.৭০ | ১২.৩২% |
| ২০১৫-১৬ | ১৫০০০০ | ১৫৩৬২৬.৯৬ | ১৩.২১% |
| ২০১৬-১৭ | ১৮৫০০০ | ১৭১৬৫৬.৪৪ | ১১.৭৪% |
| ২০১৭-১৮ | ২২৫০০০ | ২০২৩১২.৯৪ | ১৭.৮৬% |
| ২০১৮-১৯ | ২৮০০৬৩ | ২২০৭৭১ | ৯.১২% |
| ২০১৯-২০ | ৩০০৫০ | ২১৬৪৫১.৭৭ | -১.৯৬% |
| ২০২০-২১ | ৩০১০০০ | ২৬১৬৮৯.২০ | ২০.৯০% |

- অনলাইনে ভ্যাট আহরণ;
- রপ্তানি খাতে সহায়তা এবং “Made in Bangladesh” ব্রান্ডিং- কে কর প্রণোদনা প্রদান;
- ৭০০০ ইএফডি/এসডিসি মেশিন স্থাপন;
- e-TDS system এ ৪৫০০ কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের নিবন্ধন সম্পন্নকরণ;
- বাণিজ্য কার্যক্রমকে সহজ এবং গতিশীল করার উদ্দেশ্যে রাজস্ব বোর্ড Authorized Economic Operator (AEO) ব্যবস্থা;
- অটোমেটেড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুর লক্ষ্যে কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট স্থাপন।
- শুল্ক বন্দর ও শুল্ক স্টেশনে আধুনিক স্ক্যানিং সিস্টেম স্থাপন।

**খ) অর্জিত লক্ষ্যসমূহের টেকসই প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের গৃহীত কার্যক্রম**

- রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ ও টেকসই করণের জন্য নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:
- অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল সিস্টেম (e-Return System) চালু করা হয়েছে।
- e-TIN (e-TIN registration system) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।
- e-TDS system (Electronic Tax deduction at Source) চালু করা হয়েছে।
- যথাযথ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে ৭৮৩২ টি EFD/SDC মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।
- ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট আদায় নিশ্চিত ও EFDMS এর সফল বাস্তবায়ন এর উপর জোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।
- Document Verification System (DVS) প্রবর্তন করা হয়েছে।

- ASYCUDA সিস্টেমে শুল্কায়ন করা হচ্ছে।

**গ) ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নে ক্ষেত্রভিত্তিক সর্বশেষ কার্যক্রম:**
২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের লক্ষ্য শিল্পায়নের মাধ্যমে উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন। এ বিভাগের ভিশন "অভ্যন্তরীণ সম্পদে গড়বো উন্নত বাংলাদেশ" এলক্ষ্যে কর জিডিপি অনুপাত ১৫% এ উন্নীতকরণ। এ লক্ষ্যে স্বয়ংক্রিয় রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হচ্ছে।

**ঘ) ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর লক্ষ্যেসমূহ বাস্তবায়নে গৃহীতব্য কার্যক্রমে তালিকা:**

(১) ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ;
(২) ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন;
(৩) ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন,
(৪) বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
(৫) পানির নিরাপত্তা এবং পানির ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধি
(৬) সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা
(৭) জলাভূমি এবং বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা
(৮) অন্ত: ও আন্ত:দেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যক্রর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন গড়ে তোলা এবং
(৯) ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর অংশ।
Internal Resource Mobilization এর মাধ্যমে এ সকল কার্যক্রম সম্পন্নকরণে সহায়তা প্রদান করবে।

## ১.১৬ নারীর ক্ষমতায়ন কার্যক্রমসমূহ

- বিসিএস (কর) এবং বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডার কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রায় ৪০% নারী কর্মকর্তা রয়েছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় নারী কর্মকর্তাদের গূরুত্বপূর্ণ জায়গায় পদায়ন করা হয়েছে।
- নারী উদ্যোক্তার মালিকানাধীন SME খাতের কোনো প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভারের পরিমাণ ৭০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের আয়কে করমুক্ত করা হয়েছে।
- নারী-শিক্ষা এবং কারিগরী শিক্ষাকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার অনুমোদিত গার্লস-স্কুল বা কলেজ এবং ভোকেশনাল ও টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনে প্রদত্ত অনুদানকে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

## ১.১৭ মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসমূহের সংক্ষিপ্ত তালিকা:

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনস্থ আয়কর অনুবিভাগের বিদ্যমান ৪০ টি কর অঞ্চল/কর আপীল অঞ্চল/বিশেষায়িত অফিসের অতিরিক্ত আরও ৩২ টি কর অঞ্চল/কর আপীল অঞ্চল/বিশেষায়িত অফিস স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আয়কর অনুবিভাগের সম্প্রসারণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ৬৮৭৬টি পদ সৃজনের অনুমোদন পাওয়া গেছে। বর্তমানে প্রস্তাবটি অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে;

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনস্থ শুল্ক ও ভ্যাট অনুবিভাগের বিদ্যমান ২৯ টি কাস্টম হাউস, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট/আপীল কমিশনারেট বিশেষায়িত অফিসের অতিরিক্ত আরও ৩১ টি নতুন অফিস সৃজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শুল্ক ও ভ্যাট অনুবিভাগের সম্প্রসারণের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ৬১৯৬টি পদ সৃজনের অনুমোদন পাওয়া গেছে। বর্তমানে প্রস্তাবটি অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে;
- আধুনিক রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আইনগুলোকে সময়পযোগিকরণ (আয়কর আইন, কাস্টমস আইন, স্ট্যাম্প আইন ও সঞ্চয় আইন) করা হচ্ছে।

## ১.১৮ আইন/বিধি সংক্রান্ত (কাস্টমস ও ভ্যাট)

- Bangladesh Civil Service (Customs and Excise) Composition and Cadre Rules, 1980 হালনাগাদপূর্বক "বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কাস্টমস এবং ভ্যাট) গঠন ও ক্যাডার বিধিমালা, ২০২৩" প্রণয়নের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের, শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট অনুবিভাগের নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী (রাজস্ব কর্মকর্তা ও সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ব্যতীত) সমন্বিত নিয়োগ বিধিমালা এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

## ১.১৯ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বিবরণ:

| ক্রম | প্রকল্পের | আর্থ-সামাজিক প্রভাব (কর্মসংস্থান, উপকারের ধরণ, উপকারভোগী) | স্থির চিত্র | সংশ্লিষ্ট জেলা (সমূহ) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | **বন্ড ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়করণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)**<br>(জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২৪)<br>**প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ৯৩.০১৯৮ কোটি (সম্পূর্ণ জিওবি) | এ প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২৪-এ সমাপ্ত হবে। প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে এ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন Customs Bond Management System (CBMS) নামীয় ওয়েব-বেজড অটোমেশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাস্টমস বন্ড ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হবে।<br>১) বন্ড ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক কর্মপদ্ধতিতে পূর্ণস্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হবে;<br>২) স্থানীয় বাজারে অবৈধভাবে শুল্কমুক্ত পণ্য প্রবেশের মাধ্যমে সৃষ্ট অসম প্রতিযোগিতা হতে স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ সুরক্ষিত হবে;<br>৩) ব্যবসা পরিচালন ব্যয় ও সময় হ্রাস পাবে;<br>৪) সেবা প্রদানের প্রতিটি ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাবে;<br>৫) আদালতে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা হ্রাস হবে এবং সকল মামলা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ করা যাবে;<br>৬) কাস্টমস বন্ড ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন ও আয়করসহ প্রযোজ্য শুল্ক করাদি সংক্রান্ত রাজস্ব সুরক্ষিত হবে;<br>৭) পুরাতন ও নতুন ডকুমেন্ট ব্যবস্থাপনার জন্য ডাটা আর্কাইভ ও ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আধুনিকায়ন সম্ভব হবে;<br>৮) তৃতীয় পক্ষের সিস্টেম (Bangladesh Bank, BGMEA/ BKMEA and NBR-ASYCUDA World, IVAS)-এর সাথে ইন্টিগ্রেশনের ফলে তথ্যের সঠিকতা দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিশ্চিত করা যাবে; | অনলাইন প্রকল্প (চলমান) | সমগ্র বাংলাদেশ | প্রকল্পটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত হবে। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ৯) সিস্টেমেটিক রিকনসিলিয়েশন পদ্ধতির মাধ্যমে শুল্কমুক্ত সুবিধায় আমদানিকৃত কাঁচামালের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত পণ্যের রপ্তানি নিশ্চিত করা যাবে;<br>১০) দাপ্তরিক কার্যক্রমে কাগজের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। অর্থাৎ সরকারি অর্থের সাশ্রয় হবে।<br>১১) উল্লিখিত সফটওয়্যারের ২৪টি মডিউলের মধ্যে ৩টি মডিউল ডেভেলপমেন্ট শেষে **GO Live করা হয়েছে, ৯টি মডিউল পাইলটিং এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে, ২টি মডিউল চূড়ান্তভাবে পর্যালোচনা করা হচ্ছে এবং অব**শিষ্ট ১০টি মডিউলের ডেভেলপামেন্টের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। | | | |
| ০২ | **ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)**<br>(জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২৬)<br>**প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ৬০৯.৯৫ কোটি<br>**প্রকল্প সাহায্য:** (বিশ্ব ব্যাংক)<br>৫২৯.২৯ কোটি<br>**জিওবি:**<br>৮০.৬৬ কোটি | ক) ইলেকট্রোনিক, অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রক্রিয়া দ্রুততর ও স্বচ্ছতর করা;<br>খ) আন্তর্জাতিক পণ্য খালাসের পরিমাণ বৃদ্ধি করা;<br>গ) ব্যবসা পরিচালনার ব্যয় ও সময় হ্রাস করা;<br>ঘ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রশাসনকে উন্নত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের জন্য তথ্যের উৎস বৃদ্ধি করা;<br>ঙ) নিবন্ধিত বেসরকারি স্টোকহোল্ডার এবং সরকারি সংস্থাগুলোর জন্য একটি সুশৃঙ্খল ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবহারকারী-বান্ধব ইলেকট্রোনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;<br>চ) আমদানিকারক/রপ্তানিকারক ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রক্রিয়াকে অধিকতর স্বচ্ছ ও দক্ষ করা। | অনলাইন প্রকল্প (চলমান) | সমগ্র বাংলাদেশ । | ডিসেম্বর ২০২৬ প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে। |
| ৩ | **খুলনা কর ভবন নির্মাণ প্রকল্প**<br>(জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৫)<br>**প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ৭১.৭৬ কোটি (সম্পূর্ণ জিওবি)। | ক) উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে খুলনা শহরে বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত্য দপ্তরসমূহের বিপুল বাড়ি ভাড়া সাশ্রয় হবে।<br>খ) কর বিভাগ খুলনার বিভাগীয় দপ্তরসমূহের ভৌত সুবিধা বৃদ্ধি হবে এবং ভৌত অবকাঠামো বৃদ্ধির মাধ্যমে খুলনার কর বিভাগের অব্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ জোরদারকরণ সম্ভব হবে।<br>গ) আয়কর ও অন্যান্য কর আদায় কার্যক্রমের যথাযথ পরিবীক্ষণ ও তদারকি বৃদ্ধি হবে এবং খুলনা অঞ্চলে বিসিএস (কর) ক্যাডার-এর কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন নন-ক্যাডার কর্মকর্তাকে উন্নত অফিস সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ জোরদারকরণ;<br>ঘ) সুষ্ঠু, স্বাস্থ্যকর ও সুপরিসর দাপ্তরিক পরিবেশ নিশ্চিত করা যার ফলে আয়কর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা ও স্পৃহা বৃদ্ধি এবং সরকারি রাজস্ব আহরণে সেফগার্ড নিশ্চিত করা। | চলমান প্রকল্প | খুলনা | ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে। |
| ০৪ | **হিলি, বুড়িমারী ও বাংলাবান্ধা এলসি স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প**<br>(জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৫)<br>**প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ৮০.৬১ কোটি (সম্পূর্ণ জিওবি)। | ক) উত্তরাঞ্চলের হিলি, বুড়িমারি ও বাংলাবান্ধা স্থল শুল্ক স্টেশনসমূহের আমদানি ও রপ্তানী শুল্ক আদায় বৃদ্ধি করা যাতে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ জোরদারকরণ সম্ভব হয়;<br>খ) আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক ও ভ্যাট আদায় র্কাযক্রমের যথাযথ পরিবীক্ষণ ও তদারকি বৃদ্ধি করা;<br>গ) এলসি স্টেশনসমূহে কর্মরত বিসিএস (শুল্ক ও ভ্যাট) ক্যাডার-এর কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন নন-ক্যাডার কর্মকর্তাকে উন্নত আবাসিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ জোরদারকরণ;<br>ঘ) সীমান্ত এলাকায় শুল্ক ও আবগারী কর্মকান্ড বৃদ্ধি করে চোরাচালান এবং অবৈধ বাণিজ্যের প্রসার রদ করা;<br>ঙ) সুষ্ঠু, স্বাস্থ্যকর ও সুপরিসর দাপ্তরিক পরিবেশ নিশ্চিত করা যার ফলে আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক আদায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা ও স্পৃহা বৃদ্ধি পায়;<br>চ) সরকারি রাজস্ব আহরণে সেফগার্ড নিশ্চিত করা।<br>ছ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে স্থানীয় জনগণের মধ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তাছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে যেহেতু রাজস্ব আয় বৃদ্ধি | চলমান প্রকল্প | হিলি, বুড়িমারী, বাংলাবান্ধা | জুন ২০২৫ সমাপ্ত হবে। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | পাবে সে কারণে বর্ধিত রাজস্ব আয়ে দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্প্রসারণ সম্ভব হবে। এর ফলে, দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। | | | |
| ০৫ | **সাউথ এশিয়া সাবরিজিওনাল ইকনমিক কোঅপারেশন (SASEC) ইনটিগ্রেটেড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অংশ (০১ এপ্রিল, ২০২২ হতে ৩০ জুন, ২০২৬)** **প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ৩১৩.০০ কোটি **প্রকল্প সাহায্য:** ২৬৩.৫০ (এডিবি) কোটি **জিওবি:** ৪৯.৫০ কোটি | ক) প্রকল্পটি World Trade Organization (WTO) এর Trade Facilitation Agreement (TEA) এর বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে সহায়তা করবে।<br>খ) প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের চলমান Customs Reform and Modernization Initiatives এর আওতায় Customs Strategic Action Plan 2019-2022 এর বাস্তবায়নের সাথে সংগতিপূর্ণ এছাড়া প্রকল্পটি SASEC এর Rey Sector হিসেবে Trade Facilitation and Customs Modernization এর উন্নয়নের সাথে সংগতিপূর্ণ, যা প্রকল্পটির বাস্তবায়নে বাংলাদেশের Border Crossing Point গুলোর ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করবে।<br>গ) বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের মাধ্যমে দ্রুত শিল্পায়নের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। | অনলাইন প্রকল্প (চলমান) | সমগ্র বাংলাদেশ। | ৩০ জুন ২০২৬ সমাপ্ত হবে। |
| ৬ | কাস্টমস আধুনিকায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প, ০১ এপ্রিল, ২০২৩ হতে ৩১ মার্চ, ২০২৭ **প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ১৬৮৬.৪৬৬৮ কোটি টাকা **প্রকল্প সাহায্যঃ** ১৪৭৫.৪৭৭৬ কোটি টাকা (আইডিএ) **জিওবিঃ** ২১০.৯৮৯২ কোটি টাকা | প্রকল্পের আওতায় আঞ্চলিক বাণিজ্য সহজীকরন, কাস্টমস আধুনিকায়নের জন্য চট্টগ্রামে ১১,১৬,১৫০ ব: ফুট আধুনিক কাস্টম হাউস ভবন এবং ৬,২৬,৪৮৮ব:ফুট একাডেমী ভবন নির্মাণ এবং কাস্টমস হাউস বেনাপোল ও কাস্টমস হাউস ঢাকায় আধুনিকায়নে সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।<br>প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে শুল্ক ব্যবস্থার আধুনিকীকরনে ট্যারিফ, বন্ড, Pre-arrival processing, শুল্ক মূল্যায়ন ট্রানজিট, ট্রানশিপমেন্ট ইত্যাদি কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ সম্ভব হবে ও আধুনিক কাস্টমস ল্যাব স্থাপন করা হবে। | চলমান প্রকল্প | ঢাকা, চট্টগ্রাম, বেনাপোল | ৩১ মার্চ ২০২৭ সমাপ্ত হবে। |
| ০৭ | বিসিএস (কর) একাডেমি এর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (প্রথম) পর্যায় জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৫। **প্রক্কলিত ব্যয়ঃ** ১১৬.৩২১৬ কোটি টাকা জিওবিঃ ১১৬.৩২১৬ কোটি টাকা | প্রকল্পের আওতায় ২০ একর ভুমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হবে।<br>প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্যাডার ও নন-ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাগণকে আধুনিক ও দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলা সম্ভব হবে। | চলমান প্রকল্প | নারায়ণগঞ্জ | জুন ২০২৫ সমাপ্ত হবে। |

## ১.২০ জনবল কাঠামো :

### (১) প্রশাসনিক

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর পদ ভিত্তিক শূণ্য পদের সংখ্যা

| ক্রম | পদের নাম | পদের সংখ্যা | কর্মরত | শূণ্য | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১. | সিনিয়র সচিব/সচিব | ১ | ১ | - | |
| ০২. | অতিরিক্ত সচিব | ২ | ১ | ১ | |
| ০৩. | যুগ্মসচিব | ৩ | ৪ | - | অতিরিক্ত ১ টি |
| ০৪. | উপসচিব | ৮ | ৪ | ৪ | |
| ০৫. | সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব | ১৫ | ৫ | ১০ | |
| ০৬. | সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব | ১২ | ৭ | ৫ | |
| ০৭. | গবেষণা কর্মকর্তা | ১ | - | ১ | |
| ০৮. | হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | ১ | ১ | - | |
| ০৯. | সিস্টেম এনালিষ্ট | ১ | ১ | - | |
| ১০. | প্রোগ্রামার | ১ | ১ | - | |
| ১১. | সহকারী প্রোগ্রামার | ২ | ১ | ১ | |
| ১২. | সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার | ১ | ১ | - | |
| | মোট= | ৩৭ | ২০ | ১৭ | |
| ১৩. | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | ১৬ | ১৬ | - | |
| ১৪. | ব্যক্তিগত কর্মকর্তা | ১২ | ৭ | ৫ | |
| ১৫. | সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | ১ | ১ | - | |
| | মোট= | ২৯ | ২৪ | ৫ | |
| ১৬. | হিসাবরক্ষক | ১ | - | ১ | |
| ১৭. | ক্যাশিয়ার | ১ | ১ | - | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৮. | সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর | ৪ | ২ | ২ | |
| ১৯. | কম্পিউটার অপারেটর | ৪ | ১ | ৩ | |
| ২০. | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ১২ | ৫ | ৭ | |
| ২১. | গাড়িচালক | ১ | ১ | - | |
| ২২. | ক্যাশ সরকার | ১ | - | ১ | |
| | মোট= | ২৪ | ১০ | ১৪ | |
| ২৩. | দপ্তরী | ১ | ১ | - | |
| ২৪. | ডেসপাস রাইডার | ১ | ১ | - | |
| ২৬. | ফটোকপি অপারেটর | ১ | ১ | - | |
| ২৭. | অফিস সহায়ক | ২৭ | ১৩ | ১৪ | |
| | মোট= | ৩০ | ১৬ | ১৪ | |
| | সর্বমোট= | ১২০ টি | ৭০ | ৫০ | |

**২. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)**

| সংস্থার স্তর | অনুমোদিত পদ | পূরণকৃত পদ | শূন্যপদ | বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ | মন্তব্য * |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ | ৯৩ | ৭০ | ২৩ | - | - |
| জাতীয় রাজস্ব বোর্ড | ২২২১০ | ১৪৩২৩ | ৭৮৮৭ | - | - |
| জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর | ৪৬০ | ৩০২ | ১৫৮ | ৯৬ | - |
| ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল | ১৫৩ | ৭৭ | ৭৬ | ২৬ | - |
| কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল | ৬৫ | ৫০ | ১৫ | - | - |

| মোট | ২২৯৮১ | ১৪৮২২ | ৮১৫৯ | ১২২ | - |
|---|---|---|---|---|---|

## ৩. শূন্যপদের বিন্যাস

| অফিস | অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ | জেলা কর্মকর্তার পদ | অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ | ২য় শ্রেণির পদ | ৩য় শ্রেণির পদ | ৪র্থ শ্রেণির পদ | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ | ০১ | - | ০৯ | ০৬ | ০৩ | ০৪ | ২৩ |
| জাতীয় রাজস্ব বোর্ড | - | - | ৫৪০ | ২৩১৮ | ৪০৮৫ | ৯৪৩ | ৭৮৮৭ |
| জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর | - | - | ১৫ | ৩০ | ৭৯ | ৩৪ | ১৫৮ |
| ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল | - | - | ১৩ | - | ৩০ | ৩৩ | ৭৬ |
| কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল | - | - | ০৩ | ০১ | ০৮ | ০৩ | ১৫ |
| মোট= | ০১ | - | ৫৮০ | ২৩৫৫ | ৪২০৫ | ১০১৭ | ৮১৫৯ |

## ৪. নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

| | প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি | | | নতুন নিয়োগ প্রদান | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | |
| | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ | - | - | - | - | ১৪ | ১৪ | - |
| জাতীয় রাজস্ব বোর্ড | ২২৪ | ৩৯ | ২৬৩ | ৩৪৯ | ৪৬৮ | ৮১৭ | - |
| জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর | - | ০২ | ০২ | - | - | - | - |
| ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল | - | ০১ | ০১ | - | - | - | - |
| কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল | - | - | - | - | - | - | - |
| মোট= | ২২৪ | ৪২ | ২৬৬ | ৩৪৯ | ৪৮২ | ৮৩১ | - |

## ১.২১ অডিট আপত্তি

### ১.২১.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

| ক্রম | মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমুহের নাম | অডিট আপত্তি | | ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা | নিস্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি | | অনিস্পন্ন অডিট আপত্তি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ০১. | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ | ১৬ | .৩৬ | ১৬ | ৪ | - | ১২ | |
| ০২. | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড | ৮২৭০ | ২৬১৩০.৬৩ | ৭৪০৮ | ১০০৬ | ৯৭০৩.৩২ | ৬৯৯০ | ২১৩০৯.৫৬ |
| ০৩. | জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর | ৩১ | ৪৯৪.৫৮ | ০১ | ১৪ | ২৭৪.৩৬ | ১৭ | ২২০.২২ |
| ০৪. | ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল | - | - | - | - | - | - | - |
| ০৫. | কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল | - | - | - | - | - | - | - |
| | সর্বমোট | ৮৩১৭ | ২৬৬২৫.৫৭ | ৭৪২৫ | ১০২৪ | | ৭০১৯ | |

### ১.২১.২ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (এ বিভাগ এবং দপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

| | ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা | ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা | | | | অনিস্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত | অব্যাহতি | অন্যান্য দন্ড | মোট | |
| | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ | - | - | - | - | - | - |
| জাতীয় রাজস্ব বোর্ড | ১১০ | ০২ | ২৪ | ২৪ | ৫০ | ৭৫ |
| জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর | ০৪ | - | - | - | - | ০৪ |
| ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল | - | - | - | - | - | - |
| কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল | - | - | - | - | - | - |

## ১.২২ মানবসম্পদ উন্নয়ন

### ১.২২.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

| | প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা | মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| | ১ | ২ |
| অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ | ০২ | ৫৬ |
| জাতীয় রাজস্ব বোর্ড | ৩১ | ৮৭৬ |
| জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর | ৪৪ | ১১৮৫ |
| ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল | ১৯ | ১৩৫ |
| কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল | - | - |

### ১.২২.২ এ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আয়োজিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের বর্ণনা নিম্নরূপঃ

ক) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ- ২৬টি;

খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড- ০০টি;

গ) জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর- ০৬টি;

ঘ) ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল- ০৬টি।

### ১.২২.৩ সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

| | দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা | সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা |
|---|---|---|
| অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ | ০৮ | ১৮২ |
| জাতীয় রাজস্ব বোর্ড | ০৯ | ৩১৭ |
| জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর | ১৩ | ৪৬৩ |
| ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল | ০৭ | ১৯ |
| কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল | - | - |

## ১.২৩ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

| মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না | মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | কর্মকর্তা | কর্মচারি |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
|---|---|---|---|---|---|
| ৫৯৩ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | ২৫৫ | ৩৩১ |

## ১.২৪ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা

- আয়কর, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্কের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনয়নের লক্ষ্যে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অটোমেশন এবং পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ;
- রাজস্ব আয় বাড়ানোসহ করের পরিধি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে আয়কর, ভ্যাট ও সঞ্চয় অফিস স্থাপন;
- জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে আয়কর, ভ্যাট এবং সঞ্চয় অফিসসমূহকে একই কমপ্লেক্সে আনয়ন ও আধুনিকায়ন;
- আমদানি, রপ্তানি ও ট্রানজিটের ক্ষেত্রে One Stop Service প্রদানের জন্য সকল সরকারি, আধা-সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাকে একটি Virtual Electronic Platform-এ আনয়নের লক্ষ্যে National Single Widnow (NSW) বাস্তবায়ন;
- Authorized Economic Operator (AEO) পদ্ধতি কার্যকরভাবে সচল রাখা;
- The Customs Act, 1969; The Income Tax Ordinance, 1984 ও Stamp Act, 1899 কে আধুনিক, যুগোপযোগী ও বাংলা ভাষায় প্রণয়ন।

# জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

## ২.১ পরিচিতি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (জারাবো) হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ সংস্থা। এটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে একটি দক্ষ রাজস্ব প্রশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর-৭৬ (The National Board of Revenue Order, 1972) এর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থবছর অনুযায়ী কাস্টমস, ভ্যাট ও আয়কর এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও রাজস্ব আহরণ করা সংস্থাটির মুল দায়িত্ব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন চারটি বিভাগের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি) । আইআরডির অধীন চারটি সংস্থার অন্যতম জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। কাস্টমস, ভ্যাট ও আয়কর বিষয়ক যাবতীয় নীতি প্রণয়নসহ অভ্যন্তরীণ রাজস্ব নীতি/আইন প্রণয়ন বোর্ডের অন্যতম প্রধান কাজ।

## ২.২ ভিশন

জনবান্ধব, সৃজনশীল, প্রযুক্তিসমৃদ্ধ টেকসই রাজস্ব প্রশাসন প্রতিষ্ঠা।

## ২.৩ মিশন

অংশগ্রহণমূলক জাতীয় বাজেট প্রণয়ন, উত্তম চর্চা ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা ও তথ্য প্রযুক্তির সম্পসারণের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

## ২.৪ গঠন

পদাধিকারবলে সিনিয়র সচিব/সচিব, অভ্যন্তীরণ সম্পদ বিভাগ, চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অধীনে আয়কর (প্রত্যক্ষ কর) অনুবিভাগের আটজন এবং শুল্ক ও মূসক (পরোক্ষ কর) অনুবিভাগের সাতজন সদস্য এবং বোর্ড প্রশাসনে যুগ্ম সচিব বা তদুর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন সদস্য পদস্থ থাকেন। সদস্যদের মধ্যে আয়কর (প্রত্যক্ষ কর) অনুবিভাগ থেকে তিনজন এবং শুল্ক ও মূসক (পরোক্ষ কর) অনুবিভাগ থেকে তিনজন, মোট ছয়জন সদস্য গ্রেড-১ ভূক্ত কর্মকর্তা এবং বাকী সদস্যগণ গ্রেড-২ ভূক্ত কর্মকর্তা।

## ২.৫ কার্যাবলী

- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আরোপ, পরীক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও আহরণ;
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আহরণ সম্পর্কিত আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন ও প্রয়োগ ব্যাখ্যা প্রদান এবং বিশ্লেষণ;
- ন্যায়নীতি নির্ভর এবং গ্রাহকবান্ধব পরিবেশে আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক,আবগারি ও আয়কর আহরণে নিয়োজিত দপ্তরসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ;
- কর নীতি ও আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় রাজস্ব বাজেট প্রস্তুতকরণে, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশসমূহের সঙ্গে সাধারণ সহযোগিতা চুক্তি, অনুদান ও ঋণ এবং কর সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনেসহায়তা প্রদান;
- স্বেচ্ছা প্রতিপালনে উদ্ধুদ্ধকরণের মাধ্যমে করদাতা এবং রাজস্ব আহরণের পরিধি বৃদ্ধি ও সঠিক করনিরুপণের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ ও গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা;

- কর ফাঁকিরোধ, চোরাচালান প্রতিরোধ, আমদানি-রপ্তানি নীতি বাস্তবায়ন, দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও বিকাশ এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষে সরকারি নীতি প্রণয়ন;

## ২.৬ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- অনলাইনে কর প্রদানে সর্বক্ষেত্রে এ-চালানের প্রচলন।
- ডিজিটাল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের অডিট ব্যবস্থাপনা।
- অনলাইন মূসক রিটার্ন দাখিল ১০০% এ উন্নীতকরণ
- ভ্যাট ও আয়করের নেট বৃদ্ধি
- কর আহরণে দক্ষতা বৃদ্ধি
- কর প্রদান সহজীকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণ

## ২.৭ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো

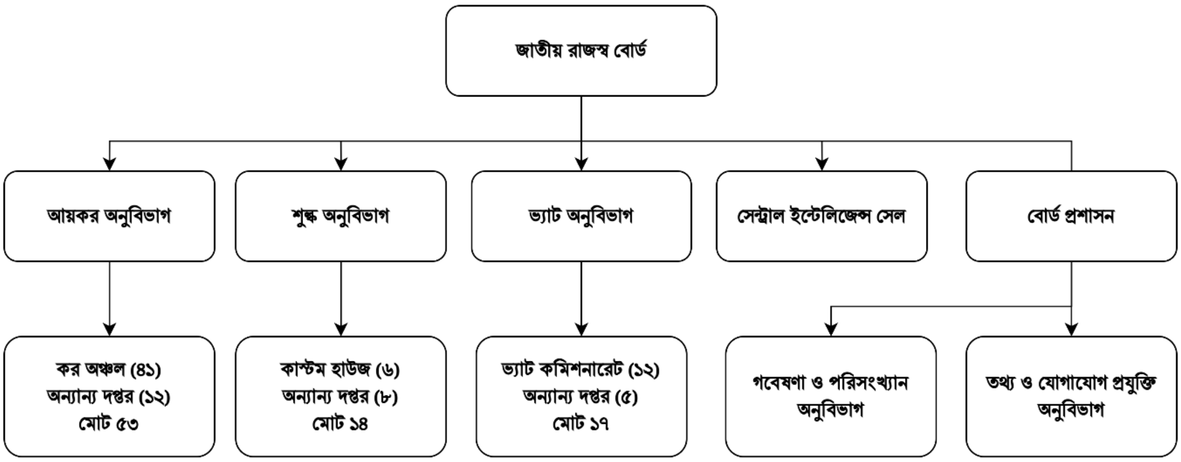


## ২.৮ রাজস্ব পরিসংখ্যান

**গত ৪ বছরের আহরণের প্রধান তিনটি করের অনুপাত**

(রাজস্ব সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

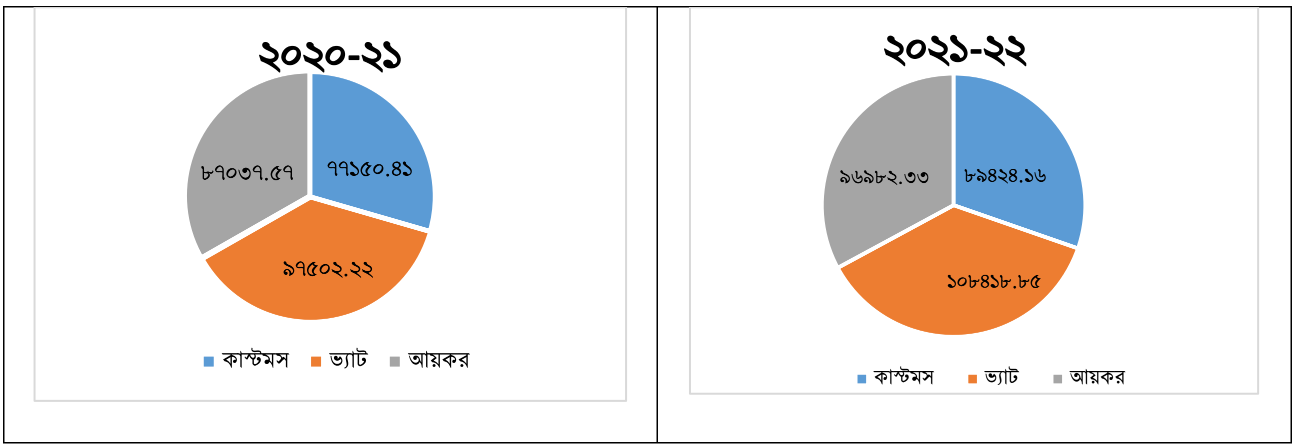

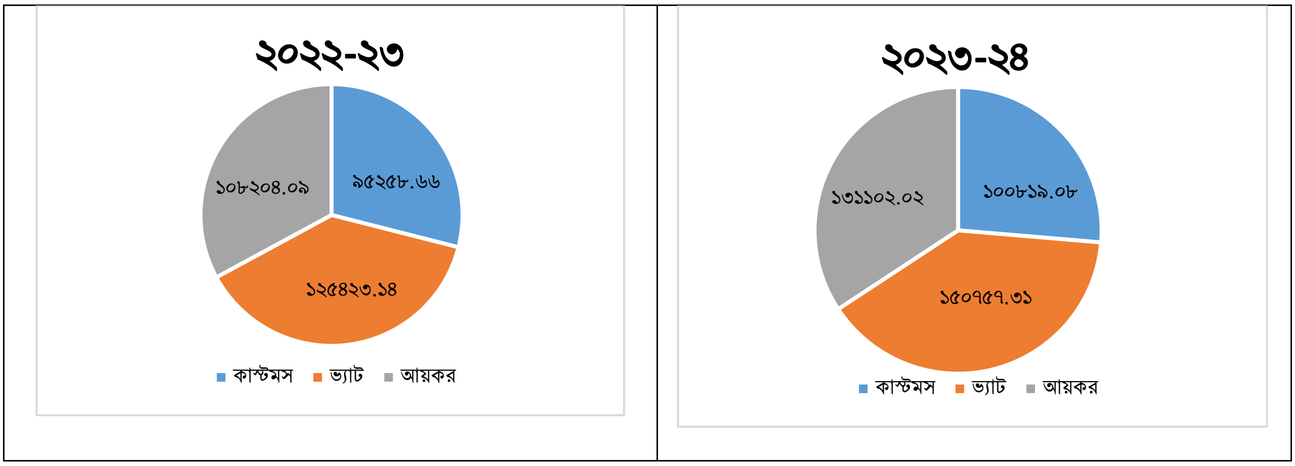


আমদানি পর্যায়ে    স্থানীয় পর্যায়ে মূসক    আয়কর

## ২.৯ ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত প্রধান তিনটি করের আহরণ প্রবণতা

(রাজস্ব সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

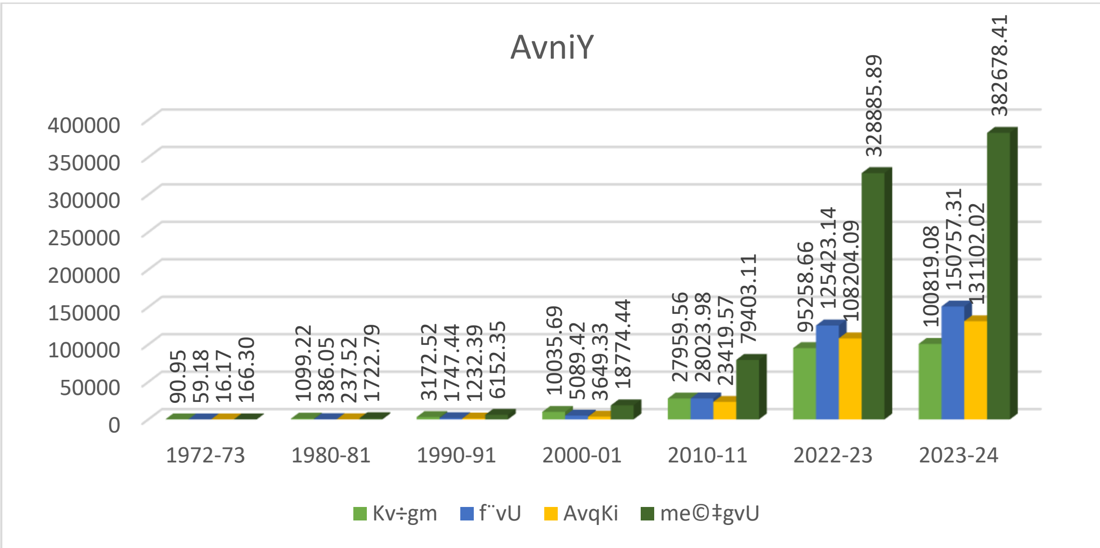


- স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অর্থবছর ১৯৭২-৭৩ এ রাজস্ব আহরণ হয় ১৬৬ কোটি টাকা, যেখানে আয়করের অবদান ছিল ৯.৭২%, যেখানে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আয়করের অবদান বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪.২৬%।
- ১৯৭২-৭৩ সালে মোট রাজস্ব আহরণে আবগারী ও বিক্রয় করের অবদান ছিল ৩৯.৫৯% এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অবদান বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯.৪০%
- ১৯৭২ সালে, আমদানি শুল্কের অবদান ছিল ৫৪.৬৯%, পরবর্তীতে বিশ্ব বাণিজ্য উদারীকরণ এবং ট্যারিফ সুষমকরণ নীতির আওতায়, আমদানী শুল্কের হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ায়, আমদানী শুল্ক ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছে।
- সময়ের বিবর্তনে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণের (সাময়িক) কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩,৮২,৬৭৮.৪১ কোটি টাকা। গত ৫০ বছরে রাজস্ব বেড়েছে ২৩০১ গুন।

## ২.১০ বিগত ২০ বছরের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহের মোট লক্ষ্যমাত্রা এবং আহরণ

(রাজস্ব সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

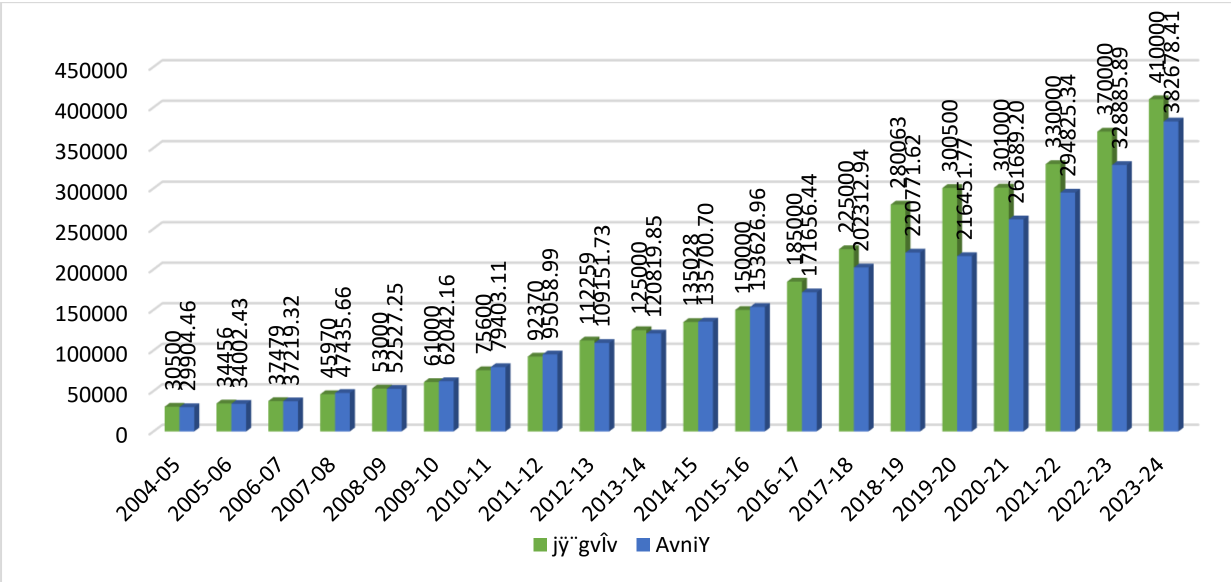


## ২.১১ ২০১২-১৩ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রধান খাতভিত্তিক, লক্ষ্যমাত্রা, আহরণ, প্রবৃদ্ধি

(রাজস্ব সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

| ক্রমিক নং | রাজস্ব আয়ের খাতসমূহ | ২০১২-১৩ | | | ২০১৩-১৪ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্যমাত্রা | আহরণ | প্রবৃদ্ধি | লক্ষ্যমাত্রা | আহরণ | প্রবৃদ্ধি |
| ১। | আমদানি পর্যায়ে | ৩৫৬০০.০০ | ৩২৩১২.৫১ | ৩.০৬% | ৩২৮৭০.০০ | ৩৩২৪৪.৯২ | ২.৮৯% |
| ২। | স্থানীয় পর্যায়ে | ৪০৪০০.০০ | ৩৯১২৮.৭৬ | ১৩.১৮% | ৪৬৮৫০.০০ | ৪৩৭২৬.৪১ | ১১.৭৫ |
| ৩। | আয়কর অন্যান্য কর | ৩৬২৫৯.০০ | ৩৭৭১০.৪৬ | ২৯.৪৪% | ৪৫২৮০.০০ | ৪৩৮৪৮.৫২ | ১৬.২৮ |
| সর্বমোট | | ১১২২৫৯.০০ | ১০৯১৫১.৭৩ | ১৪.৮৩% | ১২৫০০০.০০ | ১২০৮১৯.৮৫ | ১০.৬৯ |
| ক্রমিক নং | রাজস্ব আয়ের | ২০১৪-১৫ | | | ২০১৫-১৬ | | |
| | | লক্ষ্যমাত্রা | আহরণ | প্রবৃদ্ধি | লক্ষ্যমাত্রা | আহরণ | প্রবৃদ্ধি |
| ১। | আমদানি পর্যায়ে | ৩৭৫০০.০০ | ৩৮৩৩৩.৩৭ | ১৫.৩১% | ৪২৫০০.০০ | ৪৫১৯৯.০১ | ১৭.৯১ |
| ২। | স্থানীয় পর্যায়ে | ৪৮২৬৪.০০ | ৪৯০১৩.৫৩ | ১২.০৯% | ৫৪০৬৪.০০ | ৫৬০৮০.৬৬ | ১৪.৪২ |
| ৩। | আয়কর অন্যান্য কর | ৪৯২৬৪.০০ | ৪৮৩৫৩.৮০ | ১০.২৭% | ৫৩৪৩৬.০০ | ৫২৩৪৭.২৯ | ৮.২৬% |

| ক্রমিক নং | রাজস্ব আয়ের খাতসমূহ | ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৬-১৭ আহরণ | ২০১৬-১৭ প্রবৃদ্ধি | ২০১৭-১৮ লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৭-১৮ আহরণ | ২০১৭-১৮ প্রবৃদ্ধি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বমোট | | ১৩৫০২৮.০০ | ১৩৫৭০০.৭০ | ১২.৩২% | ১৫০০০০.০০ | ১৫৩৬২৬.৯৬ | ১৩.২১ |
| ১। | আমদানি পর্যায়ে | ৫৫০০০.০০ | ৫৪২৮১.৮৭ | ২০.১০% | ৬৪০০০.০০ | ৬১২৭৮.৫৫ | ১২.৮৯ |
| ২। | স্থানীয় পর্যায়ে | ৬৬০০০.০০ | ৬৩৫৬২.৪২ | ১৩.৩৪% | ৮৩০০০.০০ | ৭৮৬৯৩.৯৭ | ২৩.৮১ |
| ৩। | আয়কর অন্যান্য কর | ৬৪০০০.০০ | ৫৩৮১২.১৫ | ২.৮০% | ৭৮০০০.০০ | ৬২৩৪০.৪২ | ১৫.৮৫ |
| সর্বমোট | | ১৮৫০০০.০০ | ১৭১৬৫৬.৪৪ | ১১.৭৪% | ২২৫০০০.০০ | ২০২৩১২.৯৪ | ১৭.৮৬ |

| ক্রমিক নং | রাজস্ব আয়ের খাতসমূহ | ২০১৮-১৯ লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৮-১৯ আহরণ | ২০১৮-১৯ প্রবৃদ্ধি | ২০১৯-২০ লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৯-২০ আহরণ | ২০১৯-২০ প্রবৃদ্ধি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১। | আমদানি পর্যায়ে | ৭৯৪২৫.০০ | ৬৩৩৯০.৬০ | ৩.৪৫% | ৮৫২২১.০০ | ৬০৫৫২.৩২ | -৪.৪৮ |
| ২। | স্থানীয় পর্যায়ে | ১০৪০০৬.০০ | ৮৭১৭৯.৮৩ | ১০.৭৮% | ১০৮৬০০.০০ | ৮৪৪৬৭.০০ | -৩.১১ |
| ৩। | আয়কর অন্যান্য কর | ৯৬৬৩২.০০ | ৭০২০১.১৯ | ১২.৬১% | ১০৬৬৭৯.০০ | ৭১৪৩২.৪৫ | ১.৭৫% |
| সর্বমোট | | ২৮০০৬৩.০০ | ২২০৭৭১.৬২ | ৯.১২% | ৩০০৫০.০০ | ২১৬৪৫১.৭৭ | -১.৯৬ |

| ক্রমিক নং | রাজস্ব আয়ের | ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রা | ২০২০-২১ আহরণ | ২০২০-২১ প্রবৃদ্ধি | ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রা | ২০২১-২২ আহরণ | ২০২১-২২ প্রবৃদ্ধি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১। | আমদানি পর্যায়ে | ৯৪০০০.০০ | ৭৭১৫০.৪১ | ২৭.৪১% | ৯৬০০০.০০ | ৮৯৪২৪.১৬ | ২.১৩% |
| ২। | স্থানীয় পর্যায়ে | ১১০০০০.০০ | ৯৭৫০৭.২২ | ১৫.৪৪% | ১২৮০০০.০০ | ১০৮৪১৮.৮৫ | ১৬.৩৬ |
| ৩। | আয়কর অন্যান্য কর | ৯৭০০০.০০ | ৮৭০৩৭.৫৭ | ২১.৮৪% | ১০৬০০০.০০ | ৯৬৯৮২.৩৩ | ৯.২৮% |
| সর্বমোট | | ৩০১০০০.০০ | ২৬১৬৮৯.২০ | ২০.৯০% | ৩৩০০০০.০০ | ২৯৪৮২৫.৩৩ | ৯.৬৩% |

| ক্রমিক নং | রাজস্ব আয়ের খাতসমূহ | ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রা | ২০২২-২৩ আহরণ | ২০২২-২৩ প্রবৃদ্ধি | ২০২৩-২৪ (সাময়িক) লক্ষ্যমাত্রা | ২০২৩-২৪ (সাময়িক) আহরণ | ২০২৩-২৪ (সাময়িক) প্রবৃদ্ধি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১। | আমদানি পর্যায়ে | ১১১০০০.০০ | ৯৫২৫৮.৬৬ | ৬.৫২% | ১১০৭০০.০০ | ১০০৮১৯.০৮ | ৫.৮৪% |
| ২। | স্থানীয় পর্যায়ে | ১৩৬৯০০.০০ | ১২৫৪২৩.১৪ | ১৫.৬৮% | ১৫১৭০০.০০ | ১৫০৭৫৭.৩১ | ২০.২০% |
| ৩। | আয়কর অন্যান্য কর | ১২২১০০.০০ | ১০৮২০৪.০৯ | ১১.৫৭% | ১৪৭৬০০.০০ | ১৩১১০২.০২ | ২১.১৬% |
| সর্বমোট | | ৩৭০০০০.০০ | ৩২৮৮৮৫.৮৯ | ১১.৫৫% | ৪১০০০০.০০ | ৩৮২৬৭৮.৪১ | ১৬.৩৬% |

## ২.১২ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ চিত্র

(রাজস্ব সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

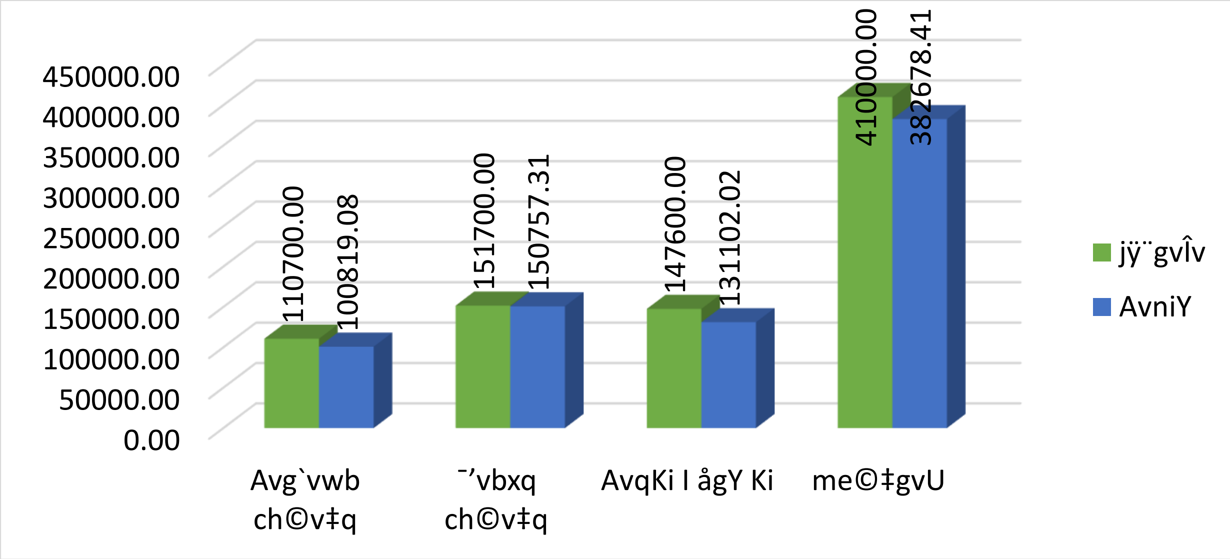


- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা ৪,১০,০০০.০০ কোটি টাকা।
- উক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ পূর্বের বছরের আহরণের তুলনায় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ২৪.৬৬%
- গত পাঁচ বছরের আহরণের প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল ১২.৭৬%
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আহরণ হয়েছে ৩,৮২,৬৭৮.৪১ কোটি টাকা।
- লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম আহরণ হয়েছে ২৭,৩২১.৫৯ কোটি টাকা বা (৬.৬৬%)
- পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বেশী আহরণ হয়েছে ৫৩,৭৯২.৫২ কোটি টাকা।
- প্রবৃদ্ধির হার ১৬.৩৬ % পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১১.৫৫%

## ২.১৩ জনবলের তথ্য

### ২.১৩.১ প্রশাসনিক

ক) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

| সংস্থার স্তর | অনুমোদিত পদ | পূরণকৃত পদ | শূন্যপদ | বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ | মন্তব্য* |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা) | ২৩,৪৪৮ | ১৪,৭৪২ | ৮৭০৬ | -- | -- |
| মোট | ২৩,৪৪৮ | ১৪,৭৪২ | ৮৭০৬ | -- | -- |

* অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

খ) শূন্যপদের বিন্যাস

| অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ | জেলা কর্মকর্তার পদ | অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ | ২য় শ্রেণির পদ | ৩য় শ্রেণির পদ | ৪র্থ শ্রেণির পদ | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| -- | -- | ৭৫১ | ৩১৪০ | ৩৬৮৩ | ৮৬৮ | ৮৭০৬ |

গ) অতীব গুরুত্বপূর্ণ (Strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকা: নেই

ঘ) শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা : নাই।

ঙ) অন্যান্য পদের তথ্য

| প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা | প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা |
|---|---|
| ১ | ২ |
| -- | -- |

* কোন সংলগ্নী ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই।

চ) নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

| প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি | | | নতুন নিয়োগ প্রদান | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৪৭৯ | ৫৯ | ৫৩৮ | ১১৮ | ৩৩০ | ৪৪৮ | |

## ২.১৪ অডিট আপত্তি

২.১৪.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

| ক্রমিক | মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম | অডিট আপত্তি | | ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি | | অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড | ৮২৮৩ | ৩৩৫৯৮.২১ | ৬৩৮৭ | ৯২১ | ২৩৩১.১৩ | ৬৯০৫ | ২৮৭৪৫.২১ |
| সর্বমোট | | ৮২৮৩ | ৩৩৫৯৮.২১ | ৬৩৮৭ | ৯২১ | ২৩৩১.১৩ | ৬৯০৫ | ২৮৭৪৫.২১ |

২.১৪.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সেসব কেসসমূহের তালিকা : নেই

## ২.১৫ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগএবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

| প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২৩-২৪) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা | প্রতিবেদনাধীন বছরেনিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা | | | | অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| | চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত | অব্যাহতি | অন্যান্য দন্ড | মোট | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ১০৪ | ৫ | ৭ | ৩৮ | ৫০ | ৭৪ |

## ২.১৬ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

| সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা | মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা | উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা | দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| -- | -- | -- | -- | -- |

### ২.১৭ মানবসম্পদ উন্নয়ন

ক) দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

| প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা | মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা |
|---|---|

| ১ | ২ |
|---|---|
| ১৬ | ৫২৯ |

খ) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২৩-২৪) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা: নাই

গ) প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা: নেই

ঘ) মন্ত্রণালয়ে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর ব্যবস্থা আছে কি-না; না থাকলে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি-না?: নেই

ঙ) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা: ১১৪ জন।

চ) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

| দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা | সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা |
|---|---|
| ওয়ার্কশপ-৬টি | ২০০ জন |
| সেমিনার-১০টি | ৩২৯ জন |

ছ) তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

| মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না | মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | কর্মকর্তা | কর্মচারি |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ১১ | আছে | আছে | আছে | ৩৫ | ২ |

জ) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট

## ২.১৮ কাস্টমস বিষয়ক:

- বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- স্বাস্থ্য, কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, অটোমোবাইল, ইলেকট্রনিক্স এবং আইসিটি খাতের বিকাশ ও উন্নয়ন;
- রপ্তানিমুখী শিল্প বহুমুখীকরণ এবং তার পশ্চাদ শিল্পে প্রণোদনা;
- Ease of Doing Business সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নয়ন; এবং
- স্থানীয় শিল্পের বিকাশ ও প্রতিরক্ষণে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব (মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর) আহরণ বৃদ্ধি।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বিদ্যমান ৬ (ছয়) স্তর বিশিষ্ট আমদানি শুল্ক (Customs Duty) কাঠামো, সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক আরোপিত রয়েছে এমন পণ্যের উপর আবশ্যিকভাবে বিদ্যমান রেগুলেটরী ডিউটি ৩% এবং ১২ (বার) স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্কহার অব্যাহত রাখা হয়েছে। এছাড়া, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী, সার, বীজ, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ এবং আরো কতিপয় শিল্পের কাঁচামালের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্কহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

**২.১৮.১ ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ:**

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজীকরণের উদ্দেশ্যে পণ্যের নামকরণ এবং শ্রেণিবিন্যাসজনিত জটিলতা দূর করার লক্ষ্যে আমদানি-রপ্তানি পণ্যে বিদ্যমান এইচ.এস কোড ও বর্ণনা ইত্যাদিতে যেসব অসঙ্গতি, বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়েছে- তা যথাযথভাবে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে সংশোধন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৃথক এইচ.এস কোড সৃজন ও যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে।

**২.১৮.২ স্থানীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণ:**

আমদানি বিকল্প (Import substitute) দেশীয় শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান এবং বিদ্যমান স্থানীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের জন্য তৈরি পণ্য আমদানিতে শুল্ক-কর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

**২.১৮.৩ কৃষি খাত:**

কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত। অগ্রাধিকার খাত বিবেচনায় কৃষি খাতের প্রধান উপকরণ বিশেষ করে সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি আমদানিতে শূন্য শুল্ক-হার অব্যাহত রাখা এবং এ খাতের চাহিদা অনুযায়ী সুবিধা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

**২.১৮.৪ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য:**

দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে বিদ্যমান শুল্ক হার অপরিবর্তিত রাখার নীতি অব্যাহত রাখা হয়েছে।

**২.১৮.৫ স্বাস্থ্য খাত:**

স্বাস্থ্য খাতকে সুসংহতকরণে ঔষধ, চিকিৎসা সামগ্রী ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

**২.১৮.৬ প্রাণিসম্পদ, মৎস্য, ডেইরি খাত:**

প্রাণিসম্পদ, মৎস্য ও ডেইরি খাত একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খাত। মৎস্য, পোল্ট্রি ও ডেইরি খাতের টেকসই উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে উক্ত খাতের খাদ্য সামগ্রী ও নানাবিধ উপকরণ আমদানিতে বিগত সময়ে প্রদত্ত রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত রাখা এবং কতিপয় নতুন উপকরণ উক্ত খাতের জন্য বিদ্যমান এস.আর.ও এর অন্তর্ভুক্ত করে রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

**২.১৮.৭ আইসিটি (ICT) খাত:**

দেশে কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও আইসিটি সংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদনের জন্য মৌলিক শিল্প স্থাপন ও প্রসারের লক্ষ্যে এ শিল্প সংশ্লিষ্ট কাঁচামালের আমদানি শুল্ক-কর হ্রাস ও তৈরি পণ্যের ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে আইসিটি খাতের শিল্পকে বিশেষ প্রতিরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

**২.১৮.৮ তেল, বিদ্যুৎ খাত:**

বিদ্যুৎ ও তেল খাতের বিদ্যমান সমস্যা নিরসনের জন্য বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট এস.আর.ও কে যুগোপযোগী করে নতুন এস.আর.ও জারি করা হয়েছে।

**২.১৮.৯ রপ্তানিমুখী শিল্প খাত:**

রপ্তানিমুখী শিল্প প্রসারের জন্য বিদ্যমান শুল্ক-কর প্রণোদনা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি রপ্তানি বহুমুখীকরণের জন্য Non-RMG খাতকে বিশেষ প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে।

**২.১৮.১০ ইলেকট্রিক, ইলেকট্রনিক্স ও বিবিধ শিল্প:**

দেশীয় টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, লিফ্ট, মোটরসাইকেল, মোবাইল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ও প্রতিরক্ষণের জন্য শুল্ক-করের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনা রয়েছে। তথাপি, এসকল শিল্পের বিকাশের জন্য তাদের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করে বিশেষ প্রণোদনা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

**২.১৮.১০ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত (LDC Graduation) হওয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা:**

বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য যে সকল কমপ্লায়েন্স পূরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা যথাসময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

**২.১৮.১২ আমদানি রপ্তানি সহজীকরণ ও Trade Facilitation:**

বাণিজ্য সহজীকরণের জন্য World Trade Organization এর Trade Facilitation Agreement এর আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট যেসকল প্রভিশন রয়েছে তার প্রায় সবগুলোই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর কাস্টমস অনুবিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এগুলো বাস্তবায়িত হলে Cost of doing business হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি Ease of doing business এর র‍্যাংকিং এ বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নতি ঘটবে।

## ২.১৯ মূসক বিষয়ক:

২.১৯.১ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর প্রায়োগিক ও পদ্ধতিগত জটিলতা নিরসন, ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণ ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

- আইনে “উপকরণ”, “উৎপাদ কর”, “কর ভগ্নাংশ”, “প্রতিনিধি”, “রপ্তানি”, এবং বিধিমালাতে “টার্নওভার কর সনদপত্র”, “ব্যাংক হিসাব” ও “মূসক নিবন্ধন সনদপত্র” এর সংজ্ঞা সংশোধন করা হয়েছে;
- নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক আমদানিকৃত সেবার বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের শর্তটি অধিকতর স্পষ্টীকরণের জন্য এ সংক্রান্ত বিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও, বিদ্যুৎ বিলের ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ব্যাংক এবং ডিজিটাল পেমেন্ট গেটওয়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত ইনভয়েস, চালান হিসেবে গণ্যকরণে সংশ্লিষ্ট বিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে;

- আংশিক উপকরণ কর রেয়াত সম্পর্কিত বিধান যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে;

- কতিপয় পণ্য (যেমন: ঔষধ) স্থানীয় সরবরাহের পাশাপাশি বিদেশেও রপ্তানি হয়ে থাকে। কিন্তু উক্ত পণ্যের বিপরীতে সরবরাহ পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপিত না থাকায় রপ্তানিতে ব্যবহৃত উপকরণের বিপরীতে পরিশোধিত সম্পূরক শুল্ক সমন্বয় করা সম্ভব হয় না। ফলে, ফেরত দাবির উদ্ভব হয়। উক্ত সম্পূরক শুল্ক ফেরত পাওয়ার লক্ষ্যে বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী অন্তত ছয় মাস জের টানার জন্য অপেক্ষা করতে হয়, যা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবসার ব্যয় বৃদ্ধি করে। তাই ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে জের টানা ব্যতিরেকে সম্পূরক শুল্ক ফেরত প্রদানের বিধান সংযোজনসহ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে;

- বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী কর নির্ধারণ ও জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি ও পৃথকভাবে শুনানী গ্রহণ করতে হয়। এতে প্রায়োগিক জটিলতার পাশাপাশি সময়ক্ষেপণের ক্ষেত্র তৈরি হয়। তাই কর নির্ধারণ ও জরিমানা আরোপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) একই সাথে করার লক্ষ্যে আইন ও বিধির সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি। এতে কর নির্ধারণের জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হলে জরিমানা আরোপের জন্য পুনরায় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি ও শুনানী গ্রহণ করতে হবেনা। এছাড়াও এ সংক্রান্ত বিধানসমূহে অধিকতর সহজীকরণ ও বোধগম্য করার লক্ষ্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংশোধনী  আনয়ন করা হয়েছে;

- ব্যবসায়ের স্থান পরিবর্তন সংক্রান্ত বিধান অধিকতর স্পষ্টীকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে;

- সম্পূরক শুল্ক ফেরত গ্রহণের আবেদন দাখিলের সময় Proceed Realization Certificate-PRC পেশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু, অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে PRC পাওয়া যায়না বিধায় আবেদন দাখিল করা সম্ভব হয়না। এ জটিলতা নিরসণকল্পে আবেদন দাখিলের সময় PRC দাখিলের বাধ্যবাধকতা রহিত করে সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে;

- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হ্রাসকারী সমন্বয় বা রেয়াত গ্রহণের ব্যর্থতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে দাখিলপত্রে সংশোধন আনয়ন করা যাইবেনা- এরুপ বিধান সন্নিবেশপূর্বক দাখিলপত্র সংশোধন সংক্রান্ত বিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে;

- কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণ সংক্রান্ত বিধিমালায় কতিপয় অস্পষ্টতা দুরীকরণে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে;

- “অনলাইনে পণ্য বিক্রয়” এর সংজ্ঞায় শুধুমাত্র রিটেইল ক্রয়-বিক্রয়কে বুঝানো হয়েছে, যেখানে মার্কেট প্লেসের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। তাই, ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে “অনলাইনে পণ্য বিক্রয়” এর সংজ্ঞায় “মার্কেট প্লেস” এর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে;

- কমিশনারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষমতা তার আওতাধীন কর্মকর্তাগণকে অর্পণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের সাথে কতিপয় ক্ষেত্রে মূসক বিধিমালার বিধানসমূহ সাংঘর্ষিক হওয়ায় উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে;

- বর্তমানে ষ্টিভেডরিং নামীয় কোন কার্যক্রম না থাকায় আইনের প্রথম তফসিল হতে তা বিলুপ্তকরণ করা হয়েছে;

- আইনের দ্বিতীয় তফসিল অনুযায়ী পেইন্টস এর উপর সরবরাহ পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপিত আছে। মাঠ পর্যায়ে বিভ্রান্তি দূরীকরণ ও স্পষ্টীকরণের লক্ষ্যে পেইন্টস শব্দের পরিবর্তে পেইন্টস (প্রাইমারসহ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে;

- পদ্ধতিগত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর বিধিমালার আওতায় কতিপয় ফরমে সংশোধনী আনয়ন ও ক্ষেত্র বিশেষে নতুন ফরম সংযোজন করা হয়েছে;

**২.১৯.২** মূল্য সংযোজন কর আদায় কার্যক্রমে তদারকি নিশ্চিতকরণ, রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইন ও বিধির নিম্নোক্ত সংশোধন করা হয়েছেঃ

- কমিশনার হতে রাজস্ব কর্মকর্তা পর্যন্ত বিদ্যমান ন্যায় নির্ণয়ন সংশ্লিষ্ট বিধান যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে;

- আইনের সাথে সামঞ্জস্য আনয়নের লক্ষ্যে ব্যাংকিং মাধ্যমের পাশাপাশি মোবাইল ব্যাংকিং মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ না করার কারণে সমন্বয় সংক্রান্ত বিধান সংযোজনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে; এবং

- তল্লাশি ও জব্দকরণ প্রক্রিয়ার পর দলিলাদি যাচাই বাছাই করে প্রাথমিক প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমা ০৩ (তিন) কার্যদিবসের পরিবর্তে ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবস বর্ধিতকরণ এবং তদ্‌পরবর্তীতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য কমিশনার বা মহাপরিচালক কর্তৃক তার বিবেচনায় অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিন সময়সীমা বর্ধিতকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রায়োগিক জটিলতা নিরসনে এ সংক্রান্ত বিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে।

**২.১৯.৩** ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- বল পয়েন্ট পেন এর উৎপাদন পর্যায়ে ১৫ শতাংশ মূসক আরোপ করা হয়েছে;

- সফটওয়্যার এর উৎপাদন পর্যায়ে ও কাস্টমাইজেশন সেবার উপর ৫ শতাংশ মূসক আরোপ করা হয়েছে;

- পলিপ্রোপাইলিন স্ট্যাপল ফাইবার এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান সমুদয় মূসক অব্যাহতি সুবিধা প্রত্যাহার করে ৫ শতাংশ মূসক আরোপপূর্বক উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ করা হয়েছে;

- Iron or steel (LPG Cylinder) এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর হার ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ নির্ধারণপূর্বক আলোচ্য রেয়াতী সুবিধা ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ করা হয়েছে;

- মোবাইল ফোনের উৎপাদক কর্তৃক স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ০ (শূণ্য) শতাংশের পরিবর্তে ২ শতাংশ, সংযোজন পর্যায়ে যথাক্রমে ৩ শতাংশের পরিবর্তে ৫ শতাংশ এবং ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ মূসক আরোপপূর্বক প্রজ্ঞাপনের মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের কতিপয় শর্ত যৌক্তিকীকরণ ও নতুন শর্ত সংযোজন করা হয়েছে;

- প্লাস্টিকের তৈরি সকল ধরনের টেবিলওয়্যার, কিচেনওয়্যার, গৃহস্থালী সামগ্রী, হাইজেনিক ও টয়লেট সামগ্রীসহ অনুরূপ যে কোন পণ্য (টিফিন বক্স ও পানির বোতল ব্যতীত) এর মূসক হার ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা করা হয়েছে;

- কিচেন টাওয়াল (২৪-২৬ জিএসএম), টয়লেট টিস্যু (১৮-২৪ জিএসএম), ন্যাপকিন টিস্যু (২০-২৪ জিএসএম), ফেসিয়াল টিস্যু/পকেট টিস্যু (১২-১৬ জিএসএম), হ্যান্ড টাওয়াল/পেপার টাওয়াল/ক্লিনিকাল বেড শিট এর মূসক হার ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে;

- অ্যালুমিনিয়াম ও অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি কিচেন বা অন্যান্য গৃহস্থালী তৈজষপত্র, সেনিটারি ওয়্যার এবং যন্ত্রাংশ এর মূসক হার ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং

- সানগ্লাস (প্লাস্টিক ও মেটাল ফ্রেমযুক্ত) এর মূসক হার ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

**২.১৯.৪** দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন এবং দেশীয় শিল্প বিকাশের চলমান গতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে নিম্নোক্ত খাতসমূহে মূসক অব্যাহতি সুবিধা প্রদান ও বহাল রাখাসহ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে।

- রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ৫ (পাঁচ) শতাংশের অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর এবং উহা উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও খুচরা যন্ত্রাংশ যন্ত্রাংশ আমদানি ও স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান মূসক (আগাম করসহ) ও সম্পূরক শুল্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অব্যাহতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ করা হয়েছে;

- ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ইলেক্ট্রিক ওভেন এর উৎপাদন পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর এবং উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রাংশ আমদানি ও স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমূদয় মূল্য সংযোজন কর (আগাম করসহ) ও সম্পূরক শুল্ক (যদি থাকে) অব্যাহতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ করা হয়েছে;

- ব্লেন্ডার, জুসার, মিক্সার, গ্রাইন্ডার, ইলেক্ট্রিক কেটলি, রাইস কুকার, মাল্টি কুকার এবং প্রেসার কুকার এর উৎপাদন পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর এবং উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রাংশ আমদানি ও স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের ক্ষেত্রে আরোপনীয় সমূদয় মূল্য সংযোজন কর (আগামকর সহ) ও সম্পূরক শুল্ক (যদি থাকে) অব্যাহতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ করা হয়েছে;

- তথ্য-প্রযুক্তি ও কম্পিউটার শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে কম্পিউটার প্রিন্টার, টোনার কার্টিজ/ ইনকজেট কার্টিজ, কম্পিউটার প্রিন্টারের যন্ত্রাংশ, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, AIO, ডেস্কটপ, নোটবুক, নোটপ্যাড, ট্যাব, সার্ভার, কিবোর্ড, মাউস, বারকোড বা কিউআর স্ক্যানার, ইন্টারেকটিভ ডিসপ্লে, i¨vg, পিসিবিএ বা মাদারবোর্ড, মোবাইল ফোনের চার্জার ও ব্যাটারি, পাওয়ার ব্যাংক, রাউটার, নেটওয়ার্ক সুইচ,

মডেম, নেটওয়ার্ক ডিভাইস বা হাব, স্পিকার, সাউন্ড সিস্টেম, ইয়ারফোন বা হেডফোন, এসএসডি বা পোর্টেবল এসএসডি, হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ, পেনড্রাইভ, মাইক্রো এসডি কার্ড, ফ্লাশ মেমরি কার্ড, সিসিটিভি, মনিটর (22" এর অধিক নহে), প্রজেক্টর, Printed Circuit Board, ইরাইটিং প্যাড, ইউএসবি ক্যাবল বা ডাটা ক্যাবল, ডিজিটাল ওয়াচ, বিভিন্ন ধরণের Loaded PCB এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান রেয়াতী সুবিধার মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ করা হয়েছে; এবং

- স্থানীয় শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA) এবং Sodium Lauryl Ether Sulphate (SLES) এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ৫ শতাংশের অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ করা হয়েছে।

**২.১৯.৫** ব্যবসা বাণিজ্যের পরিবেশ অধিকতর সহজীকরণ, আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন এবং স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে করভার লাঘব করার লক্ষ্যে নিমোক্ত ক্ষেত্রে সংশোধনী আনা হয়েছে।

- “অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল” এর উৎপাদন পর্যায়ে ৫ (পাঁচ) শতাংশের অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রদান এবং এ অব্যাহতির মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নির্ধারন করা হয়েছে;
- “হাতে তৈরি বিস্কুট” এর অব্যাহতি সীমা প্রতি কেজি ১৫০ টাকার পরিবর্তে ২০০ টাকা এবং “কেক (পার্টিকেক ব্যতীত)” এর অব্যাহতি সীমা প্রতি কেজি ২৫০ টাকার পরিবর্তে ৩০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে;
- মিষ্টান্ন ভান্ডার সেবা হতে কাঙ্খিত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে এ খাতে বলবৎ ১৫ শতাংশ মূসক হার হ্রাসপূর্বক ৭.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে;
- “কৃত্রিম আঁশের তৈরি কাটা ফেব্রিক্স এবং নষ্ট টুকরা (এক মিটারের বেশী দীর্ঘ নয়)”, “বাংলাদেশ স্ট্যান্ডর্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন এর নিকট নমুনা হিসেবে বিনামূল্যে সরবরাহকৃত ফেব্রিকস (তিন বর্গমিটারের নীচের আকৃতির)”, এবং “Taps and Braids” এর উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে; এবং
- পশু খাদ্য হিসাবে ব্যবহার্য Coconut/Copra Waste এর উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

**২.১৯.৬** ব্যবসা বাণিজ্য সহজীকরণ ও উৎপাদন ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে আগাম কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

- কৃষি কার্যে ব্যবহৃত রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, ড্রায়ার, সকল প্রকার স্প্রেয়ার মেশিন, পটেটো প্লান্টার;
- আমদানিকৃত সকল ধরনের Container;
- সমুদ্রের লবণাক্ত পানি হতে সুপেয় পানি উৎপাদনের লক্ষ্যে আমদানিকৃত Solar power operated water distillation Plant;

- নিবন্ধিত এয়ারলাইন্স কর্তৃক আমদানিকৃত Aircraft Engine, Turbo Jet এবং উড়োজাহাজের যন্ত্রাংশ।

**২.১৯.৭** দেশের মানুষের স্বাস্থ্য সেবা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- নারী ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় স্যানিটারী ন্যাপকিন ও ডায়াপারের স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে উৎপাদনে ব্যবহৃত কতিপয় কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর (আগাম করব্যতীত) ও সম্পূরক শূল্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অব্যাহতি সুবিধার মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিকরণ করা হয়েছে; এবং

- ম্যালেরিয়া ও যক্ষা নিরোধক ঔষধ এর উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

**২.১৯.৮** তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার কমানো এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে তামাক ও তামাকজাত পণ্যের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ কায্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

- সিগারেটের নিম্নস্তরের দশ শলাকার মূল্যস্তর ৪৫ টাকা ও তদুর্ধ্ব এবং সম্পূরক শুল্ক ৫৮ শতাংশ ধার্য করা হয়েছে। এছাড়া মধ্যম স্তরের দশ শলাকার মূল্যস্তর ৬৭ টাকা ও তদুর্ধ্ব, উচ্চ স্তরের দশ শলাকার মূল্যস্তর ১১৩ টাকা ও তদুর্ধ্ব, অতি-উচ্চ স্তরের দশ শলাকার মূল্যস্তর ১৫০ টাকা ও তদুর্ধ্ব এবং এই তিনটি স্তরের সম্পূরক শুল্ক ৬৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও, সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে সিগারেট সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিধান/প্রজ্ঞাপন সমূহে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে;

- পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত হাতে তৈরি ফিল্টার বিযুক্ত বিড়ির পঁচিশ শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১৮ টাকা, বারো শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৯ টাকা ও আট শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৬ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ৩০ শতাংশ অব্যাহত রাখা হয়েছে। ফিল্টার সংযুক্ত বিড়ির বিশ শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১৯ টাকা ও দশ শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১০ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ৪০ শতাংশ অব্যাহত রাখা হয়েছে; এবং

- প্রতি দশ গ্রাম জর্দার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৪৫ টাকা এবং প্রতি দশ গ্রাম গুলের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ২৩ টাকা নির্ধারণসহ সম্পূরক শুল্ক ৫৫ শতাংশ অব্যাহত রাখা হয়েছে।

## ২.২০ আয়কর বিষয়ক:

### ২.২০.১ স্বাভাবিক ব্যক্তি (Individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার শ্রেণির করদাতার হার:

(ক) স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা, ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের করধাপ ও করহার নিম্নরূপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে:

| বিদ্যমান করধাপ | বিদ্যমান করহার ২০২৩-২০২৪ | প্রস্তাবিত করধাপ | প্রস্তাবিত করহার ২০২৪-২০২৫ ও ২০২৫-২০২৬ |
|---|---|---|---|
| ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত | শূন্য | ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত | শূন্য |
| পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকার | ৫% | পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর | ৫% |
| পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকার | ১০% | পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকার উপর | ১০% |
| পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকার | ১৫% | পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকার উপর | ১৫% |
| পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকার | ২০% | পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকার উপর | ২০% |
| অবশিষ্ট টাকার উপর | ২৫% | পরবর্তী ২০,০০,০০০ টাকার উপর | ২৫% |
| | | অবশিষ্ট টাকার উপর | ৩০% |

(খ) একই সাথে স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা, ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের করমুক্ত আয়ের সীমা নিম্নরূপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে:

| করমুক্ত আয়ের সীমা | বিদ্যমান ২০২৩-২৪ | প্রস্তাবিত ২০২৪-২৫ ও ২০২৫-২৬ |
|---|---|---|
| সাধারণ করদাতা | ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা | অপরিবর্তিত |
| মহিলা ও ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা | ৪ লক্ষ টাকা | অপরিবর্তিত |
| প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতা | ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা | অপরিবর্তিত |
| গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতা | ৫ লক্ষ টাকা | অপরিবর্তিত |
| তৃতীয় লিঙ্গ করদাতা | ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা | অপরিবর্তিত |
| কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের ক্ষেত্রে এরূপ প্রত্যেক সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত সীমা ৫০,০০০/- টাকা বেশী। | | |

### ২.২০.২ ভবিষ্যাপেক্ষ (Prospective) কর ব্যবস্থার প্রবর্তন:

ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, দেশের কর ব্যবস্থার প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থার উন্নয়ন এবং স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য ২০২৪-২৫ এর জন্য প্রস্তাবিত করহারকে ২০২৫-২৬ করবর্ষের জন্য বহাল রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে ভবিষ্যাপেক্ষ (Prospective) কর ব্যবস্থার সূচনার মাধ্যমে করদাতাগণ যথাযথ কর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারবেন যা কর পরিপালন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

### ২.২০.৩ কোম্পানি করহার:

শর্তসাপেক্ষে কোম্পানি করহার নিম্নরূপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যথা:-

(ক) আয়কর আইনে সংজ্ঞায়িত কোম্পানিসমূহের মধ্যে যারা পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এইসব কোম্পানির ক্ষেত্রে করহার শর্তসাপেক্ষে ২৭.৫% থেকে ২৫%;

(খ) এক ব্যক্তি কোম্পানির করহার শর্তসাপেক্ষে ২২.৫% থেকে ২০%

(গ) পরিশোধিত মূলধনের নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তর হলে তালিকাভুক্ত কোম্পানির জন্য করহার শর্তসাপেক্ষে ২২.৫% থেকে ২০%;

(ঘ) সমবায় সমিতির জন্য করহার ১৫% থেকে ২০%;

এক্ষেত্রে, সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।অন্যান্য করহার এর বিদ্যমান কাঠামোটি বহাল রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

### ২.২০.৪ পরিবেশ সারচার্জ:

কোন ব্যক্তির বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য গাড়ি একের অধিক থাকলে একের অধিক যত গাড়ি থাকবে তার উপর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পরিবেশ সারচার্জ আরোপের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছিল। এই অর্থবছরে উক্ত পরিবেশ সারচার্জ এর বিদ্যমান কাঠামো বহাল রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

### ২.২০.৫ সারচার্জ:

বিত্তশালী ব্যক্তি করদাতাদের নিকট হতে বর্তমানে নীট সম্পদের ভিত্তিতে প্রদেয় আয়করের শতকরা হারে সারচার্জের বিধান রয়েছে। সারচার্জের বিদ্যমান কাঠামো অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

### ২.২০.৬ উৎসে করহার যৌক্তিকীকরণ:

(ক) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎসে কর কর্তন কমানো যেমন- ধান, চাল, গম, আলু, মাছ, মাংস, পিঁয়াজ, রসুন, মটর, ছোলা, মসুর, আদা, হলুদ, শুকনা মরিচ, ডাল, ভূট্টা, আটা, ময়দা, লবণ, ভোজ্যতেল, চিনি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের বিদ্যমান হার ২% হতে কমিয়ে ১% নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে;

(খ) গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম তেল সরবরাহের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন এবং গুঁড়ো দুধ, অ্যালুমিনিয়াম পণ্য, সিরামিক পণ্য হতে উৎসে কর সংগ্রহের হার যৌক্তিকীকরণপূর্বক উক্তরূপ কর্তিত কর ন্যূনতম কর হিসেবে গ্রাহ্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে;

(গ) ফল ও ফুল আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে উৎসে করহার ৫% হতে বৃদ্ধি করে ১০% করার প্রস্তাব করা হয়েছে;

(ঘ) ফ্রেইট ফরওয়ার্ড এজেন্সির আয় হতে উৎসে কর কর্তন কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে;

(ঙ) কোনো সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক পরিশোধিত আয় বন্টন বা কোনো লাইসেন্স ফি বা অন্য কোনো ফি বা চার্জ হইতে কর কর্তন করার হার বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়েছে;

(চ) ট্রাস্ট, ব্যক্তিসংঘ, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সুদ আয় হতে ২০% হারে এবং বিভিন্ন ফান্ড ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুদ আয় হতে ১০% হারে কর কর্তন করার প্রস্তাব করা হয়েছে;

(ছ) ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এর অধীনে ইট প্রস্তুত বা উৎপাদনের লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নের ক্ষেত্রে কর সংগ্রহের বিধান যৌক্তিকীকরণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

**২.২০.৭ করনেট সম্প্রসারণ:**

(ক) উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের নিমিত্ত রিসোর্ট, মোটেল, রেস্টুরেন্ট, কনভেনশন সেন্টারকে নির্দিষ্ট ব্যক্তির সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে;

(খ) হোটেল, রেস্টুরেন্ট, মোটেল, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহের লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়নকালে এবং কমিউনিটি সেন্টার, কনভেনশন হল বা সমজাতীয় কোনো সেবা গ্রহণকালে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে;

(গ) ব্যবসা স্থানে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ প্রদর্শনের ব্যর্থতায় অন্যূন ২০ হাজার টাকা এবং অনধিক ৫০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

**২.২০.৮ প্রত্যক্ষ করব্যয় (Direct Tax Expenditure):**

২০২০-২১ অর্থবর্ষের "প্রত্যক্ষ করব্যয়"এর মোট প্রাক্কলিত পরিমাণ ছিল ১,২৫,৮১৩ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবর্ষের জন্য "প্রত্যক্ষ করব্যয়" প্রাক্কলিত হয়েছে ১,১৫,৬১৬ কোটি টাকা- এর মধ্যে কোম্পানি পর্যায়ে ৭১,৯৫৪ কোটি টাকা এবং স্বাভাবিক ব্যক্তি পর্যায়ে ৪৩,৬৬২ কোটি টাকা। সামগ্রিকভাবে, ২০২১-২২ অর্থবর্ষের জন্য এই "প্রত্যক্ষ করব্যয়"মোট জিডিপি এর ২.৯১%, যা পূর্ববর্তী অর্থবর্ষের জন্য ছিল ৩.৫৬%। ২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষে প্রক্ষেপিত প্রত্যক্ষ করব্যয় ১,৬২,৮৮৫ কোটি টাকা।

**২.২০.৯ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক ব্যবসা সহজিকরণ:**

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ এর সহায়ক হিসাবে কোনো নিবাসী ব্যক্তি বা অনিবাসী বাংলাদেশি স্বাভাবিক ব্যক্তির নিম্নবর্ণিত কোনো ব্যবসা হতে উদ্ভূত আয়, উক্ত ব্যক্তির সকল ব্যবসায়িক কার্যক্রম ক্যাশলেস হবার শর্তে তিন বছর করমুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যথা:-

(ক) এআই বেজড্ সলিউশন ডেভেলপমেন্ট (AI based solution development);
(খ) ব্লকচেইন বেজড্ সলিউশন ডেভেলপমেন্ট (blockchain based solution development);
(গ) রোবোটিক্স প্রসেস আউটসোর্সিং (robotics process outsourcing);
(ঘ) সফটওয়্যার অ্যাজ আ সার্ভিস (software as a service);
(ঙ) সাইবার সিকিউরিটি সার্ভিস (cyber security service);
(চ) ডিজিটাল ডেটা এনালাইটিক্স ও ডেটা সাইয়েন্স (digital data analytics and data science);
(ছ) মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস (mobile application development service);
(জ) সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও কাস্টমাইজেশন (software development and customization);
(ঝ) সফটওয়্যার টেস্ট ল্যাব সার্ভিস (software test lab service);

(ঞ) ওয়েব লিস্টিং, ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট ও সার্ভিস (web listing, website development and service);

(ট) আইটি সহায়তা ও সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স সার্ভিস (IT assistance and software maintenance service);

(ঠ) জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস (geographic information service);

(ড) ডিজিটাল এনিমেশন ডেভেলপমেন্ট (digital animation development);

(ঢ) ডিজিটাল গ্রাফিক্স ডিজাইন (digital graphics design);

(ণ) ডিজিটাল ডেটা এন্ট্রি ও প্রসেসিং (digital data entry and processing);

(ত) ই-লার্নিং প্লাটফর্ম ও ই-পাব্লিকেশন (e-learning platform and e-publication);

(থ) আইটি ফ্রিল্যান্সিং (IT freelancing);

(দ) কল সেন্টার সার্ভিস (call center service);

(ধ) ডকুমেন্ট কনভারশন, ইমেজিং ও ডিজিটাল আর্কাইভিং (document conversion, imaging and digital archiving)

### ২.২.১০ কর অব্যাহতি যৌক্তিকীকরণ:

কর অব্যাহতি যৌক্তিকীকরণ এর জন্য নিম্নরূপ প্রস্তাব করা হয়েছেঃ

ক) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তার কর অব্যাহতি পূর্ণাঙ্গ বা আংশিকভাবে সমর্পণপূর্বক নিয়মিত হারে কর পরিশোধ করতে পারবেন;

খ) হাই-টেক পার্কের সুবিধা কেবল সরকারি হাই-টেক পার্কে সীমাবদ্ধ করা এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

গ) কোনো ব্যক্তি কোনো একটি উৎসের আয়ের বিপরীতে কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হলে উক্তরূপ উৎসের আয়ের বিপরীতে পুনরায় অন্য কোনোভাবে অন্য কোনো মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হবেন না এবং উক্তরূপ কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকারের মার্জার, ডিমার্জার ও অধিগ্রহণের মাধ্যমে পুনর্গঠিত হলেও উক্তরূপ কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হবে না;

ঘ) পেট্রোলিয়াম ও মিনারেল উত্তোলনে নিয়োজিত কোম্পানিসমূহের নিঃশেষ ভাতা অননুমোদন করা;

ঙ) কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার কর্তৃক গৃহীত ৫০ লক্ষ টাকার অধিক কোনো মূলধনী আয় যাহা তালিকাভূক্ত কোনো কোম্পানি বা তহবিলের শেয়ার বা ইউনিট হস্তান্তর হতে অর্জিত হয়েছে, তা করের আওতাভূক্ত করা।

### ২.২.১১ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

জাতিসংঘ ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছে, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা SDG নামে পরিচিত। SDG এর মেয়াদ ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল। এতে মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। SDG তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ:

| প্রতিশ্রুতি | লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য | প্রতিশ্রুতি/লক্ষ্য অর্জনে বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম | আংশিকভাবে মনোনিবেশ করা হয়েছে/সম্পূর্ণ | সুপারিশ/পরামর্শ |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| বাজেট ঘাটতি পূরণে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ | লক্ষ্য: ১৭<br>টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা<br>১৭.১ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রদানসহ অন্যান্য উদ্যোগের মাধ্যমে কর ও অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ জোরদার করা;<br>১৭.১.১: উৎস অনুযায়ী জিডিপির তুলনায় মোট সরকারি রাজস্বের অনুপাত<br>১৭.১.২: অভ্যন্তরীণ করের অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ বাজেটের অনুপাত | জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সেবা বৃদ্ধি করা এবং ডিজিটেলাইজেশন/অটোমেশন করার প্রক্রিয়া চলছে।<br><br>৭.৫৭% (জিডিপি সাময়িক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অংশ) | ১. জেলা পর্যায়ে অফিস স্থাপন ও সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণ;<br>২. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিজেস্ব ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে;<br>৩. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের নিজেস্ব অফিস বিল্ডিং চলমান;<br>৪. বর্তমান জনবল কাঠামো সম্প্রসারণ করা জরুরী পদক্ষেপ চলমান। | জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সকল দপ্তরের জনবল ও অফিস সম্প্রসারণের পদক্ষেপ চলমান। |

সূত্র: ১. বিবিএস এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের (সাময়িক) জিডিপি ৫০,৪,৮০২৭ কোটি টাকা ।
সূত্র: ২. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আহরণ ৩,৮২,৬৭৮.৪১ কোটি টাকা।

### ২.২.১২ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক Least Developed Countries (LDCs) গ্রাজুয়েশনে গৃহীত পদক্ষেপ

ভূমিকা: ২০২৬ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠিত হয়। জাতীয় কমিটির ২য় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক Internal Resource Mobilization & Tariff Rationalisation বিষয়ক উপ-কমিটি গঠিত হয়। উক্ত উপ-কমিটির জুলাই ৪, ২০২১ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আয়কর, মূসক ও কাস্টমস সংক্রান্ত বিধি-বিধান ও পদ্ধতি সংস্কার বিষয়ক পর্যালোচনা এবং বর্তমান অবস্থান নিম্নে তুলে ধরা হলো।

**ক) আয়কর**

এলডিসি গ্রাজুয়েশন ( LDC Graduation) পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং স্থানীয় শিল্পের সুরক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে আয়কর অনুবিভাগ কর্তৃক গৃহীত কতিপয় পদক্ষেপ:

- বিদ্যমান আয়কর আইনি বিধান পরিবর্তন করে কর অব্যাহতির পরিবর্তে সকল ক্ষেত্রেই সাম্যতা বজায় রাখার লক্ষ্যে করহারের সামঞ্জস্য বিধান রেখে করদাতা বান্ধব নূতন প্রত্যক্ষ কর আইন বাংলা 'আয়কর আইন-২০২৩' প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে।
- জাতীয় বাজেট প্রণয়নকালে এবং পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে দেশীয় শিল্প সংরক্ষণে ও নতুন নতুন শিল্প তৈরিতে এবং অর্থনৈতিক জোন তথা বিশেষত শিল্প কারখানার কাঁচামালের উপর রেয়াতি বা অব্যাহতি সুবিধা, রেয়াতি সুবিধা প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে।
- আয়কর প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ করার লক্ষ্যে কোম্পানি করহার এবং ব্যক্তি করহারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান, রিটার্ন দাখিল সহজীকরণের লক্ষ্যে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা চালু করা এবং অনলাইন আয়কর প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- আয়কর বিভাগে করনেট বৃদ্ধি, কর ফাঁকি রোধ ও কর প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে কাঠামোগত সংস্কার ও আইনগত সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- প্রশাসনিক কাঠামো সংস্কারের লক্ষ্যে কয়েকটি বিশেষায়িত ইউনিট প্রতিষ্ঠাসহ ব্যাপকভিত্তিক সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা বাস্তবায়িত হলে কাঠামোগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং করনেট বৃদ্ধি পাবে।
- আয়কর সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে করদাতা নিবন্ধন অনলাইনভিত্তিক সেবা বিদ্যমান রয়েছে এবং কর পরিশোধ সহজীকরণে ই-পেমেন্ট চালু করা হয়েছে।
- উৎসে কর সংগ্রহ ব্যবস্থাপনাকে যুগোপযোগীকরণে ই-টিডিএস মনিটরিং সিস্টেম উন্নয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- করফাঁকি রোধ, ডেটা ম্যনিপুলেশন বন্ধ এবং তথ্যভিত্তিক অডিটিং এর জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে ডেটাবেজ ইন্টিগ্রেশন এবং ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- আয়কর বিভাগ ইতোমধ্যে সফলতার সাথে আইসিএবি'র ডেটাবেজ "ডেটা ভেরিফিকেশন সিস্টেম বা ডিভিএস' ব্যবহার করছে এবং বিআরটিএ'র ডেটাবেজের সাথে এপিআই সম্পাদন করেছে।
- ট্যাক্স এক্সপেন্ডিচার ইম্প্যাক্ট অ্যানালাইসিস ইতোমধ্যে সম্পন্ন রয়েছে।
- করদাতাদের বাধ্যতামূলক কর রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার উপর জোর দেয়া হয়েছে।

### খ) কাস্টমস

এলডিসি গ্রাজুয়েশন (LDC Graduation) পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং স্থানীয় শিল্পের সুরক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে শুল্ক অনুবিভাগ কর্তৃক গৃহীত কতিপয় পদক্ষেপঃ

- স্থানীয় শিল্পকে অধিকতর দক্ষ ও প্রতিযোগিতাশীল করে তোলা এবং Anti-Export Bias হ্রাস করার জন্য কতিপয় শিল্পকে প্রদত্ত কর রেয়াতি বা অব্যাহতি সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়েছে, যেমন বিগত অর্থবছরের বাজেটে এলপিজি ইন্ডাস্ট্রির জন্য প্রয়োজনীয় এইচআর কয়েল, ওয়েল্ডিং রড হতে সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

- আমদানি প্রতিস্থাপক তথা Import Substitute শিল্পকে উৎসাহিত করতে বিগত বাজেটে সুইচ সকেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় মোল্ড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, প্রি ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং এবং লিফট এর কম্পনেন্ট উৎপাদনকারী শিল্পের জন্য রেয়াতি সুবিধা প্রদান করে সুনির্দিষ্ট প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

- এছাড়া জাতীয় বাজেট প্রণয়নকালে এবং পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রেয়াতি বা অব্যাহতি সুবিধা প্রদান বিশেষত শিল্প কারখানার কাঁচামালের উপর রেয়াতি সুবিধা প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে।

- এলডিসি গ্রাজুয়েশন পরবর্তী সময়ে ওষুধশিল্পের ওপর মেধাস্বত্ব বিধিবিধান আরও কড়াকড়ি হবে। ফলে ঔষধ উৎপাদনে আমাদের নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। এ উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আমদানিকৃত উপকরণ ব্যবহার করে স্থানীয়ভাবে Active Pharmaceuticals Ingredients (API) উৎপাদন করেন এমন প্রতিষ্ঠানের জন্য আমদানি পর্যায়ে সমুদয় আমদানি শুল্ক হতে অব্যাহতি প্রদান করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। উপরন্তু ক্যান্সারের ওষুধ প্রস্তুতের কতিপয় কাঁচামাল বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- চামড়া শিল্পকে বন্ড সুবিধার আওতায় শুল্কমুক্তভাবে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানিতে সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

- মেড ইন বাংলাদেশ স্লোগান কে সামনে রেখে স্থানীয় পর্যায়ে হালকা, মাঝারি ও ভারী শিল্পকে উৎসাহিতকরনের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিভিন্ন সময়ে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করে আসছে। এরূপ কিছু শিল্প হচ্ছে রেফ্রিজারেটর, মোটরসাইকেল, এয়ার কন্ডিশনার, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, সুইচ সকেট, লাইট এবং এলইডি ও এনার্জি বাল্ব ইত্যাদি।

### গ) মূল্য সংযোজন কর (মূসক)

এলডিসি গ্রাজুয়েশন (LDC Graduation) পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং স্থানীয় শিল্পের সুরক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে মূসক অনুবিভাগ কর্তৃক গৃহীত কতিপয় পদক্ষেপ:

- মূসক বিভাগে ভ্যাট ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্ট বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মধ্যে অনলাইন রিটার্ন দাখিল, অনলাইন পেমেন্ট, অনলাইন রেজিস্ট্রেশন বাস্তবায়িত হয়েছে।

- ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্ট মোট ১৬টি মডিউল আছে। এর মধ্যে রেজিস্ট্রেশন মডিউল, রিটার্ন মডিউলসহ ১৪টি মডিউল চালু রয়েছে।

- ভ্যাট ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রামের অধীন ভ্যাট আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এর কাজ শেষ হয়েছে।

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক Electronic Fiscal Device (EFD) ও Sales Data Controller (SDC) স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ৯৪৪৯ টি EFD/SDC মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।

- VAT Online প্রকল্পের আওতায় যে সকল মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

- মূসক জাল (VAT net) বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

- EFD মেশিন স্থাপনের মাধ্যমে খুচরা পর্যায়ে VAT আদায় কার্যক্রম ব্যাপক সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- রিফান্ড পদ্ধতির সহজীকরণের জন্য রিফান্ড মডিউলের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন।
- সাধারণ অব্যাহতি ও বিশেষ অব্যাহতিসমূহ ক্রমান্বয়ে হ্রাস করার আনার উদ্দ্যোগ গ্রহণ।
- মূসক আইন স্টেকহোল্ডারদের সাথে অংশীদারিত্ব এবং পরামর্শক্রমে সময়ে সময়ে সংশোধন ও আধুনিকায়ন করা।

### ২.২.১৩ ভবিষ্যতে করণীয়

- গ্রাজুয়েশন পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের পর্যায়ক্রমে আমদানি শুল্ক হতে নির্ভরশীলতা কমিয়ে মূসক এবং আয়কর আহরণ বৃদ্ধিতে মনোযোগী হতে হবে।
- বন্দরে পণ্য খালাস প্রক্রিয়া দ্রুতকরণ, খরচ কমানো এবং সর্বোপরি আধুনিক শুল্ক প্রশাসন বিনির্মাণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ শিল্পের বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে হবে যা ফলস্বরূপ অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণকে বহু গুণে বৃদ্ধি করবে।
- বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর তিনটি অনুবিভাগ Tax Expenditure Analysis সম্পূর্ণ করছে। এর বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে প্রতিবছর রেয়াতি সুবিধার আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কি পরিমান রাজস্ব পরিত্যাগ করে এবং এর প্রভাব কি সে বিষয়ে ধারণা পাওয়া যাবে।

# জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর

## ৩.১ পরিচিতি

জাতীয় সঞ্চয় স্কিম তথা সঞ্চয়ের ইতিহাস সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, সঞ্চয় ব্যাংকের জনক হিসেবে খ্যাত রেভারেন্ড হেনরি ডানকান ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে স্কটল্যান্ডের এক গীর্জায় প্রথম সঞ্চয় ব্যাংক স্থাপন করেন। ইংল্যান্ডে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ৬৫ বছর পূর্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করতে সরকারিভাবে 'জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা' আত্মপ্রকাশ করে। বিশ্বযুদ্ধের পর জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা ইংল্যান্ডের জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করতে এবং ২য় বিশ্বযুদ্ধের কারণে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এ উপমহাদেশে ১৯৪৪ সালে ভারতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সর্বপ্রথম 'জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা' কাজ শুরু করে। এ সংস্থার প্রধান কার্যালয় ছিল ভারতের সিমলায়।
স্বাধীনতার পর পাবলিক ডেট এ্যাক্ট ১৯৪৪ এর ক্ষমতা বলে জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। তৎকালীন সরকার জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে আহরণের জন্য পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক, প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র, বোনাস সঞ্চয়পত্র, ৩ বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র, ৬ মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র, জামানত সঞ্চয়পত্র প্রবর্তন করে। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল দেশের জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে সঞ্চয়ের মাধ্যমে আপদকালীন আর্থিক নিরাপত্তা সৃষ্টি এবং পরনির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের স্বনির্ভর জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। অপরদিকে সরকারের বাজেট ঘাটতিতে অর্থায়ন এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য জাতীয় সঞ্চয় সংস্থার অবদান অনস্বীকার্য।
১৯৮১ সালে Remittance সংগ্রহের জন্য ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড এর প্রচলন করা হয় এবং একই সাথে সঞ্চয় স্কিমসমূহের বিক্রি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ঢাকাসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৭টি বিশেষ সঞ্চয় ব্যুরো চালু করা হয়। পরবর্তীতে ৩১জুলাই, ১৯৮৪ সালে এ দপ্তরটি পরিদপ্তরে রূপান্তর হয়। ১৯৮৯-৯০ সালে জেলা সঞ্চয় অফিসগুলো জেলা সঞ্চয় অফিস/ ব্যুরো নামে তাদের সঞ্চয় কার্যক্রম শুরু করে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণরে পাশাপাশি রেমিটেন্স আহরণ উৎসাহতি করার লক্ষ্যে প্রবাসী/অনবিাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ২০০২ সালে ইউ এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ইউ এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড নামে দুটি বন্ডের প্রবর্তন করা হয়। সঞ্চয়বন্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সমৃদ্ধির দ্বার উন্মোচিত হয়। সে সময় একজন পরিচালকের অধীনে সারা দেশে জেলা সঞ্চয় অফিসের কার্যক্রম পরিচালিত হতো। তখন দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সঞ্চয় পরিদপ্তরের কার্যক্রম বিশেষ ভুমিকা রেখেছে। স্কুল ব্যাংকিং থেকে শুরু করে সঞ্চয় স্ট্যাম্প সংগ্রহ ছিল সঞ্চয় কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সত্তর ও আশির দশকে প্রায় প্রতিটি পরিবারেই প্রাইজবন্ড সংরক্ষিত থাকতো। বিয়ে জন্মদিনসহ যে কোন পারিবারিক অনুষ্ঠানে প্রাইজবন্ড উপহার হিসেবে দেয়া একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল, যার রেশ এখনো বিদ্যমান। তখন প্রচারণার ব্যাপকতায় একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল, যার সুফল পড়ে জাতীয় অর্থনীতিতে।

সঞ্চয় পরিদপ্তরের গুরুত্বের কথা বিবেচনায় এনে ২০১৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। এ অধিদপ্তরটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের একটি সংযুক্ত দপ্তর।
সঞ্চয় ব্যুরো/অফিসসমূহ ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক ও তার অধীনস্থ ব্যাংক এবং পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে সঞ্চয় অধিদপ্তরের কার্যক্রম। এ ৩টি কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহ জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সঞ্চয়সমূহ আহরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর বিক্ষিপ্তভাবে থাকা জনগণরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে আহরণ করে জাতীয় বাজটের ঘাটতিতে আর্থায়ন করে থাকে। এতে জনগণরে জন্য নিরাপদ বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়, সমাজরে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি, বৈধ পথে রেমিট্যান্স আহরণ বৃদ্ধি, ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কমে। ফলে বৈদেশিক নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়। তাছাড়া জাতীয় সঞ্চয় স্কমিসমূহরে মাধ্যমে দেশের বিশেষ জনগোষ্ঠী যেমন- স্বল্প আয়ের মহিলা, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-

কর্মচারী, বয়োজ্যষ্ঠে নাগরিক, প্রবাসী বাংলাদেশী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে সম্প্রতি দুঃস্থ ও অনাথ শিশুদের নিবন্ধিত আশ্রয় প্রতিষ্ঠান (অনাথ আশ্রম, শিশু পরিবার, এতিমখানা ইত্যাদি) এবং প্রবীণদের জন্য নিবন্ধিত আশ্রয় কেন্দ্রের অর্থ বিনিয়োগ এবং ক্ষুদ্র সঞ্চয় উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর ও আয়কর রির্টান দাখিলের প্রমাণক ছাড়াই ৫ লক্ষ টাকা র্পযন্ত সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

বর্তমানে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের আওতাধীন ১১ (এগার)টি সঞ্চয়স্কিম চালু রয়েছে। স্কিমগুলো হচ্ছে ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র (৩-বছর মেয়াদী), পেনশনার সঞ্চয়পত্র (৫-বছর মেয়াদী), পরিবার সঞ্চয়পত্র (৫-বছর মেয়াদী), ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড (৫-বছর মেয়াদী), ইউ এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড (৩-বছর মেয়াদী), ইউ এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (৩-বছর মেয়াদী), বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড (১০০ টাকা মূল্যমান), ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকঃ(ক) সাধারণ হিসাব, খ) মেয়াদী হিসাব (৩-বছর মেয়াদী) এবং ডাক জীবন বীমা। জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, তফসিলী ব্যাংক ও ডাকঘর এর মাধ্যমে এ সকল সঞ্চয় স্কিমের বিক্রয় এবং নগদায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ঢাকায় রয়েছে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়। আটটি বিভাগীয় শহরে রয়েছে বিভাগীয় অফিস। চৌষট্টিটি জেলা সদরে রয়েছে জেলা সঞ্চয় অফিস। এছাড়াও সঞ্চয়স্কিমের চাহিদার প্রেক্ষিতে ঢাকা শহরসহ বিভাগীয় শহরগুলোতে ১৩টি বিশেষ সঞ্চয় ব্যুরো স্থাপন করা হয়েছে।

## ৩.২ ভিশন

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা সহায়ক আধুনিক সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা।

## ৩.৩ মিশন

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সঞ্চয় প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি আধুনিক ও জনবান্ধব সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা।

## ৩.৪ জনবল

**জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী**

| ক্রমিক নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | কর্মরত পদের সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | মহাপরিচালক | ১ | ১ | ০ |
| ২ | পরিচালক | ৪ | ৩ | ১ |
| ৩ | সিস্টেম এনালিস্ট | ১ | ১ | ০ |
| ৪ | উপপরিচালক | ১২ | ১২ | ০ |
| ৫ | সহকারী পরিচালক | ৮৭ | ৭৫ | ১২ |
| ৬ | সহকারী প্রোগ্রামার | ২ | ১ | ১ |
| ৭ | সঞ্চয় অফিসার | ৮১ | ৬০ | ২১ |
| ৮ | হিসাবরক্ষক | ১৪ | ৪ | ১০ |
| ৯ | সাঁট লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর | ৫ | ২ | ৩ |
| ১০ | উচ্চমান সহকারী | ৪৬ | ৪১ | ৫ |

| ক্রমিক নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | কর্মরত পদের সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১১ | সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর | ৪ | ০ | ৪ |
| ১২ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ১০০ | ৪৩ | ৫৭ |
| ১৩ | ডাটা এন্ট্রি অপরেটর | ২ | ০ | ২ |
| ১৪ | গাড়ী চালক | ৭ | ৬ | ১ |
| ১৫ | বার্তা বাহক | ১ | ০ | ১ |
| ১৬ | অফিস সহায়ক | ৯৩ | ৬০ | ৩৩ |
| | **সর্বমোট=** | ৪৬০ | ৩০৯ | ১৫১ |

## ৩.৫ কার্যাবলী

১) জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের লেনদেন কার্যক্রম পরিচালনা করা;

২) জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা;

৩) সঞ্চয় কার্যক্রমে সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;

৪) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারণে ভূমিকা পালন করা;

৫) দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৬) আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৭) সঞ্চয়স্কিমের বিধিমালা/নীতিমালা গ্রাহক বান্ধব ও যুগোপযোগী করা;

৮) অনিবাসী বাংলাদেশীদের জন্য প্রবর্তিত ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড ও ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ডের বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম জোরদারকরণ;

## ৩.৬ জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের উদ্দেশ্য

- জনগণকে সঞ্চয়ী হতে উদ্বুদ্ধ করা, বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে আহরণ করা;

- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা উৎসাহিত করার মাধ্যমে জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি করা;

- জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের মাধ্যমে দেশের বিশেষ জনগোষ্ঠী যেমন-স্বল্প আয়ের মহিলা, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী, বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক, প্রবাসী বাংলাদেশী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনয়ন করা
- বৈদেশিক নির্ভরতা হ্রাস এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করা;
- ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব অর্থায়নে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা।

## ৩.৭ অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো কর্তৃক সঞ্চয়পত্রের লেনদেন কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা;
- হ্যান্ডবিল, ব্রশিয়ার, পুস্তিকা, পোস্টার, স্টিকার, বার্ষিক প্রতিবেদন, নোট প্যাড ইত্যাদি মুদ্রণ, সংরক্ষণ এবং বিতরণ করা;
- সঞ্চয়স্কিমের নীতিমালা/বিধিমালা বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- কর্মকর্তা সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা;
- জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের লেনদেনের হিসাব সংরক্ষণ করা ;
- ব্যাংক ও ডাকঘর এর সাথে হিসাব সমন্বয় সাধন করা;
- বিনিয়োগকারীগণকে উৎসে কর প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা;
- মন্ত্রণালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন, বাস্তবায়ন, অধীনস্থ দপ্তরের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন এবং এর অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, মূল্যায়ন ও সরকারকে অবহিত করা;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা সম্পাদন, বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, মূল্যায়ন ও সরকারকে অবহিত করা;
- 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা নীতিমালা' অনুযায়ী অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ এবং এতদসংক্রান্ত মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রকাশ নীতিমালা বাস্তবায়ন করা;
- ইনোভেশন টিম গঠন, ইনোভেশন সংক্রান্ত বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ইনোভেশন টিমের সদস্যদের সমন্বয়ে সভাকরণ ও সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং ইনোভেশন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮ এর আলোকে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর-এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;

- সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন করা।

## ৩.৮ জাতীয় সঞ্চয় বিশেষ ব্যুরো ও জেলা সঞ্চয় অফিসের কার্যক্রম

- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের আওতাধীন ৮টি বিভাগীয় অফিস, ৬৪টি জেলা সঞ্চয় অফিস/ব্যুরো, ১৯টি বিশেষ সঞ্চয় ব্যুরো রয়েছে। নিম্নে জাতীয় সঞ্চয় বিশেষ ব্যুরো ও জেলা সঞ্চয় অফিসের কার্যক্রম তুলে ধরা হলো:
- জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা এবং এতদ্সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়াবলী সম্পাদন করা;
- জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে নির্ধারিত বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করা;
- জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের লেনদেন সংক্রান্ত পুনঃভরণসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজে বাংলাদেশ ব্যাংক ও লিংকড ব্যাংকের সাথে সমন্বয় সাধন করা;
- জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের হিসাব সংরক্ষণ ও সমন্বয়-সাধন করা;
- সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- জাতীয় সঞ্চয়স্কিমের অংশীজনদের সাথে প্রয়োজনীয় সভা-সমাবেশ করা;
- প্রশাসনিক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক অর্পিত অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করা।

## ৩.৯ জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের বর্ণনা

বর্তমানে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের অধীনে ১১ (এগার)টি সঞ্চয়স্কিম চালু রয়েছে। স্কিমগুলো নিম্নরূপ-

**জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক ও ডাকঘর কর্তৃক লেনদেন কার্যক্রম পরিচালিত স্কিম**

(০১) ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র (৫-বছর মেয়াদী)
(০২) তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র (৩-বছর মেয়াদী)
(০৩) পেনশনার সঞ্চয়পত্র (৫-বছর মেয়াদী)
(০৪) পরিবার সঞ্চয়পত্র (৫-বছর মেয়াদী)
(০৫) বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড (১০০ টাকা মূল্যমান)

**বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক-এর এডি শাখা কর্তৃক লেনদেন কার্যক্রম পরিচালিত স্কিম**

(০৬) ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড (৫-বছর মেয়াদী)
(০৭) ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড (৩-বছর মেয়াদী)
(০৮) ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (৩-বছর মেয়াদী)

**ডাকঘর কর্তৃক লেনদেন কার্যক্রম পরিচালিত স্কিম**

(০৯) ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক - সাধারণ হিসাব
(১০) ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক - মেয়াদী হিসাব (৩-বছর মেয়াদী) এবং
(১১) ডাক জীবন বীমা (আজীবন ও মেয়াদী)

## পাঁচ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র (প্রবর্তনঃ ১৯৭৭ খ্রিঃ)

**মূল্যমানঃ** ১০ টাকা; ৫০ টাকা; ১০০ টাকা; ৫০০ টাকা; ১,০০০ টাকা; ৫,০০০ টাকা; ১০,০০০ টাকা; ২৫,০০০ টাকা; ৫০,০০০ টাকা; ১,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ টাকা; ১০,০০,০০০ টাকা; ২৫,০০,০০০ টাকা।

**যেখানে পাওয়া যায়ঃ** জেলা সঞ্চয় অফিস ও জাতীয় সঞ্চয় বিশেষ ব্যুরোসমূহ, বাংলাদেশ ব্যাংক এর শাখাসমূহ, তফসিলি ব্যাংকসমূহ এবং ডাকঘর থেকে ক্রয় ও নগদায়ন করা যায়।

**মেয়াদঃ** ৫ (পাঁচ) বছর।

**মুনাফার হারঃ**

| ক্রমিক নং | সঞ্চয় স্কিমের নাম | মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে) | বিদ্যমান মুনাফার হার | ১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত | ১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০ | ৩০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%) | | |
| | ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র | ১ম বছরান্তে | ৯.৩৫% | ৯.৩৫ | ৮.৫৪ | ৭.৭১ |
| | | ২য় বছরান্তে | ৯.৮০% | ৯.৮০ | ৮.৯৫ | ৮.০৮ |
| | | ৩য় বছরান্তে | ১০.২৫% | ১০.২৫ | ৯.৩৬ | ৮.৪৫ |
| | | ৪র্থ বছরান্তে | ১০.৭৫% | ১০.৭৫ | ৯.৮২ | ৮.৮৬ |
| | | ৫ম বছরান্তে | ১১.২৮% | ১১.২৮ | ১০.৩০ | ৯.৩০ |

মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়ন করলে উপর্যুক্ত ছকে উল্লিখিত হারে মুনাফা প্রাপ্য হবে এবং অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধিত হয়ে থাকলে তা মূল টাকা হতে কর্তন করে সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট মূল টাকা পরিশোধ করা হবে।

**উৎসে করঃ** ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফার উপর ৫% হারে এবং এর অধিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফার উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তন করা হয়।

**যারা ক্রয় করতে পারবেনঃ**

(ক) সকল শ্রেণি ও পেশার বাংলাদেশী নাগরিক;

(খ) আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ (অংশ-২) এর বিধি ৪৯-এর উপ-বিধি (২) এ সংজ্ঞায়িত স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল এবং ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ এর ১৯ নং) অনুযায়ী পরিচালিত ভবিষ্য তহবিল;

(গ) আয়কর অধ্যাদেশ-১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফসিল এর পার্ট এ এর অনুচ্ছেদ-৩৪ অনুযায়ী মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগীর খামার, পেলিটেড পোল্ট্রি ফিডস উৎপাদন, বীজ উৎপাদন, স্থানীয় উৎপাদিত বীজ বিপণন, গবাদি পশুর খামার, দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের খামার, ব্যাঙ উৎপাদন খামার, উদ্যান খামার প্রকল্প, রেশম গুটিপোকা পালনের খামার, ছত্রাক উৎপাদন এবং ফল ও লতাপাতার চাষ হতে অর্জিত আয়-যা সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনার কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত।

(ঘ) অটিস্টিকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/অটিস্টিকদের সহায়তার জন্য প্রতিষ্ঠিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান। তবে, শর্ত থাকে যে, প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকৃত অর্থের মুনাফা অবশ্যই অটিস্টিকদের সহায়তায় ব্যবহার করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানটি সংশ্লিষ্ট জেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত হতে হবে।

(ঙ) দুঃস্থ ও অনাথ শিশুদের নিবন্ধিত আশ্রয় প্রতিষ্ঠান (অনাথ আশ্রম, শিশু পরিবার, এতিমখানা ইত্যাদি)।

(চ) প্রবীণদের জন্য নিবন্ধিত আশ্রয় কেন্দ্র।

**ক্রয়ের উর্ধ্বসীমাঃ**

(ক) ব্যক্তির ক্ষেত্রেঃ একক নামে ৩০ লক্ষ অথবা যুগ্ম-নামে ৬০ লক্ষ টাকা;

(খ) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেঃ ভবিষ্য তহবিলে মোট স্থিতির ৫০%, তবে সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা;

(গ) ফার্মের ক্ষেত্রেঃ সর্বোচ্চ ২(দুই) কোটি টাকা।

(ঘ) অটিস্টিক সহায়ক প্রতিষ্ঠান, দুঃস্থ ও অনাথ শিশুদের নিবন্ধিত আশ্রয় প্রতিষ্ঠান (অনাথ আশ্রম, শিশু পরিবার, এতিমখানা ইত্যাদি) এবং প্রবীণদের জন্য নিবন্ধিত আশ্রয় কেন্দ্রের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) কোটি টাকা।

**অন্যান্য সুবিধাঃ**

(ক) নমিনি নিয়োগ করা যায়;

(খ) সঞ্চয়পত্রের ক্রেতার মৃত্যুর পর নমিনি সাথে সাথেই অথবা মেয়াদ উত্তীর্ণের পর সঞ্চয়পত্র নগদায়ন করতে পারেন।

## তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র (প্রবর্তনঃ ১৯৯৮ খ্রিঃ)

**মূল্যমানঃ** ১,০০,০০০ টাকা; ২,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ ও ১০,০০,০০০ টাকা।

**যেখানে পাওয়া যায়ঃ** জেলা সঞ্চয় অফিস ও জাতীয় সঞ্চয় বিশেষ ব্যুরোসমূহ, বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখাসমূহ, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এবং ডাকঘর থেকে ক্রয় ও নগদায়ন করা যায়।

**মেয়াদঃ** ৩ (তিন) বছর।

**মুনাফার হারঃ**

| ক্রমিক নং | সঞ্চয় স্কিমের নাম | মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে) | বিদ্যমান মুনাফার হার | ১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত | ১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০ | ৩০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%) | | |
| | তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র | ১ম বছরান্তে | ১০.০০% | ১০.০০ | ৯.০৬ | ৮.১৫ |
| | | ২য় বছরান্তে | ১০.৫০% | ১০.৫০ | ৯.৫১ | ৮.৫৬ |
| | | ৩য় বছরান্তে | ১১.০৪% | ১১.০৪ | ১০.০০ | ৯.০০ |

মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়ন করলে উপর্যুক্ত ছকে উল্লিখিত হারে মুনাফা প্রাপ্য হবে এবং অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধিত হয়ে থাকলে তা মূল টাকা হতে কর্তন করে সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট মূল টাকা পরিশোধ করা হবে।

**উৎসে করঃ** তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফার উপর ৫% হারে এবং এর অধিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফার উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তন করা হয়।

**যারা ক্রয় করতে পারবেনঃ**

(ক) সকল শ্রেণি ও পেশার বাংলাদেশী নাগরিক;

(খ) আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ (অংশ-২) এর বিধি ৪৯-এর উপ-বিধি (২) এ সংজ্ঞায়িত স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল এবং ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ এর ১৯ নং) অনুযায়ী পরিচালিত ভবিষ্য তহবিল;

(গ) আয়কর অধ্যাদেশ-১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফসিল এর পার্ট এ এর অনুচ্ছেদ-৩৪ অনুযায়ী মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগীর খামার, পেলিটেড পোল্ট্রি ফিডস উৎপাদন, বীজ উৎপাদন, স্থানীয় উৎপাদিত বীজ বিপণন, গবাদি পশুর খামার, দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের খামার, ব্যাঙ উৎপাদন খামার, উদ্যান খামার প্রকল্প, রেশম গুটিপোকা পালনের খামার, ছত্রাক উৎপাদন এবং ফল ও লতাপাতার চাষ হতে অর্জিত আয়-যা সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনার কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত।

(ঘ) অটিস্টিকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ অটিস্টিকদের সহায়তার জন্য প্রতিষ্ঠিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান। তবে, শর্ত থাকে যে, প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকৃত অর্থের মুনাফা অবশ্যই অটিস্টিকদের সহায়তায় ব্যবহার করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানটি সংশ্লিষ্ট জেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত হতে হবে।

(ঙ) দুঃস্থ ও অনাথ শিশুদের নিবন্ধিত আশ্রয় প্রতিষ্ঠান (অনাথ আশ্রম, শিশু পরিবার, এতিমখানা ইত্যাদি)।

(চ) প্রবীণদের জন্য নিবন্ধিত আশ্রয় কেন্দ্র।

**ক্রয়ের উর্ধ্বসীমাঃ**

(ক) ব্যক্তির ক্ষেত্রেঃ একক নামে ৩০ লক্ষ অথবা যুগ্ম-নামে ৬০ লক্ষ টাকা;

(খ) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেঃ ভবিষ্য তহবিলে মোট স্থিতির ৫০%, তবে সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা;

(গ) ফার্মের ক্ষেত্রেঃ সবোর্চ্চ ২(দুই) কোটি টাকা।

(ঘ) অটিস্টিক সহায়ক প্রতিষ্ঠান, দুঃস্থ ও অনাথ শিশুদের নিবন্ধিত আশ্রয় প্রতিষ্ঠান (অনাথ আশ্রম, শিশু পরিবার, এতিমখানা ইত্যাদি) এবং প্রবীণদের জন্য নিবন্ধিত আশ্রয় কেন্দ্রের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) কোটি টাকা।

**অন্যান্য সুবিধাঃ**

(ক) ত্রৈমাসিকভিত্তিতে মুনাফা প্রদেয়।

(খ) নমিনি নিয়োগ করা যায়।

(গ) সঞ্চয়পত্রের ক্রেতার মৃত্যুর পর নমিনি সাথে সাথেই সঞ্চয়পত্র নগদায়ন করে টাকা উত্তোলন করতে পারেন অথবা মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত যথারীতি প্রতি তিন (৩)মাস অন্তর মুনাফা উত্তোলন করতে পারেন।

## পেনশনার সঞ্চয়পত্র (প্রবর্তনঃ ২০০৪ খ্রিঃ)

**মূল্যমানঃ** ৫০,০০০ টাকা; ১,০০,০০০ টাকা; ২,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ ও ১০,০০,০০০ টাকা।

**যেখানে পাওয়া যায়ঃ** জেলা সঞ্চয় অফিস ও জাতীয় সঞ্চয় বিশেষ ব্যুরোসমূহ, বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখাসমূহ, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এবং ডাকঘর থেকে ক্রয় ও নগদায়ন করা যায়।

**মেয়াদঃ** ৫ (পাঁচ) বছর।

**মুনাফা হারঃ**

| ক্রমিক নং | সঞ্চয় স্কিমের নাম | মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে) | বিদ্যমান মুনাফার হার | ১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত | ১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০ | ৩০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%) | | |
| | পেনশনার সঞ্চয়পত্র | ১ম বছরান্তে | ৯.৭০% | ৯.৭০ | ৮.৮৭ | ৮.০৪ |
| | | ২য় বছরান্তে | ১০.১৫% | ১০.১৫ | ৯.২৮ | ৮.৪২ |
| | | ৩য় বছরান্তে | ১০.৬৫% | ১০.৬৫ | ৯.৭৪ | ৮.৮৩ |
| | | ৪র্থ বছরান্তে | ১১.২০% | ১১.২০ | ১০.২৪ | ৯.২৯ |
| | | ৫ম বছরান্তে | ১১.৭৬% | ১১.৭৬ | ১০.৭৫ | ৯.৭৫ |

মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়ন করলে উপর্যুক্ত ছকে উল্লিখিত হারে মুনাফা প্রাপ্য হবে এবং অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধিত হয়ে থাকলে তা মূল টাকা হতে কর্তন করে সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট মূল টাকা পরিশোধ করা হবে।

**উৎসে করঃ** পেনশনার সঞ্চয়পত্রে ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত সর্বমোট বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফার উপর কোন উৎসে কর কর্তন করা হয় না। ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকার অধিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফার উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তন করা হয়।

**যারা ক্রয় করতে পারবেনঃ** অবসরপ্রাপ্ত সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী, সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতিগণ, সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য এবং মৃত চাকরিজীবীর পারিবারিক পেনশন সুবিধাভোগী স্বামী/স্ত্রী/সন্তান।

**ক্রয়ের উর্ধ্বসীমাঃ** প্রাপ্ত আনুতোষিক (Gratuity) ও ভবিষ্য তহবিলের অর্থ (চূড়ান্ত) মিলিয়ে একক নামে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা।

**অন্যান্য সুবিধাঃ**

(ক) ত্রৈমাসিকভিত্তিতে মুনাফা প্রদেয়;

(খ) নমিনি নিয়োগ করা যায়;

(গ) সঞ্চয়পত্রের ক্রেতার মৃত্যুর পর নমিনি সাথে সাথেই অথবা মেয়াদ উত্তীর্ণের পর সঞ্চয়পত্র নগদায়ন করতে পারেন।

## পরিবার সঞ্চয়পত্র (প্রবর্তনঃ ২০০৯ খ্রিঃ)

**মূল্যমানঃ** ১০,০০০ টাকা; ২০,০০০ টাকা; ৫০,০০০ টাকা; ১,০০,০০০ টাকা; ২,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ টাকা এবং ১০,০০,০০০ টাকা।

**যেখানে পাওয়া যায়ঃ** জেলা সঞ্চয় অফিস ও জাতীয় সঞ্চয় বিশেষ ব্যুরোসমূহ, বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখাসমূহ, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এবং ডাকঘর থেকে ক্রয় ও নগদায়ন করা যায়।

**মেয়াদঃ** ৫ (পাঁচ) বছর।

**মুনাফা হারঃ**

| ক্রমিক নং | সঞ্চয় স্কিমের নাম | মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে) | বিদ্যমান মুনাফার হার | ১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত | ১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০ | ৩০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%) | | |
| | পরিবার সঞ্চয়পত্র | ১ম বছরান্তে | ৯.৫০% | ৯.৫০ | ৮.৬৬ | ৭.৮৩ |
| | | ২য় বছরান্তে | ১০.০০% | ১০.০০ | ৯.১১ | ৮.২৫ |
| | | ৩য় বছরান্তে | ১০.৫০% | ১০.৫০ | ৯.৫৭ | ৮.৬৬ |
| | | ৪র্থ বছরান্তে | ১১.০০% | ১১.০০ | ১০.০৩ | ৯.০৭ |
| | | ৫ম বছরান্তে | ১১.৫২% | ১১.৫২ | ১০.৫০ | ৯.৫০ |

মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়ন করলে উপর্যুক্ত ছকে উল্লিখিত হারে মুনাফা প্রাপ্য হবে এবং অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধিত হয়ে থাকলে তা মূল টাকা হতে কর্তন করে সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট মূল টাকা পরিশোধ করা হবে।

**উৎসে করঃ** পরিবার সঞ্চয়পত্র ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফার উপর ৫% হারে এবং এর অধিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফার উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তন করা হয়।

**যারা ক্রয় করতে পারবেনঃ**

(ক) ১৮ (আঠার) ও তদুর্ধ্ব বয়সের যে কোন বাংলাদেশী মহিলা;

(খ) যে কোন বাংলাদেশী শারীরিক প্রতিবন্ধী (পুরুষ ও মহিলা) এবং

(গ) ৬৫ (পঁয়ষট্টি) ও তদুর্ধ্ব বয়সের যে কোন বাংলাদেশী (পুরুষ ও মহিলা) নাগরিক।

**ক্রয়ের উর্ধ্বসীমাঃ** একক নামে সর্বোচ্চ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) লক্ষ টাকা।

**অন্যান্য সুবিধাঃ**

(ক) মাসিকভিত্তিতে মুনাফা প্রদেয়;

(খ) নমিনি নিয়োগ/পরিবর্তন ও বাতিল করা যায়;

(গ) সঞ্চয়পত্রের ক্রেতার মৃত্যুর পর নমিনি সাথে সাথেই সঞ্চয়পত্র নগদায়ন করে টাকা উত্তোলন করতে পারেন অথবা মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত যথারীতি মাসে মাসে মুনাফা উত্তোলন করতে পারেন।

**বিঃদ্রঃ** ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ও পরিবার সঞ্চয়পত্রে সমন্বিতভাবে একক নামে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা **অথবা** যুগ্মনামে সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, পরিবার সঞ্চয়পত্র যৌথ নামে ক্রয় করা যায় না।

## ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক (প্রবর্তনঃ ১৮৭২ খ্রিঃ)

**(ক) সাধারণ হিসাব:**

**১। মুনাফাঃ** ৭.৫% (সরল হারে);

| ক্রমিক নং | সঞ্চয় স্কিমের নাম | মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে) | বিদ্যমান মুনাফার হার | ১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত | ১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০ | ৩০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-সাধারণ হিসাব | - | ৭.৫০% | ৭.৫০ | ৭.৫০ | ৭.৫০ |

**২। যারা বিনিয়োগ করতে পারবেন:**

(ক) সকল শ্রেণি ও পেশার বাংলাদেশী নাগরিক।

**৩। বিনিয়োগ করতে যা যা প্রয়োজন:** ক্রেতার ২(দুই) কপি (পিপি সাইজ) ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি এবং নমিনি থাকলে প্রত্যেকের ২(দুই) কপি (পিপি সাইজ) ছবি।

**৪। বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা:** একক নামে সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা অথবা যুগ্ম-নামে সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা।

**৫। অন্যান্য সুবিধা:** (ক) নমিনি নিয়োগ/পরিবর্তন ও বাতিল করা যায়; (খ) এক মাসেরও মুনাফা প্রদেয়।

**(খ) মেয়াদী হিসাবঃ**

**১। মুনাফাঃ** মেয়াদান্তে (৩ বছর) ১১.২৮%।

| ক্রমিক নং | সঞ্চয় স্কিমের নাম | মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে) | বিদ্যমান মুনাফার হার | ১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত | ১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০ | ৩০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%) | | | |
| | ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-মেয়াদী হিসাব | ১ম বছরান্তে | ১০.২০% | ১০.২০ | ৯.৩১ | ৮.৪১ |
| | | ২য় বছরান্তে | ১০.৭০% | ১০.৭০ | ৯.৭৭ | ৮.৮২ |
| | | ৩য় বছরান্তে | ১১.২৮% | ১১.২৮ | ১০.৩০ | ৯.৩০ |

১০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা বিনিয়োগ করলে মেয়াদান্তে ৩৩,৮৪০ (তেত্রিশ হাজার আটশত চল্লিশ) টাকা পাওয়া যায়। ১০% হারে উৎসে কর কর্তন ৩,৩৮৪.০০ (তিন হাজার তিনশত চুরাশি) টাকা এবং নীট প্রদেয় মুনাফা ৩০,৪৫৬ (ত্রিশ হাজার চারশত ছাপ্পান্ন) টাকা। তবে ১ (এক) বছর, ২ (দুই) বছর অথবা ৩ (তিন) বছর মেয়াদী হিসাব খোলা যায়। একক অথবা যৌথ নামে যে ভাবেই হোক না কেন একজন ব্যক্তি কেবল একটি মেয়াদী হিসাব হিসাব খুলতে পারবেন।

**২। যারা বিনিয়োগ করতে পারেনঃ**

(ক) সকল শ্রেণি ও পেশার বাংলাদেশী নাগরিক।

**৩। বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমাঃ** একক হিসেবে ১০ লক্ষ টাকা অথবা যুগ্ম হিসেবে ২০ লক্ষ টাকা।

**৪। অন্যান্য সুবিধাঃ**

(ক) সকল শ্রেণি ও পেশার বাংলাদেশী নাগরিক এ হিসাব খুলতে পারেন;

(খ) নমিনি নিয়োগ করা যায়/পরিবর্তন ও বাতিল করা যায়;

(গ) উর্ধ্বসীমা পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয় পুনঃবিনিয়োগ সুবিধা পাওয়া যায়।

## ডাক জীবন বীমা (প্রবর্তনঃ ১৮৭২ খ্রিঃ)

ডাক জীবন বীমা সরকার কর্তৃক পরিচালিত।

**(১) যারা এ বীমা করতে পারেনঃ** ১৯ থেকে ৫৫ বছর বয়সী সকল শ্রেণি ও পেশার বাংলাদেশী নাগরিক।

**(২) পলিসির ধরনঃ** (ক) জীবন চুক্তি বীমা (খ) মেয়াদী বীমা (গ) শিক্ষা মেয়াদী বীমা (ঙ) বিবাহ বীমা (ঙ) এন্ডোমেন্ট বীমা।

**(৩) অন্যান্য সুবিধাঃ**

(ক) আয়কর রেয়াত পাওয়া যায়;

(খ) প্রিমিয়ামের হার কম, বোনাসের পরিমাণ বেশী;

(গ) ১০০% ঝুঁকি সুবিধা;

(ঘ) আকস্মিক মৃত্যু ও চির-অক্ষমতার মঙ্গল বিধান চুক্তি;

(ঙ) ডাক্তারি পরীক্ষা ব্যতিত পলিসি।

**(৪) প্রচলিত বোনাসঃ**

| বীমার শ্রেণি | প্রতি হাজারে প্রতি বছরে বোনাস |
|---|---|
| (ক) আজীবন বীমা | ৪২.০০ টাকা |
| (খ) মেয়াদী বীমা | ৩৩.০০ টাকা |

**(৫) বিনিয়োগ করতে যা লাগবেঃ** ক্রেতার ২(দুই) কপি (পিপি সাইজ) ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্ম নিবন্ধন সনদ/পাসপোর্টের ফটোকপি এবং নমিনি থাকলে প্রত্যেকের ২(দুই) কপি (পিপি সাইজ) ছবি।

## বাংলাদেশ প্রাইজ বন্ড (১০০ টাকা মূল্যমান)

১। পুরস্কার: প্রতি ড্র তে প্রতি সিরিজে পুরস্কার

(ক) ৬০০,০০০ টাকার প্রথম পুরস্কার ০১ (এক) টি;

(খ) ৩২৫,০০০ টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার ০১ (এক) টি;

(গ) ১০০,০০০ টাকার তৃতীয় পুরস্কার ০২ (দুই) টি;

(ঘ) ৫০,০০০ টাকার চতুর্থ পুরস্কার ০২ (দুই) টি;

(ঙ) ১০,০০০ টাকার পঞ্চম পুরস্কার ৪০ (চল্লিশ) টি।

২। অন্যান্য তথ্যাবলীঃ

(ক) প্রতি তিন মাস অন্তর (৩১ জানুয়ারি, ৩০ এপ্রিল, ৩১ জুলাই ও ৩১ অক্টোবর) ‘ড্র’ অনুষ্ঠিত হয়;

(খ) বন্ডে নির্দেশিত বিক্রয় তারিখ হতে ন্যূনতম ২ (দুই) মাস অতিক্রমের পর উক্ত বন্ড ‘ড্র’ এর আওতায় আসবে;

(গ) পুরস্কারপ্রাপ্ত বন্ড ফেরৎ দেয়া হয় না, তবে বন্ডে অভিহিত মূল্য পুরস্কারের অর্থের সাথে প্রদান করা হয়;

(ঘ) ‘ড্র’ অনুষ্ঠানের নির্ধারিত তারিখ হতে দুই বছরের মধ্যে পুরস্কারের টাকা দাবী করতে হয়;

(ঙ) পুরস্কারপ্রাপ্ত অর্থ হতে ২০% উৎসে কর কর্তন করে পুরস্কারের টাকা প্রদান করা হয়।

## ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড (প্রবর্তন: ১৯৮১ খ্রিঃ)

**মূল্যমানঃ** ২৫,০০০ টাকা; ৫০,০০০ টাকা; ১০০,০০০ টাকা; ২০০,০০০ টাকা; ৫০০,০০০ টাকা; ১০,০০,০০০ এবং ৫০,০০,০০০ টাকা

**যেখানে পাওয়া যায়ঃ** বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে অবস্থিত যে কোন তফশিলী ব্যাংকের অথরাইজড ডিলার (AD) শাখা এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের তফসিলী ব্যাংকের শাখা, এক্সচেঞ্জ হাউস, এক্সচেঞ্জ কোম্পানি হতে ক্রয় করা যায়।

**মেয়াদঃ** ৫ (পাঁচ) বছর।

**মুনাফার হারঃ** মেয়াদান্তে ১২.০০ % (সরল হারে)

| ক্রমিক নং | সঞ্চয় স্কিমের নাম | মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে) | বিদ্যমান মুনাফার হার | ১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত | ১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০ | ৩০,০০,০০১ টাকা হতে ৫০,০০,০০০ | ৫০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%) | | | |
| | ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড | ৬-মাস পর, কিন্তু ১২ মাসের পূর্বে | ৮.৭০ | ৮.৭০ | ৭.৯৮ | ৭.২৫ | ৬.৫৩ |
| | | ১২-মাস পর, কিন্তু ১৮ মাসের পূর্বে | ৯.৪৫ | ৯.৪৫ | ৮.৬৬ | ৭.৮৮ | ৭.০৯ |
| | | ১৮-মাস পর, কিন্তু ২৪ মাসের পূর্বে | ১০.২০ | ১০.২০ | ৯.৩৫ | ৮.৫০ | ৭.৬৫ |
| | | ২৪-মাস পর, কিন্তু ৬০ মাসের পূর্বে | ১১.২০ | ১১.২০ | ১০.২৭ | ৯.৩৩ | ৮.৪০ |
| | | মেয়াদান্তে | ১২.০০ | ১২.০০ | ১১.০০ | ১০.০০ | ৯.০০ |

**যারা ক্রয় করতে পারবেনঃ**

(ক) বৈধ ওয়েজ আর্নার নিজে বা আবেদনপত্রে আর্নার উল্লিখিত ব্যক্তি বা বাংলাদেশে তার বেনিফিসিয়ারীর নামে বাংলাদেশী টাকা/ বৈদেশিক মুদ্রায় ক্রয় করা যায়।

(খ) বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে কর্মরত বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ক্রয় করতে পারেন।

(গ) বিদেশে লিয়েনে কর্মরত সরকারি, সংবিধিবদ্ধ, স্বায়ত্তশাসিত অথবা আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের এমপ্লয়িগণ নির্ধারিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে এ বন্ড ক্রয় করতে পারবেন।

**ক্রয়ের উর্ধ্বসীমা:** ০১ (এক) কোটি টাকা।

**অন্যান্য সুবিধাঃ**

(ক) ৪০% থেকে ৫০% পর্যন্ত মৃত্যু-ঝুঁকির সুবিধা রয়েছে;

(খ) ষান্মাসিকভিত্তিতে মুনাফা প্রদেয়;

(গ) বন্ডের বিপরীতে ঋণ গ্রহণের সুবিধা রয়েছে;

(ঘ) নমিনি নিয়োগ/পরিবর্তন ও বাতিল করা যায়;

(ঙ) হারিয়ে গেলে, পুড়ে গেলে বা নষ্ট হলে ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যুর সুযোগ রয়েছে;

(চ) এফসি একাউন্ট থাকার বাধ্যবাধকতা নেই;

(ছ) এ বন্ডে বিনিয়োগকৃত অর্থ ও অর্জিত মুনাফা আয়কর মুক্ত;

(জ) এ বন্ডের মূল অর্থ ইউএস  ডলারে গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে।

(ঞ) স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনঃবিনিয়োগ সুবিধা প্রদেয়;

## ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড (প্রবর্তনঃ ২০০২ খ্রিঃ)

**মূল্যমান:** ইউএস ডলার ৫০০; ইউএস ডলার ১,০০০; ইউএস ডলার ৫,০০০; ইউএস ডলার ১০,০০০ এবং ইউএস ডলার ৫০,০০০।

**যেখানে পাওয়া যায়ঃ** বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে অবস্থিত যে কোন তফশিলী ব্যাংকের অথরাইজড ডিলার (AD) শাখা এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের তফসিলী ব্যাংকের শাখা, এক্সচেঞ্জ হাউস, এক্সচেঞ্জ কোম্পানি হতে ক্রয় করা যায়।

**মেয়াদ:** ৩ (তিন) বছর।

**মুনাফার হারঃ** মেয়াদান্তে ৭.৫০%।

| ক্র.নং | সঞ্চয় স্কিমের নাম | মেয়াদ | ইউএস ডলার (US$) ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) পর্যন্ত | ইউএস ডলার (US$) ১,০০,০০১ (এক লক্ষ এক) হতে ৫,০০,০০০ (পাঁচলক্ষ) পর্যন্ত | ইউএস ডলার (US$) ৫,০০,০০১ (পাঁচ লক্ষ এক) হতে তদূর্ধ্ব পর্যন্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| | ইউ.এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড | ১ম বছরান্তে | ৬.৫০ | ৫.০০ | ৪.০০ |
| | | ২য় বছরান্তে | ৭.০০ | ৫.৫০ | ৪.৫০ |
| | | ৩য় বছরান্তে | ৭.৫০ | ৬.০০ | ৫.০০ |

**যারা ক্রয় করতে পারবেন:** অনিবাসী বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিক।

**ক্রয়ের উর্ধ্বসীমা:** উর্ধ্বসীমা নেই।

**অন্যান্য সুবিধাঃ**

(ক) ১৫% থেকে ২৫% পর্যন্ত মৃত্যু-ঝুঁকির সুবিধা রয়েছে;

(খ) বন্ডের বিপরীতে ঋণ গ্রহণের সুবিধা রয়েছে;

(গ) নমিনি নিয়োগ/পরিবর্তন ও বাতিল করা যায়;

(ঘ) হারিয়ে গেলে, পুড়ে গেলে বা নষ্ট হলে ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যুর সুযোগ রয়েছে;

(ঙ) এ বন্ডে বিনিয়োগকৃত অর্থ ও অর্জিত মুনাফা আয়কর মুক্ত;

(চ) এ বন্ডে বিনিয়োগকৃত অর্থ ডলারে প্রাপ্য।

(ছ) বিনিয়োগকৃত অর্থের মুনাফা বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রাপ্য।

## ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (প্রবর্তনঃ ২০০২ খ্রিঃ)

**মূল্যমানঃ** ইউএস ডলার ৫০০; ইউএস ডলার ১,০০০; ইউএস ডলার ৫,০০০; ইউএস ডলার ১০,০০০ এবং ইউএস ডলার ৫০,০০০।

**যেখানে পাওয়া যায়ঃ** বাংলাদেশ ব্যাংক, দেশে অবস্থিত যে কোন তফশিলী ব্যাংকের অথরাইজড ডিলার (AD) শাখা এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের তফসিলী ব্যাংকের শাখা, এক্সচেঞ্জ হাউস, এক্সচেঞ্জ কোম্পানি হতে ক্রয় করা যায়।

**মেয়াদঃ** ৩ (তিন) বছর।

**মুনাফার হারঃ** মেয়াদান্তে ৬.৫০%

| ক্র.নং | সঞ্চয় স্কিমের নাম | মেয়াদ | ইউএস ডলার (US$) ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) পর্যন্ত | ইউএস ডলার (US$) ১,০০,০০১ (এক লক্ষ এক) হতে ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) পর্যন্ত | ইউএস ডলার (US$) ৫,০০,০০১ (পাঁচ লক্ষ এক) হতে তদূর্ধ্ব পর্যন্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| | ইউ.এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড | ১ম বছরান্তে | ৫.৫০ | ৪.০০ | ৩.০০ |
| | | ২য় বছরান্তে | ৬.০০ | ৪.৫০ | ৩.৫০ |
| | | ৩য় বছরান্তে | ৬.৫০ | ৫.০০ | ৪.০০ |

**যারা ক্রয় করতে পারবেনঃ** অনিবাসী বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিক।

**ক্রয়ের উর্ধ্বসীমা**: উর্ধ্বসীমা নেই।

**অন্যান্য সুবিধাঃ**

(ক) এ বন্ডে বিনিয়োগকৃত অর্থ ডলারে প্রাপ্য;

(খ) বন্ডের বিপরীতে ঋণ গ্রহণের সুবিধা রয়েছে;

(গ) নমিনি নিয়োগ/পরিবর্তন ও বাতিল করা যায়;

(ঘ) হারিয়ে গেলে, পুড়ে গেলে বা নষ্ট হলে ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যুর সুযোগ রয়েছে;

(ঙ) এ বন্ডে বিনিয়োগকৃত অর্থ ও অর্জিত মুনাফা আয়কর মুক্ত;

(চ) ১৫% থেকে ২৫% পর্যন্ত মৃত্যু-ঝুঁকির সুবিধা রয়েছে।

(ছ) বিনিয়োগকৃত অর্থের জন্য মুনাফা বিনিয়োগকারীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রাপ্য, অন্যথায় ডলারে প্রাপ্য।

## ৩.১০ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

জাতিসংঘ ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছে, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা SDG নামে পরিচিত। SDG-এর মেয়াদ ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল । এতে মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। SDG তে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

| এন.এস.ডির প্রতিশ্রুতি | লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য | প্রতিশ্রুতি/লক্ষ্য অর্জনে বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম | অংশিকভাবে মনোনিবেশ করা হয়েছে/ সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করা হয়নি এমন ক্ষেত্রসমূহ | সুপারিশ/পরামর্শ |
|---|---|---|---|---|
| বাজেট ঘাটতি পূরণে অভ্যন্তরীণ সম্পদ (সঞ্চয়) আহরণ<br><br>দেশে সঞ্চয় বৃদ্ধি করা;<br><br>সমাজের সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণী, শারিরীক প্রতিবন্ধী, ওয়েজ আর্নারসহ অনিবাসি বাংলাদেশী নাগরিক, স্বল্প আয়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী, অবসর প্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী, বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক প্রমুখ এর জন্য আর্থ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি। | লক্ষ্য ১৭:<br><br>টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা<br><br>১৭.১ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আর্ন্তজাতিক সহায়তা প্রদানসহ অন্যান্য উদ্যোগের মাধ্যমে কর ও অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ জোরদার করা।;<br><br>১৭.১.১: উৎস অনুযায়ী জিডিপির তুলনায় মোট সরকারি রাজস্বের অনুপাত<br><br>১৭.১.২: অভ্যন্তরীণ করের অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ বাজেটের অনুপাত | সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সেবা বৃদ্ধি করা এবং সঞ্চয় স্কিমের লেনদেন কাযক্রম স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক<br><br>জাতীয় সঞ্চয় স্কিম ডিজিটেলাজেশন/অটোমেশন করার জন্য একটি সফটওয়ার প্রস্তুত করা<br><br>সঞ্চয়পত্র পেপারলেস করা হয়েছে; | ১. সকল উপজেলা পর্যায়ে অফিস স্থাপন ও সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণ;<br><br>২. জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবন ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন;<br><br>৩. জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সমস্ত মাঠ অফিসের জন্য নিজস্ব অফিস বিল্ডিং স্থাপন;<br><br>৪. বিদ্যমান সেটআপ বাড়িয়ে যুক্তিযুক্ত করণ; | জরুরি ভিত্তিতে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ প্রয়োজন। |

## ৩.১১ জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থবছর এর লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে সঞ্চয় আহরণের সংশোধিত মোট লক্ষ্যমাত্রা ৯০,০০০.০০ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট অর্জন ৭৮,৮৪৭.৯৫ কোটি টাকা; যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৮৭.৬

শতাংশ। অনুরূপভাবে উক্ত অর্থবছরে সঞ্চয় আহরণে সংশোধিত নীট লক্ষ্যমাত্রা ছিল -৭,৩১০.০০ কোটি টাকা যার বিপরীতে নীট অর্জন -২১,১২৪.৩৮ কোটি টাকা; যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ২৮৮.৯৭ শতাংশ।

কোটি টাকায়

| ২০২৩-২৪ অর্থবছর এর লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | বিক্রয় | মূল পরিশোধ | মুনাফা পরিশোধ | নীট |
| লক্ষ্যমাত্রা | ৯০,০০০.০০ | ৯৭,৩১০.০০ | ৪৫,০০০.০০ | -৭,৩১০.০০ |
| অর্জন | ৭৮,৮৪৭.৯৫ | ৯৯,৯৭২.৩৩ | ৪৬,২৫৮.৯০ | -২১,১২৪.৩৮ |
| শতকরা হার | ৮৭.৬০% | ১০২.৭৩% | ১০২.৭৯% | ২৮৮.৯৭% |

কোটি টাকায়

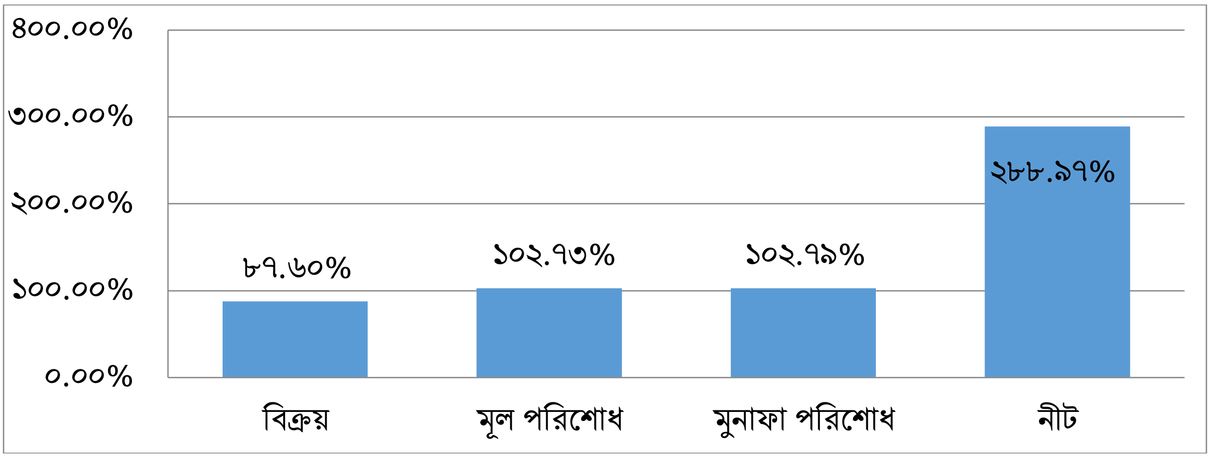


চিত্রঃ জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের শতকরা হার।

## ৩.১২ জাতীয় সঞ্চয় স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

### ৩.১২.১ ভূমিকা

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর (এনএসডি) বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রণালয়ের (এমওএফ) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, সঞ্চয়কে একত্রিত করতে, নিরাপদ বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান এবং বাজেট ঘাটতি কমাতে সরকারী প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, জনসংখ্যার জন্য একটি আর্থিক নিরাপত্তার সুযোগ তৈরি করতে, সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে সহায়ক।

### ৩.১২.২ এনএসএস অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

- সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, এনএসডি ন্যাশনাল সেভিংস স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এনএসএস অনলাইন) এর মাধ্যমে তার পরিষেবাগুলিকে ডিজিটাইজ করে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

করেছে। এই প্ল্যাটফর্মে স্বয়ংক্রিয় মূল আর্থিক প্রক্রিয়া রয়েছে, পরিষেবা সরবরাহ এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

- কী অটোমেশন চালু করা হয়েছে
- সঞ্চয়পত্র: ২০১৯ সাল থেকে চার ধরনের সঞ্চয়পত্রের অটোমেশন।
- পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক: ২০২১ সাল থেকে সাধারণ এবং স্থায়ী আমানত অ্যাকাউন্টের ডিজিটালাইজেশন।
- ডায়াস্পোরা বন্ড: ২০২১ সাল থেকে ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড এবং ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ডের জন্য লেনদেনের অটোমেশন।
- লাভের হার: ২০২১ সালে একটি যুক্তিযুক্ত, স্ল্যাব-ভিত্তিক লাভের হার কাঠামোর বাস্তবায়ন।
- এনএসএস অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য
- সমন্বিত বিনিয়োগের সীমা: সর্বোচ্চ বিনিয়োগের সীমা সাতটি জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পের জন্য ১ কোটি টাকা।
- স্ল্যাব-ভিত্তিক সুদের হার: নয়টি সঞ্চয় স্কিম জুড়ে সঞ্চিত বিনিয়োগের উপর ভিত্তি করে সুদ নির্ধারণ করা হয়।
- প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ শৃঙ্খলা: NSC শুধুমাত্র NSB দ্বারা জারি করা হয়, অননুমোদিত প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ প্রতিরোধ করে।
- যৌক্তিক কমিশনের হার: কমিশনের হারে হ্রাস কার্যকর করা হয়েছে।
- ডায়াস্পোরা বন্ডের সুদের হার সমন্বয়: ডায়াস্পোরা বন্ডের সুদের হার হ্রাস করা হয়েছে, সীমাহীন বিনিয়োগের সুযোগ পুনঃস্থাপন করা হয়েছে।

### ৩.১২.৩ এনএসএস অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সুবিধা

- উন্নত ক্লায়েন্ট অভিজ্ঞতা: স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া ক্লায়েন্টের অপেক্ষার সময় এবং পরিষেবার খরচ কমিয়ে দেয়।
- প্রতিদান থেকে পরিত্রাণ পান: অটোমেশন প্রতিদান সংক্রান্ত জটিলতা দূর করে।
- ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT): ক্লায়েন্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সুদ এবং মূল পরিমাণের সরাসরি অর্থপ্রদান।
- ট্যাক্স নেট সম্প্রসারণ: টাকার বেশি বিনিয়োগের জন্য বাধ্যতামূলক টিআইএন। ৫ লাখ করের ভিত্তি প্রসারিত করতে সাহায্য করে।
- স্বয়ংক্রিয় নীতি প্রয়োগ: সমন্বিত সিলিং এবং স্ল্যাব-ভিত্তিক সুদের হারের স্বয়ংক্রিয় প্রয়োগ।
- স্ট্রীমলাইনড রিপোর্টিং: রিয়েল-টাইম রিপোর্ট তৈরি করা প্রশাসনিক কাজগুলোকে সহজ করে।

- NID-ভিত্তিক যাচাইকরণ: NID-ভিত্তিক চেকের মাধ্যমে বিনিয়োগের থ্রেশহোল্ডের সাথে সম্মতি নিশ্চিত করে।
- উন্নত ডেটা সততা: সঠিক, নির্ভরযোগ্য, এবং সময়োপযোগী ডেটা, ভাল সিদ্ধান্ত গ্রহণকে উৎসাহিত করে।
- শাসনের উন্নতি: ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট সেক্টরে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা প্রচার করে।

### ৩.১২.৪ জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান

- সঞ্চয় বৃদ্ধি: আনুমানিক টাকা। ২৫,০০০ কোটি টাকা সঞ্চয় হয়েছে সুদের ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে।
- বর্ধিত তারল্য: বিক্রয় ক্যাপ ব্যাংকিং খাতে তারল্য বৃদ্ধি করেছে।
- সম্প্রসারিত সুবিধাভোগী বেস: ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৩৬,০৪,৪৯০ এনাইডি হোল্ডারে পৌঁছেছে।
- ইএফটি লেনদেন: প্রতিদিন প্রায় ১.৩০ লক্ষ ইএফটি পেমেন্ট ইস্যু করা হয়, যা পরিষেবার গতি এবং নির্ভুলতা বাড়ায়।
- ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট জারি: প্রতি মাসে ১,২০,০০০ টিরও বেশি ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়।

### ৩.১২.৫ এনএসএস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের জন্য পরিকল্পনা

- স্ব-পরিষেবা মডিউল: ক্লায়েন্টরা ACS, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, এবং মোবাইল আর্থিক পরিষেবা (MFS) এর মাধ্যমে অনলাইনে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করতে সক্ষম হবে।
- ক্লায়েন্ট-জেনারেটেড রিপোর্ট: গ্রাহকরা অনলাইনে তাদের নিজস্ব আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি এবং অ্যাক্সেস করার ক্ষমতা পাবেন।
- সম্পূর্ণ EFT পেমেন্ট কভারেজ: সমস্ত মূল এবং সুদের পেমেন্ট কভার করতে EFT পেমেন্টের সুযোগ প্রসারিত করা।
- পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক ইন্টিগ্রেশন: পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক অপারেশনের মধ্যে EFT পেমেন্টের সম্পূর্ণ একীকরণ।
- সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন: স্ট্রীমলাইনড অপারেশনের জন্য NID, iBAS++, NBR, এবং BB-এর সাথে NSS অনলাইন লিঙ্ক করা।
- ডায়াসপোরা বন্ডের সম্পূর্ণ অটোমেশন: স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমের অধীনে আরও সঞ্চয় স্কিম এবং ডায়াস্পোরা বন্ড অপারেশন আনা।
- স্বয়ংক্রিয় পুনর্মিলন: আর্থিক লেনদেনে নির্ভুলতা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসের সাথে স্বয়ংক্রিয় পুনর্মিলনের জন্য সিস্টেম তৈরি করা।
- এনহ্যান্সড এমআইএস: রিয়েল-টাইম মনিটরিং এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) প্রতিষ্ঠা করা।

- কমিশন অ্যাকাউন্টিং: iBAS++ এর সাথে কমিশন পুনর্মিলন ব্যবস্থার একীকরণ।
- অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য: আংশিক নগদ অর্থ, জরিমানা সুদ, মৃত্যু-ঝুঁকির সুবিধা, মনোনীত নমিনী পরিবর্তন, এবং উৎস কর কর্তনের সার্টিফিকেট চালু করা হবে।

### ৩.১২.৬ উপসংহার

এনএসএস অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের জন্য একটি রূপান্তরকারী শক্তি, অপারেশন আধুনিকীকরণ এবং গ্রাহকের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করেছে। এটি প্রক্রিয়াগুলিকে সুগম করেছে, জাতীয় সঞ্চয়ে অবদান রেখেছে এবং আর্থিক শাসনকে শক্তিশালী করেছে। তার দূরদর্শী পরিকল্পনার সাথে, এনএসডি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তার অবদান অব্যাহত রাখার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ডিজিটাল ইন্টিগ্রেশন এবং অটোমেশনের পরবর্তী ধাপ এনএসডি-এর ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করবে, এটি নিশ্চিত করবে যে এটি দেশের আর্থিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হিসেবে থাকবে।

## ৩.১৩ বাংলাদেশ প্রাইজবন্ডের 'ড্র' -এর ফলাফল অনুসন্ধান সফটওয়্যার ও মোবাইল অ্যাপ

সময়ের পালাক্রমে বেড়েছে সবার ব্যস্ততা। এ কারণে প্রায় দেখা যায় সংগ্রহে থাকা প্রাইজবন্ডের ড্র ফলাফল নিয়মিত পরীক্ষা করা হয় না। প্রতি তিন মাস পরপর ড্র'র ফলাফল সংগ্রহ করা এবং সেগুলো একটা একটা করে একাধিক বন্ডের নম্বরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ফলে, একটার পর একটা ড্র চলে যায়, প্রাইজবন্ড ড্রয়ারের এক কোনায় খামের মধ্যে পড়ে থাকে।

দেখা হয় না, পুরস্কারের তালিকায় কোনো প্রাইজবন্ড ছিল কি না! অনেকেই জানে না ড্র রেজাল্ট প্রকাশের পরে দুই বছর পর্যন্ত পুরস্কার দাবি করা যায়। আর জানলেও দুই বছরে হয়ে যাওয়া ৮টি রেজাল্ট খুঁজে বের করে ফলাফল চেক করা আরও কষ্টসাধ্য কাজ।

এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বাংলাদেশ প্রাইজবন্ডের 'ড্র' -এর ফলাফল অনুসন্ধান সফটওয়্যার ও প্রাইজবন্ড 'ড্র' অনুসন্ধান অ্যানড্রয়েড মোবাইল অ্যাপ (PBRIS) প্রস্তুত করেছে। এ সফটওয়্যারের ও মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে প্রাইজবন্ডের ক্রেতারা সহজেই ড্রয়ের ফলাফল মেলাতে পারবেন। www.irdbd.online থেকে এই ফল জানা যাবে। মোবাইল অ্যাপটি গুগল প্লে স্টোর হতে ডাউনলোড করতে হবে।

এ সিস্টেমের মাধ্যমে ২টি পদ্ধতিতে ফলাফল অনুসন্ধানের ব্যবস্থা রয়েছে। সার্চ বক্সে সরাসরি নম্বর লিখে এবং নম্বর আপলোড করে ফলাফল জানা যাবে।

প্রথম পদ্ধতিতে প্রাইজবন্ডের নম্বরটি (সিরিজ ব্যতীত) বাংলায় অথবা ইংরেজিতে সার্চ বক্সে দিয়ে অনুসন্ধান করা যাবে। একাধিক নম্বর একসঙ্গে অনুসন্ধান করতে হলে নম্বরগুলোকে কমা (,) দিয়ে আলাদা করতে হবে। ধারাবাহিক (সিরিজ) নম্বর অনুসন্ধানের জন্য প্রথম ও শেষ সংখ্যার মাঝে হাইফেন (-) ব্যবহার করতে হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে প্রাইজবন্ডের নম্বরগুলো (সিরিজ ব্যতীত) মাইক্রোসফট এক্সেল সিটের কলাম এ-তে ইংরেজিতে লিখে শেষ করতে হবে এবং সরাসরি এক্সেল ফাইলটি সফটওয়্যারে আপলোড করতে হবে। সফটওয়্যারে অনুসন্ধানের তারিখ থেকে পূর্ববর্তী ২ বছরের মধ্যে প্রকাশিত সব ফলাফলের বিপরীতে কোনো মিল পেলে তার ফলাফলের কপি দেখাবে।

প্রাইজবন্ড ক্রেতারা এই সফটওয়্যার থেকে পুরস্কারের টাকা দাবি ফরম ডাউনলোড করতে পারবেন এবং প্রাইজবন্ডের ড্র সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারবেন।এছাড়াও এ সিস্টেমে ক্রেতারা বিনামূল্যে ই-মেইল সাবস্ক্রিপশন করতে পারবেন। যার মাধ্যমে প্রতি ৩ মাস পরপর (৩১ জানুয়ারি, ৩০ এপ্রিল, ৩১ জুলাই ও ৩১ অক্টোবর) প্রকাশিত ফলাফল সম্পর্কে সাবস্ক্রিপশনপ্রাপ্ত নাগরিকরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ই-মেইলে অবহিত হতে পারবেন।

## ৩.১৪ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের প্রধান কাজ জনগণকে সঞ্চয়ী হতে উদ্বুদ্ধকরণ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে জাতীয় সঞ্চয়স্কিমে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আহরণের মাধ্যমে জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি করা। জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক নির্ভরতা হ্রাস পায়, দেশের কাঙ্খিত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং উদ্যোক্তা তৈরীর পথ সুগম হয়। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। বিভিন্ন শ্রেণী, পেশা ও আয়ের মানুষকে লক্ষ্য করে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর বিভিন্ন সঞ্চয়স্কিম প্রবর্তন ও পরিচালনা করছে। এসব সঞ্চয়স্কিমের মাধ্যমে নারী, বায়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনয়নে এ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া অটিস্টিক সহায়ক প্রতিষ্ঠান, দু:স্থ ও অনাথ শিশুদের নিবন্ধিত আশ্রয় প্রতিষ্ঠান (অনাথ আশ্রম, শিশু পরিবার, এতিমখানা ইত্যাদি) এবং প্রবীণদের জন্য নিবন্ধিত আশ্রয় কেন্দ্রের অর্থ সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বেগবান করতে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর এর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। দেশের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এ অধিদপ্তরের পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে। বংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত সংকোচনমূলক ও সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতির সাথে তাল মিলিয়ে সঞ্চয়স্কিমের মুনাফার হার হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজারে অর্থের যোগান হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ অধিদপ্তরের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

### ৩.১৪.১ প্রচার সংক্রান্ত কার্যক্রম:

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে ০৫-১১ মে, ২০২৪ খ্রি. দেশব্যাপি ‘সঞ্চয় অভিযান’ পরিচালনা করা হয়। সঞ্চয় অভিযানকালে ০৮টি জাতীয় সঞ্চয় বিভাগীয় কার্যালয়, ৬৪টি জেলা সঞ্চয় অফিস/ব্যুরো, ১৩টি জাতীয় সঞ্চয় বিশেষ ব্যুরো এর উদ্যোগে বিভিন্ন প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রচার কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে পেশাজীবীদের মাঝে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম, কলকারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ, অটিস্টিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, প্রবীণ আশ্রম কেন্দ্রে উদ্বুদ্ধকরণ এবং উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ। এছাড়া ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২৩ হাজার ৮শত ৫০ পিস সঞ্চয়স্কিম সম্পর্কিত লিফলেট, সঞ্চয় শ্লোগান সম্বলিত ১৫০ পিস ব্যাগ, ২৫০ পিস ফোল্ডার, ১৫৭০ পিস নোটপ্যাড, ৫৮৭ পিস স্মরণিকা মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়। সঞ্চয় অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কিত ১০০০ পিস বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়। একই সময়ে সঞ্চয় শ্লোগান সম্পর্কিত ৫০০০০টি ক্ষুদে বার্তা মোবাইল ফোনে প্রেরণ করা হয়।

### ৩.১৪.২ সঞ্চয় আহরণ:

২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১১টি সঞ্চয়স্কিমের মাধ্যমে মোট ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৮০০ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট ৭৮ হাজার ৮৪৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা অর্জিত হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন প্রায় ৬৭% শতাংশ। পরিসংখ্যান মতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী (৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগের হিসাবে) মোট বিনিয়োগের প্রায় ৭২ শতাংশ, যা টাকার অঙ্কে প্রায় ৩০ শতাংশ।

### ৩.১৪.৩ উৎসে কর কর্তন:

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সঞ্চয়স্কিমের মুনাফা পরিশোধের বিপরীতে ৪ হাজার ১ শত ৬৩ কোটি ৫৬ হাজার ৯শত ৩২ টাকা উৎসে কর কর্তনপূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ০৪টি অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে যার আর্থিক সংশ্লেষ ৬ কোটি ৬৫ লক্ষ ১৫ হাজার ৯ শত ৫০ টাকা।

### ৩.১৪.৪ জাতীয় সঞ্চয়স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সংক্রান্ত:

জুলাই ২০১৯ থেকে পর্যায়ক্রমে জাতীয় সঞ্চয়স্কিমসমূহ ম্যানুয়াল এর পরিবর্তে অনলাইন পদ্ধতিতে লেনদেনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সেই ধারাবাহিকতায় জুলাই ২০২৩ থেকে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-সাধারণ হিসাব ও মেয়াদী হিসাব এর আমানত ম্যানুয়ালের পরিবর্তে জাতীয় সঞ্চয়স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর মাধ্যমে পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বর্তমানে ১১টি সঞ্চয়স্কিমের মধ্যে ০৯টির কার্যক্রম অনলাইনে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া সঞ্চয়স্কিমের কমিশন হিসাবায়নের জন্য অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ০১টি মডিউল সংযোজন করা হয়েছে।

### ৩.১৪.৫ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা আয়োজন:

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের ৭৭টি সঞ্চয় ব্যুরোর পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিভিন্ন ডাকঘর সঞ্চয়স্কিমসমূহের লেনদেন কার্যক্রম পরিচালনা করে। সঞ্চয়স্কিমসমূহের লেনদেন পরিচালনা করতে উদ্ভূত বিভিন্ন জটিলতা নিরসনকল্পে মতামত, পরামর্শ, সমাধান সম্পর্কে আলোকপাত করতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আলোচ্য অংশীজনদের অংশগ্রহণে সভা আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া টিএ মিশন ও ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি সম্পর্কে আলোচনার জন্য বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সঙ্গে ০২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

### ৩.১৪.৬ অভিযোগ নিস্পত্তি:

অভিযোগ নিষ্পত্তিকল্পে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিআরএস এর মাধ্যমে মোট ২১টি অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়েছে।

### ৩.১৪.৭ অফিস পরিদর্শন সম্পর্কিত:

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের ০৪টি অফিস পরিদর্শন করা হয়।

## ৩.১৫ উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রচার কার্যক্রম

"সবাই মিলে সঞ্চয় করি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ি" এ প্রতিপাদ্য বিষয়টি সামনে রেখে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ০৫-১১ মে, ২০২৪ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত দেশব্যাপী ৭ (সাত) দিন সঞ্চয় অভিযান ২০২৪ পালিত হয়। সঞ্চয় অভিযান ২০২৪ চলাকালীন ০৮টি জাতীয় সঞ্চয় বিভাগীয় কার্যালয়, ৬৪টি জেলা সঞ্চয় অফিস/ব্যুরো, ১৩টি জাতীয় সঞ্চয় বিশেষ ব্যুরো এর উদ্যোগে বিভিন্ন প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রচার কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে পেশাজীবীদের মাঝে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম, কলকারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ, অটিস্টিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, প্রবীণ

আশ্রম কেন্দ্রে উদ্বুদ্ধকরণ এবং উঠান বৈঠক। এছাড়া জাতীয় সঞ্চয় অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ও সঞ্চয়ের উপকারিতা/গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা হয়।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রচার কার্যক্রমে ২৩ হাজার ৮শত ৫০ পিস সঞ্চয়স্কিম সম্পর্কিত লিফলেট, সঞ্চয় শ্লোগান সম্বলিত ১৫০ পিস ব্যাগ, ২৫০ পিস ফোল্ডার, ১৫৭০ পিস নোটপ্যাড, ৫৮৭ পিস স্মরণিকা মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়। সঞ্চয় অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কিত ১০০০ পিস বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়। একই সময়ে সঞ্চয় শ্লোগান সম্পর্কিত ৫০০০০টি ক্ষুদে বার্তা মোবাইল ফোনে প্রেরণ করা হয়।

জাতীয় সঞ্চয় বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহীর উদ্যোগে প্রতিবন্ধী নাগরিকদের সঞ্চয় সম্পর্কিত প্রচার কার্যক্রম এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব জাকিয়া খানম।

**২০২৪ সালে বিভিন্ন জেলায় সঞ্চয় অভিযান পরিচালনা সম্পর্কিত ছবি**

| | |
|---|---|
| | |
| জাতীয় সঞ্চয় বিভাগীয় কার্যালয়, চট্রগ্রামের সঞ্চয় অভিযান কার্যক্রম। | জেলা সঞ্চয় অফিস/ব্যুরো,মাদারীপুরের সঞ্চয় অভিযান কার্যক্রম। |

## ৩.১৬ প্রশিক্ষণ/কর্মশালা সংক্রান্ত কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ:

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পদ চুক্তি বাস্তবায়ের লক্ষ্যে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ এবং আওতাধীন অফিসের কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে অফিস ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, শুদ্ধচার, অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, এপিএ, স্মার্ট বাংলাদেশ, সাইবার ক্রাইম ইত্যাদি উপর কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ এবং আওতাধীন অফিসের কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের মহাপরিচাল (অতিরিক্ত সচিব) জনাব জাকিয়া খানম।

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং আওতাধীন অফিসের কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সঞ্চয় অধিদপ্তরের ভুমিকাঃপ্রেক্ষিত সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ’ বিষয় কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে এ বিষয়ের উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব জাকিয়া খানম।

## ৩.১৭ জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের চ্যালেঞ্জ

- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কলেবর বৃদ্ধিতে নতুন সঞ্চয় স্কিম চালু করা;
- প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণের নিকট জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সেবা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা;
- জাতীয় সঞ্চয় আইন প্রণয়ন করা;
- সাংগঠনিক অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ;
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন বিভাগ ও জেলা সঞ্চয় অফিস/ব্যুরোর নিজস্ব অফিস ভবন স্থাপন;
- পর্যাপ্ত লজিস্টিকস/ সুবিধা নিশ্চিতকরণ;
- দক্ষ প্রয়োজনীয় জনবলের অপ্রতুলতা;
- নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ সরবরাহ করা;
- নিজস্ব প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা;
- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সঞ্চয় স্কিম সম্পর্কে নিগূঢ়ভাবে সচেতন করা;
- ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
- অংশীজনের উপর নির্ভরশীলতা।

## ৩.১৮ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কলেবর বৃদ্ধিতে সময়োপযোগী নতুন সঞ্চয় স্কিম চালু করা;

- প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণের নিকট জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সেবা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- জাতীয় সঞ্চয় আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ ;
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন বিভাগ ও জেলা সঞ্চয় অফিস/ব্যুরোর জন্য নিজস্ব ভবন স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ;
- পর্যাপ্ত লজিস্টিকস/ সুবিধার ব্যবস্থা করা;
- দক্ষ ও পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষনের নিয়মিত আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিদ্যমান জাতীয় সঞ্চয়পত্র বিধিমালার কিছু কিছু বিধির সাথে জাতীয় সঞ্চয় স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের অসামঞ্জস্যতা দুরীভূতকরণ;
- নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভরতার মাধ্যমে প্রচার প্রচারণার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- নিজস্ব প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপন করা;
- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সঞ্চয় স্কিম সম্পর্কে অবগত করার জন্য প্রচার কার্যক্রম জোরদার করা;
- ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম জোরদার করা ও তা বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- ডাক জীবন বীমা ও বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে অন্তর্ভুক্তকরণ;
- মোবাইল ব্যাংকিং/অনলাইন ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহার করে প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব (Public Accounts of Republic) এ অর্থ জমাপূর্বক বিনিয়োগকারীরা ঘরে বসে জাতীয় সঞ্চয় স্কিমে বিনিয়োগের জন্য আবেদন করার ব্যবস্থা উন্নয়নকরণ
- সঞ্চয়স্কিমের বিনিয়োগকারীগণ স্ব-স্ব বিনিয়োগকৃত অর্থের Statement, Tax Certificate এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলী ঘরে বসে অনলাইনে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড ও ডাক জীবনবীমা স্কিম ২টি কে একই Umbrella আনয়নের মাধ্যমে অটোমেশন/ ডিজিটাইজেশনের উদ্যোগ গ্রহণ;
- পেনশনার সঞ্চয়পত্রের মুনাফা মাসিকভিত্তিতে প্রদানের ব্যবস্থা করা;

# ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল

## ৪.১ পরিচিতি

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল আয়কর বিষয়ে ফ্যাকচুয়াল (Factual) পয়েন্টে সর্বোচ্চ কোয়াসি জুডিশিয়াল কোর্ট। তবে ল' পয়েন্টে ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রেফারেন্স মামলা দায়ের করা যায়। আপীলাত যুগ্ম/অতিঃ কর কমিশনার এবং কর কমিশনার(আপীল) এর রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুদ্ধ করদাতা এবং উপ-কর কমিশনার ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে আপীল মামলা দায়ের করতে পারেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীনে প্রতিষ্ঠিত ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল আয়কর আইনের সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান ও নিজস্ব নিয়ম কানুন দ্বারা পরিচালিত একটি স্বাধীন সত্তা। ট্রাইবুনালের ভাষা ইংরেজি।

তদানীন্তন পাকিস্থানের করাচীতে প্রতিষ্ঠিত ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের একটি বেঞ্চ ১৯৫৫ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। স্বাধিনতার পর, ১৯৭২ সালে ঢাকায় হেড অফিস ও ৩টি বেঞ্চ নিয়ে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে ৮টি দ্বৈত বেঞ্চ রয়েছে যার ৫টি ঢাকায় এবং ১টি চট্টগ্রামে, ১টি খুলনায় এবং ১টি রংপুরে অবস্থিত। প্রত্যেকটি দ্বৈত বেঞ্চ ২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত যারা যৌথভাবে রায় প্রদান করে থাকেন। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের শীর্ষ পদটি প্রেসিডেন্ট হিসাবে অবহিত করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একজন সদস্যকে সরকার এ পদে নিয়োগ প্রদান করে থাকেন।

চাকুরীরত কর কমিশনারগণকে সাধারণত ট্রাইবুনালের সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বর্তমান/অবসরপ্রাপ্ত সদস্য, বর্তমান/অবসর প্রাপ্ত জেলা জজ, অবসর প্রাপ্ত কর কমিশনার, ইনকামটেক্স প্র্যাকটিশনার/এভভোকেটগণকেও সরকার ট্রাইবুনালের সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করতে পারেন।

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের দ্বৈত বেঞ্চসমূহ মামলার শুনানী গ্রহনান্তে আয়কর আইনের আওতায় রায় প্রদান করে থাকে। প্রত্যেকটি দ্বৈত বেঞ্চ ২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। রায় প্রদানের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের মধ্যে মতদ্বৈততা সৃষ্টি হলে প্রেসিডেন্ট অন্য এক বা একাধিক সদস্যকে উক্ত মামলার শুনানী গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশ দিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে মামলাটি নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে বৎসরে গড়ে ৭০০০ মামলা নিষ্পত্তি করা হয়।

## ৪.২ ভিশন

ন্যায়ভিত্তিক, আইনানুগ ও অটোমোটেড আয়কর আপীলাত ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠা করা।

## ৪.৩ মিশন

সংক্ষুদ্ধ আয়করদাতা ও কর বিভাগের আয়কর সংক্রান্ত আপীল মামলা সমূহ দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করা।

## ৪.৪ জনবল কাঠামো

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের সাংগঠনিক কাঠামোর (কর্মকর্তাদের) সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নরূপঃ

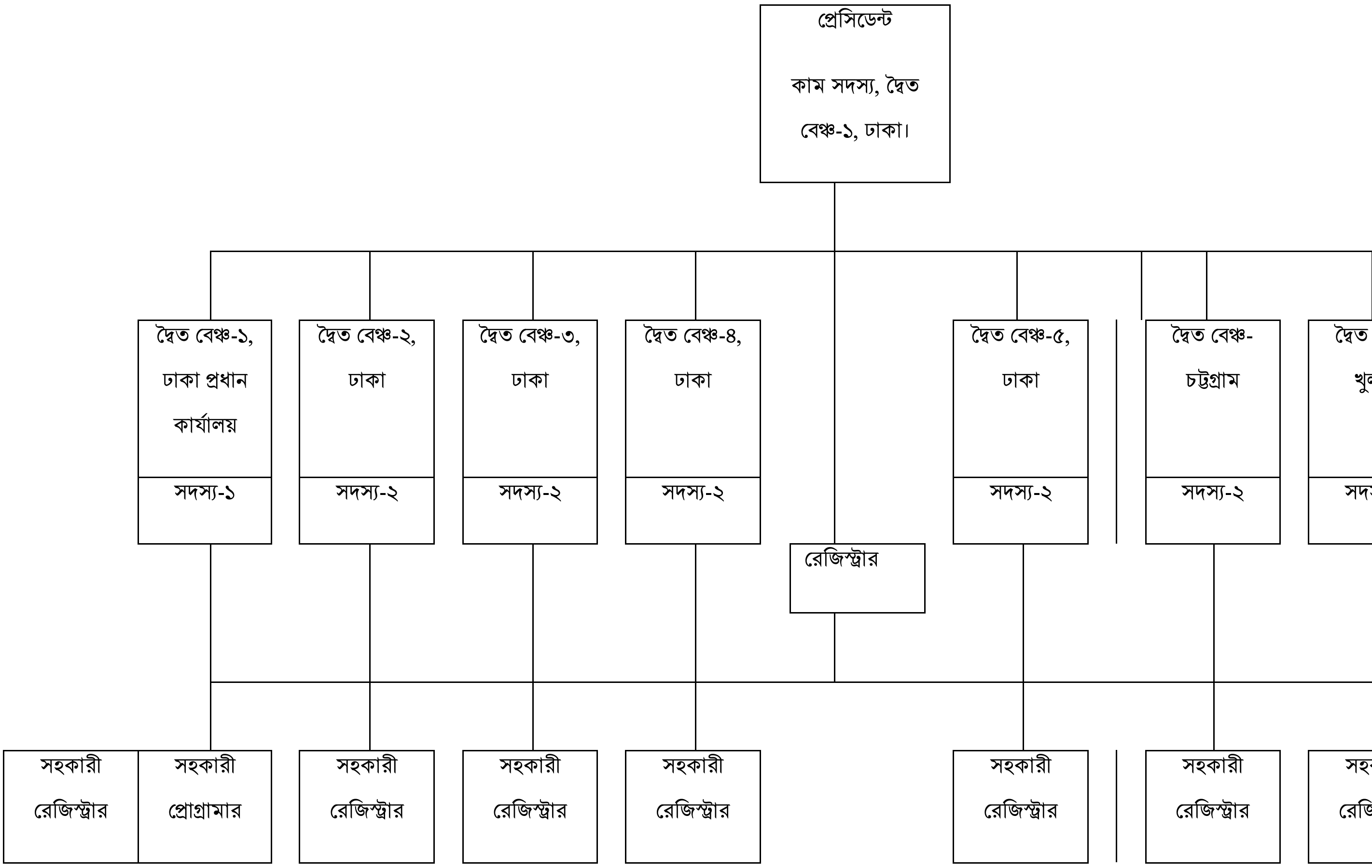


## ৪.৫ ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের কার্যাবলী

আয়কর সংক্রান্ত বিভাগীয় ব্যবস্থাপনায় ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল সর্বোচ্চ আপীল ফোরাম। আয়কর ব্যবস্থাপনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে করদাতা ও আয়কর বিভাগের মধ্যে আয়কর সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিপূর্বক আয়কর আহরণ কার্যক্রমকে তরান্বিত ও গতিশীল করে সরকারের রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা পালক করে থাকে। এক্ষেত্রে কর আপীল অঞ্চল কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত করাদেশের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ পক্ষগণ (করদাতা ও কর বিভাগ) এর ট্রাইবুনালে মামলা দায়ের করে থাকেন। উক্ত দায়েরকৃত মামলাগুলে শুনানী, নিষ্পত্তি ও জারী করাই এ ট্রাইবুনালের প্রধান কার্যাবলী।

## ৪.৬ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব

| ক্র/নং | পদের নাম | দায়িত্ব |
|---|---|---|
| ০১. | প্রেসিডেন্ট | ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের প্রধান হিসেবে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, আর্থিক মঞ্জুরী কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনিক যাবতীয় কর্মকান্ডের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অপরদিকে দায়েরকৃত আয়কর মামলা শুনানী ও নিষ্পত্তির দায়িত্ব পালন করে থাকেন। |
| ০২. | সদস্য | দায়েরকৃত আয়কর মামলা শুনানী ও নিষ্পত্তির দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অপরদিকে জ্যেষ্ঠ সদস্য সংশ্লিষ্ট বেঞ্চের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। |
| ০৩. | রেজিস্ট্রার | আপীল গ্রহণ, নিবন্ধন, বিতরণ, শুনানীর নোটিশ ও আদেশের কপি জারিকরণ এবং সার্টিফাইড কপি সরবরাহ করনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অপরদিকে প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। |
| ০৪. | সহকারী রেজিস্ট্রার | রেজিস্ট্রারের পক্ষে আপীল গ্রহণ , শুনানীর নোটিশ ও আদেশের কপি জারিকরণ এবং সার্টিফাইড কপি সরবরাহ করনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অপরদিকে সদস্য মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। |
| ০৫. | সহকারী প্রোগ্রামার | ডিজিটাল ও তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম, ওয়েব সাইট আপলোড ও হালনাগাদ করণ, ই-জিপি বাস্তবায়ন করণ, আইবাস++ পরিচালনা করণ এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আলোকে কারিগরী কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন। উল্লেখ্য, আলোচ্য পদটি নবসৃষ্ট। নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে। |

## ৪.৭ বিদ্যমান জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ট্রাইবুনালে অনুমোদিত প্রথম শ্রেণীর পদ ২৬টি তন্মেধ্যে ০৯টি পদ শুন্য আছে, ৩য় শ্রেণীর অনুমোদিত পদ ৭৭টি তন্মেধ্যে ২৯টি পদ শুন্য আছে এবং ৪র্থ শ্রেণীর ৫০ টি পদের মধ্যে ২৯টি পদ শুন্য আছে (৩১-০৭-২০২৪খ্রিঃ পর্যন্ত)।

## ৪.৮ মামলা নিষ্পত্তি

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের মূল কাজ দাখিলকৃত আপীল মামলাসমূহ নিষ্পত্তি করা। করদাতা এবং আয়কর বিভাগ উভয় পক্ষের দাখিলকৃত আপীলসমূহ ট্রাইবুনালের ৮টি দ্বৈত বেঞ্চের মাধ্যমে শুনানী গ্রহনান্তে নিস্পত্তি করা হয়। দায়েরকৃত মামলা দায়েরের তারিখ হতে ৬ মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয় এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলাসমূহের রায়ের কপি ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের নিকট প্রেরণ করা হয়।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরে ট্রাইবুনালে দায়েরকৃত মামলার মোট সংখ্যা ছিল ৭৫০৯ টি। পূর্ববর্তী বৎসরের অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা(জের) ছিল ১০৮৭ টি। অর্থাৎ মোট নিষ্পত্তিযোগ্য আপীল মামলার সংখ্যা ছিল ৮৫৯৬ টি। তন্মেধ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৭৪২১ টি। ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের দাখিলকৃত আপীল মামলার সংখ্যা ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার পরিসংখ্যান নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ-

স্বারনী-১: ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরে ট্রাইবুনালে দায়েরকৃত ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যাঃ-

| আপীল মামলার সংখ্যা | | | |
|---|---|---|---|
| অর্থ বৎসর | দায়েরকৃত | নিষ্পত্তিকৃত | বৎসর শেষে পেন্ডিং |
| পূর্বের জের | | | ১০৮৭ |
| ২০২৩-২৪ | ৭৫০৯ | ৭৪২১ | ১১৭৫ |

## ৪.৯ সম্পাদিত অন্যান্য কার্যাবলী

**৪.৯.১** আয়কর সংক্রান্ত বিভাগীয় ব্যবস্থাপনায় ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল সর্বোচচ আপীল ফোরাম। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল সামগ্রিক আয়কর ব্যবস্থাপনার একটি অবিচেছদ্য অংশ হিসাবে করদাতা ও আয়কর বিভাগের মধ্যে আয়কর সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তিপূর্বক আয়কর আহরণ কার্যক্রমকে তরান্বিত ও গতিশীল করে। সরকারের রাজস্ব আদায় লক্ষমাত্রা অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। কর আপীল অঞ্চল কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত কর আদেশের বিরুদ্ধে বিক্ষুদ্ধ পক্ষগণ(করদাতা ও কর বিভাগ) ট্রাইবুনালে মামলা দায়ের করে থাকেন। যে মাসে কর মামলা দায়ের করা হয়, সে মাসের শেষ তারিখ হতে ৬'মাসের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করা এবং আদেশের তারিখ হতে রায়ের কপি ১'মাসের মধ্যে পক্ষগণের নিকট জারি করা আইনের মাধ্যমে

বাধ্যবাধকতা প্রদান করা হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় ট্রাইবুনালে দাখিলকৃত কর সংক্রান্ত মামলাগুলো শুনানী ও নিষ্পত্তি করণসহ প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড সম্পন্ন করা হচেছ।

করমামলা দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সূচকে ২০২৩-২০২৪ বছরে অগ্রগতির প্রতিবেদন নিম্নরুপ :-

| | |
|---|---|
| ২০২২-২০২৩ বছরের শেষে অবশিষ্ট কর মামলার সংখ্যাঃ | ১০৮৭ টি |
| ২০২৩-২০২৪ বছরে দায়েরকৃত কর মামলার সংখ্যাঃ | ৭৫০৯ টি |
| ২০২৩-২০২৪ বছরে নিষ্পত্তিকৃত কর মামলার সংখ্যাঃ | ৭৪২১ টি |
| ২০২৩-২০২৪ বছর শেষে অবশিষ্ট কর মামলার সংখ্যাঃ | ১১৭৫ টি |

করমামলা সংক্রান্ত অন্যান্য সূচকে ২০২৩-২০২৪ বছরের অগ্রগতির প্রতিবেদন নিম্নরুপ:-

| | |
|---|---|
| ২০২৩-২০২৪ বছরে নিবন্ধনের সংখ্যাঃ | ৭৫০৯ টি |
| ২০২৩-২০২৪ বছরে নিবন্ধন শেষে বেঞ্চ সমূহে মামলা বিতরণের সংখ্যাঃ | ৭৫০৯ টি |
| ২০২৩-২০২৪ বছরে শুনানীর নোটিশ জারীকরণের সংখ্যাঃ | ১০৯৪৯ টি |
| ২০২৩-২০২৪ বছরে শুনানী গ্রহনের সংখ্যাঃ | ১০১১৭ টি |
| ২০২৩-২০২৪ বছরে আদেশ জারীর (সরাসরি ও ডাকযোগে) সংখ্যাঃ | ৮১৮০ টি |
| ২০২৩-২০২৪ বছরে এডিআরে মামলার অনুমতির সংখ্যাঃ | ৬২ টি |
| ২০২৩-২০২৪ বছরে এডিআর পুন:জীবিত মামলার সংখ্যাঃ | ২৭ টি |
| ২০২৩-২০২৪ বছরে সার্টিফাইড কপির আবেদন গ্রহণের সংখ্যাঃ | ১১৭২ টি |
| ২০২৩-২০২৪ বছরে সার্টিফাইড কপির নিষ্পত্তির সংখ্যাঃ | ৬৪৮ টি |
| ২০২৩-২০২৪ বছরে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লার্নিং সেশন আয়োজন সংখ্যাঃ | ০৩ টি |

**৪.৯.২** ই-গর্ভন্যান্স বাস্তবায়নের লক্ষে ট্রাইবুনালে নৈতিকতা কমিটি ফোকাল পয়েন্ট এবং তথ্য প্রদান ইউনিট হালনাগাদ করনসহ ইন্টারনেট সুবিধা, সিটিজেন চার্টার প্রণয়নপূর্বক ওয়েব সাইডে প্রকাশসহ দেয়ালে টাংগানো, ওয়েবসাইট হালনাগাদ কার্যক্রম চলমান আছে। ওয়েবসাইটে ট্রাইবুনাল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য, তথ্য প্রদান ইউনিট এর নাম, কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা, ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করা হয়েছে। যার ফলে জনগণ ট্রাইবুনাল সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সরাসরি জানতে পারছে। প্রশাসনিক কাজের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্তে নৈতিকতা কমিটির সভা ও ফোকাল পয়েন্টের সভা, স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা এবং ৪র্থ শিল্প বিপ্লব কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মতামত বক্স দৃষ্ট্যমান স্থানে স্থাপন পূর্বক নির্দিষ্ট মতামত সম্বলিত ফরম এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন (চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনে মোট অর্জিত নম্বর ৭০ এর মধ্যে ৬৯.৩৯ প্রাপ্ত হয়েছে)। ২০২২৩-২৪ অর্থ বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনার মূল্যায়ন প্রতিবেদন, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক মূল্যায়ন প্রতিবেদন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত মুল্যায়ন প্রতিবেদন, তথ্য অধিকার সংক্রান্ত মুল্যায়ন প্রতিবেদন এবং ই-গর্ভন্যান্স মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

**৪.৯.৩** ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেট যথানিয়মে ব্যয় করা হচেছ। ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় নথি সংরক্ষণ করা হচেছ। তাছাড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত যাবতীয় বাজেট সংক্রান্ত প্রতিবেদন/তথ্য এবং নন-ট্যাক্স আদায় সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

**৪.৯.৪ অন্যান্য**

- আইবাস ++ বাজেট ও ই-জিপিতে টেন্ডার কার্যক্রম বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।
- প্রতিটি দ্বৈত বেঞ্চে হেলপ ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে এবং ফেইজবুক চালু আছে।
- ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল জাতীয় তথ্য বাতায়নে অর্ন্তভুক্ত হয়েছে।
- ডি-নথি কার্যক্রম ১০০% বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- নব সৃজিত ০১টি সহকারী প্রোগ্রামার পদে এবং সরাসরি নিয়োগ যোগ্য ৪টি সহকারী রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগের লক্ষে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে ৪ জন সহকারী রেজিষ্ট্রারকে পিএসসি হতে সুপারিশ করা হয়েছে।

## ৪.১০ স্মার্ট কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমঃ

মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি ও সেবাগ্রহীতাদের হয়রানির লক্ষ্যে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল স্মার্ট কেস ম্যানেজম্যান্ট সিস্টেম অনুসরন করে। এ লক্ষ্যে নিম্নলিখিত অটোমোটেড সেবা প্রদান করে থাকেঃ-

- অনলাইনে আপীল দায়েরের ব্যাবস্থা;
- নিয়মিত ট্রাইবুনালের ওয়েবসাইটে মামলার কার্যতালিকা (কজলিস্ট) প্রকাশ করা;
- মামলার পক্ষসমূহকে নোটিশের পাশাপাশি মোবাইলের মাধ্যমে মামলার তারিখ সম্পর্কে অবহিত করা।

## ৪.১০ নিয়োগ কার্যক্রম

- প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাড়কৃত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ০৯ টি শুন্য পদে লোক নিয়োগ করা হয়েছে।
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ২০টি শূন্য পদে লোক নিয়োগের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে।

## ৪.১১ মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে ইন হাউজ সভা, সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

| ক্র/নং | ইন হাউজ প্রশিক্ষন, সভা, সেমিনার এবং কর্মশালা | প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা ও তারিখ | | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| ০১. | সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের সভা | ২৩ জন | ২২.০৮.২০২৩ | ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল |
| | | ১৪ জন | ১৪.০৩.২০২৪ | |
| | | ২০ জন | ০৫.১১.২০২৩ | |
| | | ৪৩ জন | ২৩.০৫.২০২৪ | |
| ০২. | ১) শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ০৩টি | ১৬ জন | ২১.১১.২০২৩ | ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল |
| | ২) শুদ্ধাচার সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা ০১ টি | ৫৩ জন | ২৯.০২.২০২৪ | |
| | | ১২ জন | ২৬.০৯.২০২৩ | |
| | | ৪৮ জন | ৩০.০৫.২০২৪ | |
| ০৩. | জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মশালা | ০৩ জন | ১০.১০.২০২৩ | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ |
| ০৪. | সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লার্নিং সেশন | ৫৮ জন | ২১.০৯.২০২৩ | ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল |
| | | ৪৯ জন | ২৬.১১.২০২৩ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ৫৯ জন | ০২.০৫.২০২৪ | |
| ০৫. | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবা গ্রহীতা/অংশীজনের সমন্বয়ে অংশীজনের সভা | ২০ জন | ২৭.০৮.২০২৩ | ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল |
| | | ২১ জন | ২১.১২.২০২৩ | |
| | | ১৯ জন | ২৮.০৩.২০২৪ | |
| | | ২১ জন | ২৬.০৫.২০২৪ | |
| ০৬. | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ে প্রশিক্ষণ) | ২৩ জন | ২৪-০৯-২০২৩ | ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল |
| | | ০২ জন | ২২.১১.২০২৩ | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ |
| | | ২৬ জন | ১৬.০৫.২০২৪ | ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল |
| ০৭. | তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ | ২০ জন | ১০.০৮.২০২৩ | ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল |
| | | ১৫ জন | ২০.১২.২০২৩ | |
| | | ০২ জন | ১৬.০৮.২০২৩ | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ |
| ০৮. | তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা | ২৩ জন | ৩০.০৭.২০২৩ | ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল |
| | | ০৯ জন | ০৩.১২.২০২৩ | -ঐ- |
| | | ১৩ জন | ১৮.০২.২০২৪ | -ঐ- |
| ০৯. | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রশিক্ষণ | ০২ জন | ১৪.০৫.২০২৪ | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ |
| | | ২৬ জন | ২৯.০৫.২০২৪ | ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল |
| ১০. | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে স্টেক হোল্ডারদের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা | ১৪ জন | ২৪.০৮.২০২৩ | ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল |
| | | ১৬ জন | ১৯.১১.২০২৩ | |
| | | ১৩ জন | ২৮.০২.২০২৪ | |
| | | ৩৩ জন | ২১.০৫.২০২৪ | |
| ১১. | ডি নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ০৫ জন | ৩০.১০.২০২৩ | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড |
| ১২. | ডি-নথি বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালা | ২২ জন | ২৭.০৯.২০২৩ | ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল |
| | | ০৮ জন | ৩০.১০.২০২৩ ও ৩১.১০.২০২৩ | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ |
| ১৩. | স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ে কর্মশালা | ৩৭ জন | ১৭.১২.২০২৩ | ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল |
| | | ২৮ জন | ২৪.০৬.২০২৪ | ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল |
| | | ০৩ জন | ১৮.০১.২০২৪ ও ২৫.০৩.২০২৪ | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ |
| ১৪. | নথি e¨envi ও বাস্তবায়ন বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন | ০৪ জন | ১৫.০১.২০২৪ ও ১৬.০১.২০২৪ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ |
| ১৫. | এপিএএমএস সফটওয়্যারে অন্তভূক্তকরণ সভা | ০২ জন | ১১.০১.২০২৪ | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৬. | আইবাস ++ এর বাজেট প্রণয়ন মডিউলে ডাটা এন্ট্রি বিষয়ক প্রশিক্ষন | ০৯ জন | ১৩.০১.২০২৪ হতে ২১.০১.২০২৪ | অ_© বিভাগ বাজেট অনুবিভাগ-১ |
| ১৭. | সদm¨‡`র সমন্বয়ে সমন্বয় সভা | ১৪ জন | ১১.০২.২০২৪ | ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল |
| ১৮. | এপিএ চুক্তি ও তৎসংক্রান্ত কম্পোনেন্টস সমূহের উপর কর্মশালা | ০৩ জন | ১২.০২.২০২৪ | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ |
| ১৯. | ২০২৩-২৪ অ_© বছরের এপিএ অগ্রগতি ch©v‡jvPbv সভা | ০১ জন | ১৩.০৩.২০২৪ | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ |
| ২০. | সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষন | ০২ জন | ১০.০২.২০২৪ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ |
| ২১. | অনলাইন রিপোর্ট সিস্টেম প্রশিক্ষন | ০২ জন | মেসেজের মাধ্যেমে তারিখ | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ |
| ২২. | ওয়ার্কশপ ডিজিটালাইজেশন অব ইনকাম ট্যাক্স লিটিমেশন সিস্টেম কর্মশালা | ০৫ জন | ১১.১০.২০২৩ ও ১২.১০.২০২৩ | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড |
| ২৩. | এপিএএমএস সফটওয়্যার বিষয়ক রিফ্রেশার্স cÖwkÿY | ০২ জন | ১২.০৬.২০২৪ | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ |
| ২৪. | স্মার্ট কেস ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ব্যবহারের কর্মশালা | ০২ জন | ১৩.০৬.২০২৪ | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ |
| ২৫. | ৪র্থ শিল্প বিপ্লব কর্মশালা | ০১ জন | ৩০.০৫.২০২৪ | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ |
| | | ০১ জন | ১০.০৬.২০২৪ | |

## ৪.১২ ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের উদ্ভাবনী কার্যক্রম

- অনলাইনে মামলা দায়ের চালু করণ
- প্রত্যেক দ্বৈত বেঞ্চ-এ হেল্প ডেক্স চালু করণ
- প্রত্যেক দ্বৈত বেঞ্চে ন্যুনতম ১০ (দশ) দিনের কজলিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশকরণ (ডিজিটাল সেবা)
- এস আই পি (SIP) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিটি দ্বৈত বেঞ্চের অফিসারদের এবং কর্মচারীদের ওয়াশ রুমের সামনে পাপোষ ওস্যান্ডেলের ব্যবস্থা করণ
- প্রত্যেক দ্বৈত বেঞ্চে মামলা শুনানীর জন্য ধার্যকৃত তারিখ করদাতা/করদাতার প্রতিনিধি ও কর বিভাগের প্রতিনিধি কে মোবাইল ম্যাসেজ এর মাধ্যমে জ্ঞাত করানো করণ।
- শুনানীর কজলিস্ট নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করণ।
- প্রত্যেক দ্বৈত বেঞ্চের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নাম ও পদবীসহ অবস্থান সম্বলিত সাইনবোর্ড প্রতিটি দপ্তরের প্রবেশদ্বারে দৃশ্যমান করণ

- সিসি ক্যামেরা সংযোজন করা হয়েছে।
- মামলা দায়েরের প্রসেস ম্যাপ
- সংশ্লিস্ট বেঞ্চে শুনানীর জন্য প্রেরিত মামলার তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশকরণ।
- দায়েরকৃত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মাসে ২ বার সংশ্লিস্ট বেঞ্চে মামলা বিতরণ।

## ৪.১৩ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

জাতিসংঘ ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা ঘোষনা করেছে, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা SDG নামে পরিচিত। SDG-এর মেয়াদ ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল । এতে মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। SDG তে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

| টিএটি'র প্রতিশ্রুতি | লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য | প্রতিশ্রুতি/লক্ষ্য অর্জনে ট্রাইবুনাল কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম | অংশিকভাবে মনোনিবেশ করা হয়েছে/ সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করা হয়নি এমন ক্ষেত্রসমূহ | সুপারিশ/পরামর্শ |
|---|---|---|---|---|
| রাজস্ব (কর) আহরণের স্বার্থে দায়েরকৃত কর আপীল মামলা সমূহ দ্রুত নিস্পত্তি করা। | টেকসই উন্নয়নে এবং রাজস্ব (কর) সংগ্রহে অভ্যন্তরীন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। | ১। দায়েরকৃত কর মামলা সমূহ প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে নিবন্ধন করে শুনানীর নোটিশ জারী করা;<br>২। শুনানীকৃত কর মামলার শুনানীর তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করা;<br>৩। দ্রুত শুনানী ও নিস্পত্তি করা;<br>৪। দ্রুত আদেশের কপি সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের নিকট জারি করা;<br>৫। ১ম শ্রেনির রেজিষ্ট্রার পদের এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নিয়োগবিধি সংশোধনের লক্ষ্যে স্বয়ং সম্পুর্ন প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয়েছে।<br>৬। ১ম শ্রেনীর সহকারী রেজিষ্ট্রার পদে পিএসসি হতে ৪জন কর্মকর্তাকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। | ১। সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারন;<br>২। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নিয়োগবিধি সংশোধন করন;<br>৩। ১ম শ্রেনীর সহকারী প্রোগ্রামার পদ সৃজন করন; | ১। জরুরি ভিত্তিতে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে নব সৃজিত ১টি সহকারী প্রোগ্রামার পদে এবং ১ম শ্রেনীর কর্মকর্তা সহকারী রেজিস্ট্রারের শুন্য ০১টি পদে জরুরী ভিত্তিতে নিয়োগ করা ।<br>২। জরুরি ভিত্তিতে ১ম শ্রেনির রেজিষ্ট্রার পদের এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নিয়োগবিধি সংশোধন করা।<br>৩। কর সম্প্রসারণের আওতায় ঢাকায় ও চট্টগ্রামে বেঞ্চ স্থাপন ও পদ সৃজন করা। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## ৪.১৪ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কর্মপরিকল্পনা

স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, সর্বোপরি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়েছে। কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি  চালু হওয়ার পর থেকেই ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল তা বাস্তবায়নে যথাযথ ভুমিকা পালন করে যাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিবের সাথে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের প্রেসিডেন্ট ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন ৭টি দপ্তর/সংস্থার ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়নে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল ৭০ এর মধ্যে ৬৯.৩৯ নম্বর পেয়ে বি গ্রেড অর্জন করেছে।

**ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহের অগ্রগতির তথ্য:**

| | |
|---|---|
| ২০২৩-২০২৪ বছরে দায়েরকৃত কর মামলার সংখ্যাঃ | ৭৫০৯ টি |
| ২০২৩-২০২৪ বছরে নিষ্পত্তিকৃত কর মামলার সংখ্যাঃ | ৭৪২১ টি |
| ২০২৩-২০২৪ বছরে নিবন্ধনের সংখ্যাঃ | ৭৫০৯ টি |

| | |
|---|---|
| ২০২৩-২০২৪ বছরে নিবন্ধন শেষে বেঞ্চ সমূহে মামলা বিতরণের সংখ্যাঃ | ৭৫০৯ টি |
| ২০২৩-২০২৪ বছরে শুনানীর নোটিশ জারীকরণের সংখ্যাঃ | ১০৯৪৯ টি |
| ২০২৩-২০২৪ বছরে শুনানী গ্রহনের সংখ্যাঃ | ১০১১৭ টি |
| ২০২৩-২০২৪ বছরে আদেশ জারীর (সরাসরি ও ডাকযোগে) সংখ্যাঃ | ৮১৮০ টি |
| ২০২৩-২০২৪ বছরে এডিআরে মামলার অনুমতির সংখ্যাঃ | ৬২ টি |
| ২০২৩-২০২৪ বছরে এডিআর পুন:জীবিত মামলার সংখ্যাঃ | ২৭ টি |
| ২০২৩-২০২৪ বছরে সার্টিফাইড কপির আবেদনের সংখ্যাঃ | ১১৭২ টি |
| ২০২৩-২০২৪ বছরে সার্টিফাইড কপির নিষ্পত্তির সংখ্যাঃ | ৬৪৮ টি |
| দপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সমসাময়িক বিষয়ে লার্নিং সেশন আয়োজন। | ০৩ টি |

## ৪.১৫ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি

সরকারি অন্যান্য দপ্তরের ন্যায় ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল একটি জনবান্ধব সিটিজেন চার্টার বা নাগরিক সনদ প্রণয়ন করেছে। এ সনদের মাধ্যমে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল হতে নাগরিকদের কী কী সেবা প্রদান করা হয় তা পরিষ্কারভাবে জানানো হয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে লিখিতভাবে, টেলিফোনে এবং সরাসরি নাগরিকদের প্রতিশ্রুত সেবা প্রদান করে থাকে। নাগরিকদের প্রতিশ্রুত সেবা প্রদানের জন্য এই ট্রাইবুনালের প্রতিটি দ্বৈত বেঞ্চে একটি হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল কর্তৃক প্রণীত নাগরিক সেবার মাধ্যমে তাদের প্রত্যাশার সাথে সংগতি রেখে সেবার মান নির্ধারণ এবং তাদের মতামত নিয়ে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত তা পুনঃনির্ধারণ, যাতে করে অব্যহতভাবে সেবার মানোন্নয়ন এবং সেবাকে জনবান্ধব করা সম্ভবপর হয়। দ্বিতীয়ত: জনগণকে তাদের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করা যাতে করে তারা সেবা প্রদানকারীদের কাছে সেসব অধিকার দাবি করতে পারে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে (যেমন, অভিযোগ নিস্পত্তির ব্যবস্থা) সেবা প্রদানকারীদের সামাজিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

তৃতীয়ত: সেবা প্রদানকারীদের সামর্থ বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন উদ্যোগের (যেমন, হেল্পডেস্ক প্রতিষ্ঠা) মাধ্যমে তাদের আচরণের উন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানে এক ধরণের সৌজন্যতার সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো।

চতুর্থত: সেবার মানোন্নয়ন, জনগনের অংশগ্রহণ, অভিযোগ নিস্পত্তি প্রভৃতি উদ্যোগের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন।

### ৪.১৫.১ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম

- সেবা প্রদান বিষয়ে স্টেক হোল্ডারগনের সমন্বয়ে ৪ অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।
- সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রণয়ন।
- ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতশ্রুতি হালনাগাদ করা হয়েছে।
- সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রণয়ন।

### ৪.১৫.২ বার্ষিক মূল্যায়ন

- ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে চূড়ান্ত বার্ষিক মূল্যায়নে ২৫ নম্বরের মধ্যে ২৫ নম্বর অর্জন করা হয়েছে।

## ৪.১৬ অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System), সংক্ষেপে জিআরএস (GRS), মূলত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরকর্তৃক প্রদানকৃত সেবা নিশ্চিতকরণের একটি প্ল্যাটফর্ম। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল ও এই প্লাটফর্ম ব্যবহার করে থাকে। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের ওয়েবসাইটে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সেবা বক্সের অধীন অভিযোগ দাখিল কন্টেন্ট এ এর লিংক দেওয়া আছে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা-সংক্রান্ত ওয়েবসাইট (**www.tat.gov.bd**)-এর মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করা যায়।ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে (ইমেইল, ই-ফাইল অথবা কল সেন্টারের মাধ্যমে) অথবা প্রচলিত পদ্ধতিতে (সংশ্লিষ্ট দপ্তরে উপস্থিত হয়ে অথবা ডাকযোগে) অভিযোগ দাখিল করা যাবে। এ ছাড়া মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেলে দাখিলযোগ্য অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিতে সচিবালয়ের গেটে অবস্থিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্রে দাখিল করা যায়। অভিযোগ দাখিলের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফরম (সংযোজনী 'খ-১') ব্যবহার করতে হয়।

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের ভুমিকা নিম্নরূপঃ

### ৪.১৬.১ অনিক ও আপিল কর্মকর্তাঃ

সেবা-সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং তা প্রতিকারের জন্য ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনিক কর্মকর্তা রয়েছে। অনিক কর্মকর্তা হলেন রেজিস্ট্রার এবং আপিল কর্মকর্তা হলেন যুগ্মসচিব (শুল্ক), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ।

### ৪.১৬.২ ওয়েবসাইটে প্রকাশ

সেবা গ্রহণে বঞ্চিত অভিযোগকারী যাতে খুব সহজে সেবা-সংক্রান্ত অভিযোগ সংশ্লিস্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে পারে সে জন্য অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের

ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সেবা বক্সের অধীন অনিক ও আপিল কর্মকর্তা কন্টেন্ট এ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রকাশ করা হয়েছে।

**৪.১৬.৩ অভিযোগ গ্রহণ**

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনিক কর্মকর্তা রয়েছে। (GRS) প্ল্যাটফর্ম, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা-সংক্রান্ত ওয়েবসাইট (**www.tat.gov.bd**), ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে (ইমেইল, ই-ফাইল অথবা কল সেন্টারের মাধ্যমে) অথবা প্রচলিত পদ্ধতিতে (সংশ্লিষ্ট দপ্তরে উপস্থিত হয়ে অথবা ডাকযোগে) দাখিলকৃত অভিযোগ গ্রহণ করে থাকে।

- অভিযোগ নিষ্পত্তিঃ

অনিক কর্মকর্তা প্রথমে অভিযোগের ধরণ বাছাই করেন। অভিযোগের ধরণ অনুযায়ী ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে (ইমেইল, ই-ফাইল অথবা ফোনে) অথবা প্রচলিত পদ্ধতিতে (সংশ্লিষ্ট দপ্তরে উপস্থিত করে অথবা ডাকযোগে) অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

- প্রশিক্ষণঃ

  ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ণে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন করে, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়কের উপর ২টি প্রশিক্ষণের আয়োজন এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেক হোল্ডারগণের সমন্বয়ে ০২টি সভা আয়োজন করা হয়েছে।

- **২০২৩-২৪ অর্থ বছরের মূল্যায়নকৃত প্রকৃত অর্জনঃ**

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের চূড়ান্ত মূল্যায়নে মোট ২৫ নম্বরের মধ্যে ২৫ নম্বর অর্জন করা হয়েছে।

## ৪.১৭ তথ্য অধিকার

তথ্য অধিকার" অর্থ কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ দ্বারা এটি পরিচালিত হয়। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের প্রদক্ষেপ নিম্নরুপঃ

**৪.১৭.১ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও আপিল কর্তৃপক্ষঃ**

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ২(ক) অনুযায়ী আপিল কর্তৃপক্ষ এবং ধারা ১০ অনুযায়ী দ্বৈত বেঞ্চ ১, ২, ৩, ৪ ও ৫, ঢাকার জন্য ১টি তথ্য প্রদান ইউনিট, দ্বৈত বেঞ্চ- চট্টগ্রামের জন্য ১টি তথ্য প্রদান ইউনিট, দ্বৈত বেঞ্চ- খুলনার জন ১টি তথ্য প্রদান ইউনিট এবং দ্বৈত বেঞ্চ- রংপুরের জন্য

০১ টিসহ সর্বমোট ৪টি তথ্য প্রদান ইউনিট গঠন করা হয়েছে। উক্ত ৪টি তথ্য প্রদান ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রয়েছে। এছাড়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে রেজিষ্ট্রার ও সহকারী রেজিস্ট্রার এর বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে উক্ত পদ দুইটির পরবর্তী ধাপের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের প্রধান হিসাবে আপিল কর্তৃপক্ষ হলেন প্রেসিডেন্ট।

### ৪.১৭.২ ওয়েব সাইটে প্রকাশ

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবা বক্সের অধীন আপিল ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কন্টেন্ট এ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষ এর তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ফরম প্রকাশ করা হয়েছে।

**৪.১৭.৩** নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রদত্ত সুবিধাদির বিবরণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা নিম্নরুপ:

| ক্র/নং | তথ্য প্রদান ইউনিট | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, অফিসের ঠিকানা, মোবাইল ও ই-মেইল নম্বর | বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, অফিসের ঠিকানা, মোবাইল ও ই-মেইল নম্বর | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১. | দ্বৈত বেঞ্চ- ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ ঢাকা ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, ঢাকা। | খান রেজাউল করিম<br>রেজিস্ট্রার<br>ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, ঢাকা।<br>রাজস্ব ভবন (১০ম তলা)<br>প্লট এফ ১/এ, আগারগাঁও<br>শেই-ই বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭<br>মোবাইল- ০১৭১২-৮৬৭৬০৮<br>ই-মেইল- roman867608@gmail.com | মিজ আলেয়া বেগম<br>সহকারী রেজিস্ট্রার<br>দ্বৈত বেঞ্চ-৪, ঢাকা<br>রাজস্ব ভবন (১০ম তলা)<br>প্লট এফ ১/এ, আগারগাঁও<br>শেই-ই বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭<br>মোবাইল- ০১৭১২-৮৬৭৬০৮<br>ই-মেইল- alyea46.1968@gmail.com | |
| ২. | দ্বৈত বেঞ্চ- চট্টগ্রাম ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, চট্টগ্রাম। | মিজ্ নওশিন মজুমদার<br>সহকারী রেজিস্ট্রার<br>ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল<br>দ্বৈত বেঞ্চ- চট্টগ্রাম, কেয়া মঞ্জিল, বাড়ি নং-পিবি-১/১৪, রোড নং-২২, সিডিএ আ/এ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম<br>মোবাইল নং-০১৭০৪-৮৬২০৬৬<br>ই-মেইল nowshinmazumder1@gmail.com | জনাব মোঃ আবু সাঈদ<br>সাঁট লিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর<br>ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল<br>দ্বৈত বেঞ্চ- চট্টগ্রাম, কেয়া মঞ্জিল, বাড়ি নং-পিবি-১/১৪, রোড নং-২২, সিডিএ আ/এ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম<br>মোবাইল নং-০১৮১৮-৬৭০৬৭০<br>ই-মেইল- masactg1975@gmai.com | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৩. | দ্বৈত বেঞ্চ-খুলনা<br>ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, খুলনা। | জনাব অপূর্ব কুমার পোদ্দার<br>সহকারী রেজিস্ট্রার<br>ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল<br>দ্বৈত বেঞ্চ- খুলনা, ১৪, স্যার ইকবাল রোড, শামস ভবন (৪র্থ তলা) খুলনা<br>মোবাইল নং-০১৫১৬-৭৮৬২৭০<br>ই-মেইল- apulaw13@gmail.com | জনাব সৈয়দ তৌহিদুরর রহমান<br>উচ্চমান সহকারী<br>ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল<br>দ্বৈত বেঞ্চ- খুলনা, ১৪, স্যার ইকবাল রোড, শামস ভবন (৪র্থ তলা) খুলনা<br>মোবাইল নং-০১৭১৬-৮৩০০০৩<br>ই-মেইল- syedtouhidurahman@gmail.com | |
| ৪. | দ্বৈত বেঞ্চ-রংপুর<br>ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, রংপুর। | জনাব নজরুল ইসলাম সরদার<br>উচ্চমান সহকারী<br>ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল<br>দ্বৈত বেঞ্চ-রংপুর, বাড়ি নং- ৮০, রোড নং-০২, নিউ ইঞ্জিনিয়ার পাড়া, রংপুর- ৫৪০০<br>মোবাইল নং- ০১৬৮২-৮৪৩৫৭৮<br>ই-মেইল- nazrul1973bd@yahoo.com | জনাব রিয়াজুল ইসলাম<br>উচ্চমান সহকারী<br>ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল<br>দ্বৈত বেঞ্চ-রংপুর, বাড়ি নং- ৮০, রোড নং-০২, নিউ ইঞ্জিনিয়ার পাড়া, রংপুর- ৫৪০০<br>মোবাইল নং-০১৭৫০-৫৯৫২২০<br>ই-মেইল- riazulislamraza@gmail.com | |

### ৪.১৭.৪ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রজ্ঞাপনসহ অফিসের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট ও নোটির্স বোর্ডে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করে থাকে।

### ৪.১৭.৫ চাহিদার ভিত্তিতে তথ্য প্রকাশ

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল গ্রাহক বা নাগরিকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রদানযোগ্য তথ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করে । যা ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

### ৪.১৭.৬ হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ

- ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করে থাকে।
- ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন (নির্দেশিকা মতে যাবতীয় তথ্যসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা
- তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ৩টি সভা এবং তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৩টি প্রশিক্ষন আয়োজন করা হয়েছে।

- ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল তথ্য অধিকার কার্যক্রম সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিজস্ব তথ্য অবমুক্ত করণ নীতিমালা প্রণয়ন পূর্বক তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে থাকে।
- ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে চূড়ান্ত মূল্যায়নে ২৫ নম্বরের পেয়ে ১ম স্থান অর্জন করা হয়েছে।

## ৪.১৮ শুদ্ধাচার

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০২৩-২০২৪ ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল এর অর্জনঃ

| নং | কার্যক্রমের নাম | সূচকের মান | অর্জিত মান |
|---|---|---|---|
| ১ | প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা | ১৫ | ১৫ |
| ২ | আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন | ১৮ | ১৮ |
| ৩ | শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম | ৫০ | ৫০ |
| | সর্ব মোট | ৫০ (ওয়েটেড স্কোর- ১০) | ৫০ (ওয়েটেড স্কোর- ১০) |

### ৪.১৮.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের নাম:

- নৈতিকতা কমিটির ৪টি সভা অনুষ্ঠিত।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের ৪টি সভা অনুষ্ঠিত।
- শুদ্ধাচার সংক্রান্ত ৪টি প্রশিক্ষন অনুষ্ঠিত।
- কর্মপরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ২টি উন্নত কর্মপরিবেশ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ।
- ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত রাজস্ব বাজেটের মধ্যে ৫০% বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- যানবাহন যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতপূর্বক ২৭-০৬-২৪ তারিখে উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত করে প্রমাণক হিসাবে বার্ষিক প্রতিবেদনে দাখিল করা হয়েছে।
- শুনানীর কজলিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- শুনানীর তারিখ আপীলকারীর মোবাইলে অবহিত করণ কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে।
- ৪টি দ্বৈত বেঞ্চ পরিদর্শন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রম ১০০% বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

## ৪.১৯ ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন

সারণী-১:বিগত ৫ বৎসরে ট্রাইবুনালে দায়েরকৃত ও নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যাঃ-

| আপীল মামলার সংখ্যা | | |
|---|---|---|
| অর্থ বৎসর | দায়েরকৃত | নিষ্পত্তিকৃত |
| ২০১৯-২০ | ৬৫৪০ | ৬৮০১ |
| ২০২০-২১ | ৭০৫৪ | ৭৩৫৮ |
| ২০২১-২২ | ৮৮১৬ | ৭৯৭৬ |
| ২০২২-২৩ | ৭৯৮৭ | ৯১১০ |
| ২০২৩-২৪ | ৭৫০৯ | ৭৪২১ |

উল্লেখ্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে বড় করদাতার সংখ্যা ও জটিল মামলার সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। একই জনবল ও লজিস্টিক সুবিধা নিয়ে এ চ্যালেঞ্জ সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করা হচ্ছে।

মামলার সংখ্যা

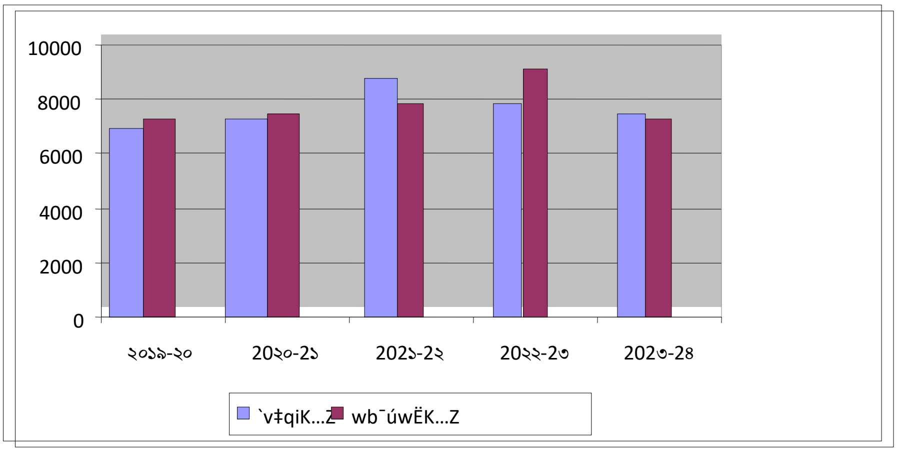


→ অর্থবৎসর

লেখ চিত্রঃবিগত ৫ বৎসরের আপীল মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির গতিধারা।

# কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল

## ৫.১ পরিচিতি

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল, কাস্টমস ও ভ্যাট সংক্রান্ত আপিল মামলা নিষ্পত্তি করে থাকে। অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৮(৯) বলে দি কাস্টমস্ এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ১৯৬ অনুযায়ী কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১ অক্টোবর, ১৯৯৫ সালে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল ০১টি দ্বৈত বেঞ্চ নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে মোট ০২টি দ্বৈত বেঞ্চ গঠন করা হয়। বর্তমানে ০৪ টি (২০১২ সাল থেকে) দ্বৈত বেঞ্চ রয়েছে। এই আপিলাত ট্রাইব্যুনাল দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ১৯৬ সি (৮) মোতাবেক একটি দেওয়ানী আদালত হিসাবে গণ্য। আপিলাত ট্রাইব্যুনালের প্রতিটি বেঞ্চ দুইজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত।

## ৫.২ রূপকল্প

ন্যায়ভিত্তিক, ডিজিটালাইজড ও অটোমেটেড, স্মার্ট ও স্বচ্ছ ট্রাইব্যুনাল।

## ৫.৩ অভিলক্ষ্য

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চত করে দায়েরকৃত আপিল মামলাসমূহ আইনানুগভাবে নিষ্পত্তিকরণের মাধ্যমে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

## ৫.৪ কার্যাবলী

- প্রয়োজনীয় যাচাই বাছাই পূর্বক আপিল মামলা গ্রহণ।
- বেঞ্চ মার্ক পূর্বক বিভাগীয় মূলনথি ও আপিল আবেদনের উপর দফাওয়ারী জবাবের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটে পত্র প্রেরণ।
- শুনানীর তারিখ নির্ধারণপূর্বক শুনানীর পত্র প্রেরণ।
- উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণ।
- আপিল মামলার রায় প্রদান।
- দ্বি-মত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ভিন্ন দ্বৈত/একক বেঞ্চে প্রেরণ।
- নিষ্পত্তিকৃত আপিল মামলার মূলনথি রেকর্ড রুমে সংরক্ষণ।
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন সহায়তাকারী বরাবর প্রেরণ।
- রায়ের সার্টিফাইড কপি সরবরাহ করণ।
- হাইকোর্ট বিভাগের মূলনথি প্রেরণ এবং ছায়ানথি রেকর্ডে সংরক্ষণ।

## ৫.৫ জনবলের তথ্য

অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৮ (৯) বলে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ১৯৬ অনুযায়ী কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হয়। ০১ অক্টোবর, ১৯৯৫ সালে ০২ টি বেঞ্চ ও ৩১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে আপিলাত ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০১১ সালে ০৪ টি বেঞ্চ ও ৬৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে আপিলাত ট্রাইব্যুনালের পুনর্গঠন এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ দপ্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অনুমোদিত এবং বর্তমানে কর্মরত পদের হিসাব নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

| ক্রঃ নং | পদের নাম | অনুমোদিত পদ সংখ্যা | পূরণকৃত পদ | শূণ্যপদ |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | প্রেসিডেন্ট | ০১ | ০১ | ০০ |
| ০২ | সদস্য (কমিশনার) | ০৪ | ০১ | ০৩ |
| ০৩ | সদস্য (অতিঃ জেলা জজ) | ০৪ | ০৪ | ০০ |
| ০৪ | রেজিস্ট্রার | ০১ | ০১ | ০০ |
| ০৫ | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | ০১ | ০০ | ০১ |
| ০৬ | সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর | ০৪ | ০২ | ০২ |
| ০৭ | উচ্চমান সহকারী | ০২ | ০১ | ০১ |
| ০৮ | ক্যাশিয়ার | ০১ | ০১ | ০০ |
| ০৯ | সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর | ০৬ | ০৩ | ০৩ |
| ১০ | অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ০৬ | ০৬ | ০০ |
| ১১ | রেকর্ড কিপার | ০১ | ০১ | ০০ |
| ১২ | পেশকার | ০৪ | ০২ | ০২ |
| ১৩ | গাড়ী চালক | ১১ | ১০ | ০১ |
| ১৪ | ডেসপাস রাইডার | ০১ | ০০ | ০১ |
| ১৫ | ডিএমও | ০১ | ০১ | ০০ |
| ১৬ | অফিস সহায়ক | ১৫ | ১২ | ০৩ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৭ | নিরাপত্তা প্রহরী | ০১ | ০১ | ০০ |
| ১৮ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | ০১ | ০০ | ০১ |
| | মোট | ৬৫ | ৪৭ | ১৮ |

আপিলাত ট্রাইব্যুনালের শুন্য পদে জনবল নিয়োগ কার্যক্রম জুলাই/২০২২ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং নুতন ০৪ টি পদের বিপরীতে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

## ৫.৬ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কাযর্ক্রম ও অর্জন

### ৫.৬.১ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আপিল মামলা গ্রহণ ও নিষ্পত্তি:

(ক) গৃহীত মোট আপিল মামলা : ১৪৩৪ টি (ভ্যাট-৫১৯ টি এবং কাস ৯১৫ টি)

(খ) আপিল মামলা শুনানী : ২০৪৮ টি

(গ) নিষ্পত্তিকৃত আপিল মামলা : ১৪৯৬ টি (ভ্যাট-৫৩৯ টি এবং কাস ৯৫৭ টি)

(ঘ) রায় জারি করণ : ১৪৯৬ টি

২০২৩-২৪ অর্থবছরকে নতুন মাত্রা দেয়ার লক্ষ্যে শুরু থেকেই নব উদ্যমে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকায় দায়েরকৃত কাস্টমস/ভ্যাট সংক্রান্ত আপিল মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী এ দপ্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৪৯৬ টি আপিল মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে।

বিগত তিন বছরের আপিল মামলা নিষ্পত্তির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ :

২০২৩-২৪ অর্থবছরে নিষ্পত্তিকৃত আপিল মামলা সংখ্যা -১৪৯৬ টি।

২০২২-২৩ অর্থবছরে নিষ্পত্তিকৃত আপিল মামলা সংখ্যা -৪০৮২ টি।

২০২১-২২ অর্থবছরে নিষ্পত্তিকৃত আপিল মামলা সংখ্যা -৫০০৩ টি।

### ৫.৬.২ আপিল মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম

- ডিজিটালাইজেশন এর সর্বোচ্চ সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে আপিলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ইস্যুকৃত শুনানীর চিঠি, কজলিস্ট সমূহ আপিলকারী/রেসপনডেন্ট প্রতিনিধিদের কাছে ম্যানুয়ালী প্রেরণের পাশাপাশি তাদের

নিজস্ব ই-মেইলে প্রেরণ এবং এ দপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা অর্থাৎ ই-সেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

- হালনাগাদ দায়েরকৃত ও শুনানীর জন্য প্রস্তুতকৃত সকল অনিষ্পন্ন আপিল মামলার তালিকা তৈরী করা হয়েছে;
- সকল দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- আপিলাত ট্রাইব্যুনালের শুন্য পদে জনবল নিয়োগ কার্যক্রম জুলাই/২০২২ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং নুতন ০৪ টি পদের বিপরীতে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- দ্রুততম সেবা নিশ্চিত করণে শুনানীর সময় সম্বলিত এসএমএস সেবা প্রদান মার্চ/২০২৩ থেকে চলমান রয়েছে।

### ৫.৬.৩ বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে নিষ্পত্তিকৃত আপিল মামলার সংখ্যা (পূর্বের জেরসহ):

| ক্রমিক নং | অর্থ বছর | প্রারম্ভিক জের | আপিল মামলা দায়ের | মোট নিষ্পত্তিযোগ্য মামলা | নিষ্পত্তি | অনিষ্পত্তি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ২০১৯-২০ | ৭৩৫৭ | ৬১৯ | ৭৯৭৬ | ৮২১ | ৭১৫৫ |
| ০২ | ২০২০-২১ | ৭১৫৫ | ৯১৮ | ৮০৭৩ | ১৯৪৩ | ৬১৩০ |
| ০৩ | ২০২১-২২ | ৬১৩০ | ৯৭৩ | ৭১০৩ | ৫০০৩ | ২১০০ |
| ০৪ | ২০২২-২৩ | ২১০০ | ২৫৬৯ (রেকর্ড শাখায় রক্ষিত পুরাতন নথিসহ) | ৪৬৬৯ | ৪০৮২ | ৫৮৭ |
| ০৫ | ২০২৩-২৪ | ৫৮৭ | ১৪৩৪ | ২০২১ | ১৪৯৬ | ৫২৫ |

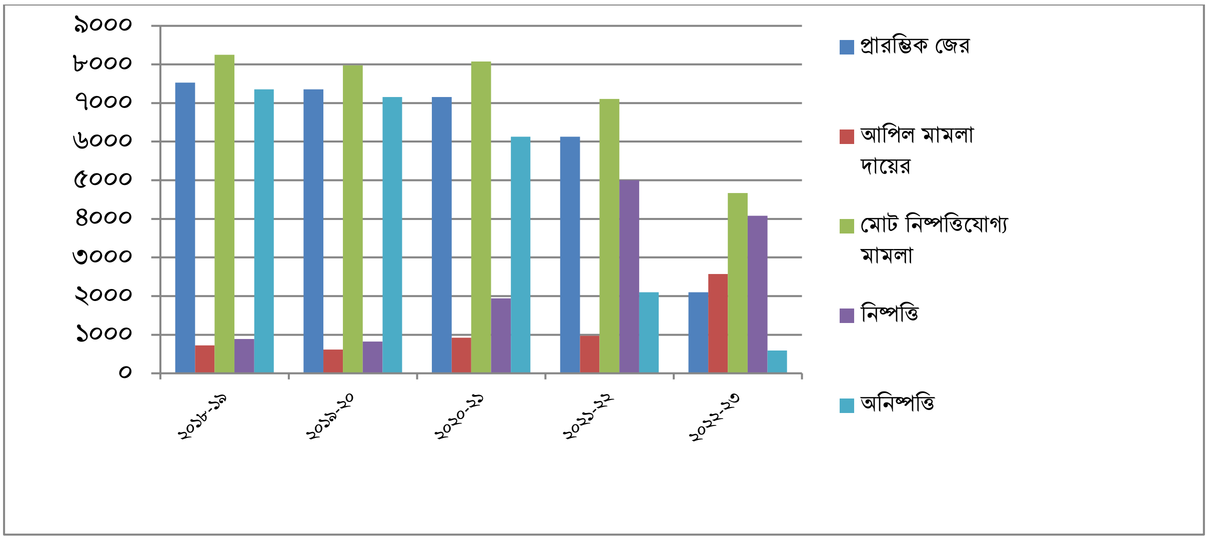


## ৫.৭ অভিযোগ নিষ্পত্তি

গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এর দপ্তরের অভিযোগ বক্সে বা অনলাইনে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ থেকেও কোন অভিযোগ প্রেরিতি হয়নি। কোন ব্যক্তি এ দপ্তরে সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে অভিযোগ বক্সে বা অনলাইনে অভিযোগ দায়েরের পাশাপাশি সিটিজেন চার্টারে বর্ণিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে নিম্নোক্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে সমস্যা অবহিত করতে পারেন।

| ক্রমিক নং | কখন যোগাযোগ করবেন | যোগাযোগের ঠিকানা | নিষ্পত্তির সময়সীমা |
|---|---|---|---|
| ০১ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে | GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা<br>মোহাম্মদ সাইফুর রহমান<br>রেজিস্ট্রার (উপ-কমিশনার)<br>ফোন: ০২-২২২২১৮০৭০<br>ই-মেইল: registrarcevt@yahoo.com | ০৫ (পাঁচ) কর্মদিবস |
| ০২ | GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে | মোঃ মাসুদ সাদিক<br>প্রেসিডেন্ট<br>কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট<br>আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।<br>ফোন : ০২-২২২২১৮০৫৮<br>ই-মেইল: cevt2017@gmail.com | ১০ (দশ) কর্মদিবস |

## ৫.৮ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪ এর অর্জন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় এ দপ্তরের প্রধান কাজ মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ। ৬০০ টি মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্য সামনে রেখে এ দপ্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ১৪৯১ টি আপিল মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এ দপ্তর আশানুরুপ সাফল্য অর্জন করেছে।

## ৫.৯ তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য প্রদান

গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এ দপ্তরের তথ্য প্রাপ্তির জন্য তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কেউ কোন আবেদন করেননি। নিম্নে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় এ দপ্তরের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা প্রদান করা হলো:

| | |
|---|---|
| তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা | মোহাম্মদ সাইফুর রহমান<br>রেজিস্ট্রার (উপ-কমিশনার)<br>ফোন: ০২-২২২২১৮০৭০<br>মেইল: registrarcevt@yahoo.com |
| বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা | (সৈয়দা আফরোজা বেগম)<br>রাজস্ব কর্মকর্তা<br>মোবাইল নং-০১৭২৯-৩৬৩৭৩৮<br>মেইল: registrarcevt@yahoo.com |
| আপীল কর্মকর্তা | মোঃ মাসুদ সাদিক<br>প্রেসিডেন্ট<br>ফোন: ০২-২২২২১৮০৫৮<br>মেইল: cevt2017@gmail.com |

## ৫.১০ ইনোভেশন কার্যক্রম

আপিল আবেদনের উপর দফাওয়ারী জবাব ও বিভাগীয় মূলনথি তলবের ক্ষেত্রে পূর্বে ৪ টি ধাপ ছিল। তা কমিয়ে এখন ১ টি ধাপে আনা হয়েছে। নিম্নের ছকে তা উপস্থাপন করা হলো:

ক)

| ক্রমিক নাম | পূর্বের ধাপ | বর্তমান ধাপ |
|---|---|---|
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| ০১ | আপিল মামলা গৃহীত হলে প্রেসিডেন্ট মহোদয় কর্তৃক বেঞ্চ নির্ধারণ | আপিল মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি ও সেবা সহজ করণের লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট মহোদয় বেঞ্চ নির্ধারণপূর্বক আপিল আবেদনের উপর দফাওয়ারী জবাব এবং বিভাগীয় মূলনথি চেয়ে পত্র প্রেরণের জন্য আদেশ প্রদান করেন। |
| ০২ | বেঞ্চ নির্ধারণের পর আপিল নথি সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ | |
| ০৩ | আপিল মামলার আবেদনের উপর দফাওয়ারী জবাব ও বিভাগীয় মূলনথি চেয়ে পত্র প্রেরণের জন্য শাখা সহকারী কর্তৃক আপিল নথি সংশ্লিষ্ট দ্বৈত বেঞ্চে উপস্থাপন | |
| ০৪ | সংশ্লিষ্ট দ্বৈত বেঞ্চের সদস্যগণ কর্তৃক আপিল মামলার আবেদনের উপর দফাওয়ারী জবাব ও বিভাগীয় মূলনথি চেয়ে পত্র প্রেরণের আদেশ প্রদান | |

খ) দ্রুততম সেবা নিশ্চিত করণে শুনানীর সময় সম্বলিত এসএমএস সেবা প্রদান মার্চ/২০২৩ থেকে চলমান রয়েছে।

## ৫.১৩ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (এসডিজি) বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম

শান্তি, ন্যায় বিচার, কার্যকরি প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণের লক্ষ্যে হয়রানি মুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে শুনানীর নোটিশ/কজলিস্ট ওয়েবসাইটে আপলোড ও মেইলে প্রেরণ করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি আপিলের রায় মাসিক ভিত্তিতে ওয়েবসাইটে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অত্র ট্রাইব্যুনালে জানুয়ারি/২০২৩ একটি আধুনিক রেকর্ড রুম স্থাপন করা হয়েছে। আধুনিক রেকর্ড রুম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আপিল মামলার মূলনথিসমূহ সংরক্ষণ করা হয় এবং চাহিদা মোতাবেক তাৎক্ষণিক তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

## ৫.১৪ ট্রাইব্যুনালের চ্যালেঞ্জ

- বর্তমানে আপিলাত ট্রাইব্যুনালে ০৪টি বেঞ্চ থাকলেও এজলাস রয়েছে মাত্র একটি। সে কারণে একটি মাত্র এজলাসে ০৪টি বেঞ্চ পরিচালনা করায় কাঙ্খিত মাত্রায় আপিল নিষ্পত্তি করণে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে;
- এজলাস কক্ষটি আয়তনে ছোট হওয়ায় সংশ্লিষ্ট উপস্থিত পক্ষগণকে জায়গা দেওয়া সম্ভব হয় না বিধায় উপস্থিত প্রতিনিধির মধ্যে অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করা যায়।
- আপিলাত ট্রাইব্যুনালে ই-সেবার মাধ্যমে আপিলকারী ও রেসপনডেন্ট পক্ষগণকে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইটি দক্ষ সম্পন্ন বিশেষ করে; কম্পিউটর অপারেটর, সহকারী প্রোগ্রামার, প্রোগামার নিয়োগ প্রদান করা জরুরী;

## ৫.১৫ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ডিজিটালাইজেশন এর সর্বোচ্চ সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে আপিলাত ট্রাইব্যুনালে অনলাইনে আপিল দায়ের, শুনানীর নোটিশ প্রাপ্তি এবং নিষ্পত্তিকৃত আপিলের রায় প্রেরণসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- আপিল দায়ের হতে আপিল নিষ্পত্তি পর্যন্ত সকল কার্যক্রম (e-CAP), electronic Customs Appeal Procedure এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- আপিলাত ট্রাইব্যুনালের শুন্য পদে জনবল নিয়োগ কার্যক্রম জুলাই/২০২২ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং নুতন ০৪ টি পদের বিপরীতে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।